মাসুদ রানা
কায়রো
কাজী আনোয়ার হোসেন

কায়রো

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৬৯

এক

'বসো।' গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর।

বসে পড়ল রানা।

'মন দিয়ে শোনো...'

মন দেয়ার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু পারা যাচ্ছে না। মন পড়ে আছে পাশের ঘরে। বহু কষ্টে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এল সে সেটাকে পুরু কাঁচঢাকা প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার ওপাশে চেয়ারে ঋজু ভঙ্গিতে বসে থাকা প্রবীণ লোকটির কাছে। কাঁচা-পাকা ভুরুর নিচে তীক্ষ্ণ দুটো চোখের দিকে একটিবার তাকিয়েই জিভটা শুকিয়ে এল ওর। হিম হয়ে এল বুকের ভিতরটা। ব্যাপার গুরুতর।

কয়েক সেকেন্ড নীরবতা।

'তুমি জানো, আল-ফাত্তাহকে সাহায্য করছি আমরা। দুশো তেইশজন পাকিস্তানী ইউরোপ ও মিডল-ঈস্টে কাজ করছে আল-ফাত্তাহর হয়ে। আল-ফাত্তাহর কেন্দ্রীয় কমিটির বিশেষ অনুরোধে আমাদের সেরা ছয়জন এজেন্টকেও পাঠিয়েছিলাম পি.সি.আই. থেকে। এদের নেতা হিসেবে গিয়েছিল মেজর আহসান।'

'আহসান?'

'হ্যাঁ। আমাদের মিডল-ঈস্ট এজেন্ট।' দামী ব্রায়ার পাইপে অগ্নিসংযোগ করলেন বৃদ্ধ। নীলচে-সাদা ধোঁয়া থ্রী-নান্‌সের সুবাস নিয়ে এল রানার নাকে। সিগারেটের তেষ্টা পেল ওর। 'আহসানের পোস্টিং হয়েছিল কায়রোতে।' কথাটা বলে চুপচাপ কিছুক্ষণ পাইপ টানলেন তিনি। চোখ দুটো রানার মুখের ওপ স্থির হয়ে আছে। অন্যমনস্কভাবে চেয়ে আছেন বৃদ্ধ ভুরু কুঁচকে। দূর থেকে এই ভ ঙ্গিতে... হঠাৎ কেউ দেখলে মনে করবে ভয়ানক বকাঝকা করছেন তিনি রানাকে। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। একটু চমকে গেল রানা। উঠতে যাচ্ছিল—বাম হাতের আবছা ইশারায় বসে থাকবার নির্দেশ দিলেন তিনি। দেয়ালে টাঙানো দশ ফিট বাই ছয় ফিট ওয়ার্লড ম্যাপের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। পাইপের মুখটা গিয়ে ঠেকল যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাংশে আটলান্টিক মহাসাগরের কোন একটা জায়গায়। 'নিউ ইয়র্ক থেকে গত মে মাসের তিন তারিখে একটা জাহাজ ছেড়েছিল। ইসরাইলের জাতীয় শিপিং করপোরেশনের জাহাজ। যাত্রী ছিল প্রধানত আমেরিকার ইহুদি সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী এবং জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের কিছু লোক। এরা আসছিল

ইসরাইলের নতুন আক্রমণ পরিকল্পনা কার্যকরী করতে। জাহাজে ছিল প্রচুর অস্ত্র, গোলা-বারুদ আর যন্ত্রপাতি। এ জাহাজ ধ্বংস করে দেয়ার প্ল্যান নেয় আল-ফাত্তাহ। কিছু আরব এবং দু'জন পাকিস্তানী ঢুকে পড়ে ইহুদি স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনীর মধ্যে। পরিকল্পনা অনুসারে ভূমধ্যসাগরের প্রবেশ-মুখেই জাহাজটি ডুবিয়ে দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু...' ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন বৃদ্ধ। বিশ সেকেন্ড নীরবতা। তারপর কথাটা শেষ করলেন। 'জাহাজটা নির্বিঘ্নে তেল-আবিব পৌঁছেচে। স্পাইরা ধরা পড়েছে। এ ছাড়াও এ-ধরনের আরও ঘটনা ঘটেছে। পরপর কয়েকটা পাকিস্তানী মিশন ব্যর্থ হয়েছে তেল-আবিবে।'

আবার নীরবতা। নিভে যাওয়া পাইপটা আবার ধরিয়ে নিয়ে একটানা আধ মিনিট টেনে চললেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। রানা লক্ষ করল কপালের একটা ধমনী টিপ টিপ করে কাঁপছে বৃদ্ধের। দৃষ্টি রানার পিছনে দেয়াল ঘড়িটার উপর আবদ্ধ।

'চাকরি?' প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ।

'পেয়েছি।'

আরও কিছু বলার জন্যে প্রস্তুত হলো রানা। চোখের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ পেল। বলতে লাগল, 'সোনালী প্রোডাক্টসের কায়রোর প্রতিনিধি বিনা নোটিশে চলে এসেছে। আমাকে অফিসের ভার আগামী সাতদিনের মধ্যেই নিতে হবে। আমি...'

পাইপ নেমে গেল।

'তুমি আজ রাতের ফ্লাইটে রওনা হচ্ছ।'

চট করে চাইল রানা সেই চোখের দিকে। ঠিকই দেখল, ওখানে বিপদ-সঙ্কেত।

'আমাদের ছয়জন এজেন্ট ছিল কায়রো, এথেন্স, জেনেভা, ত্রিপোলী আর খোদ তেল-আবিবে। আহসানই এদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। এরা সবাই চারদিক থেকে তেল-আবিবের সঙ্গে পৃথিবীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেবার এবং মূল তেল-আবিবে ঢুকবার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। প্রথম দিকের সাফল্য আল-ফাত্তাহ কমান্ডার আরাফাতকে আশ্চর্য করে দেয়। তিনি আমাদের কংগ্রাচুলেশনও জানিয়েছিলেন। কিন্তু...' একটু থেমে বৃদ্ধ বললেন, 'এখন প্রায় প্রত্যেকটি পরিকল্পনা কোথা থেকে যেন ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা দল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।' থমকে গেলেন বৃদ্ধ। কিছু ভাবছেন। অন্যমনস্ক।

উঠে দাঁড়ালেন।

'সময় নেই হাতে। তোমাকে যেতে হচ্ছে কোথা থেকে ফাঁস হয়েছে খবর তা জানতে। এথেন্স থেকে জাহেদই তোমাকে চেয়ে পাঠিয়েছে। আমিও মনে করি...' কি বলতে গিয়েও থেমে গেলেন বৃদ্ধ।

সামনের ফাইলগুলো এক এক করে এগিয়ে দিলেন রানার দিকে। কোনটা আহসানের শেষ রিপোর্ট। কোনটা এজেন্ট কো-অর্ডিনেটরদের পরিচয়। সিক্রেট নাম্বার। ইত্যাদি।

বৃদ্ধ বললেন, 'এদের সবার কাছেও পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমার সিক্রেট নাম্বার।'

'সিক্রেট নাম্বার?' রানা অবাক হলো।

'এ মিশনে তোমাকে সিক্রেট নাম্বার ব্যবহার করতে হবে—সাবধানতার জন্যে। তোমার সিক্রেট নাম্বার এম-আর নাইন। কায়রোতে তোমার সঙ্গে দেখা করবে জাহেদ।'

মেজর জেনারেল বসলেন।

'স্যার,' বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে একটা প্রশ্ন করতে গিয়েও থমকে গেল রানা।

বৃদ্ধ রানার দিকে তাকালেন। একটু যেন থতমত খেয়ে ফাইল উল্টিয়ে চলল রানা। আহসানের ফটোগ্রাফের উপর চোখ থেমে গেল। রানা দেখল বন্ধু মেজর আহসানকে।

চোখ তুলে আবার তাকাল বৃদ্ধের চোখে। বলল, 'বিশ্বাসঘাতক কে?'

'সেটা তুমিই বের করবে।' পরিষ্কার উচ্চারণ জলদকণ্ঠে।

'আপনি আহসানকে সন্দেহ করেন?' রানার প্রশ্নটা রূঢ় শোনাল।

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। বললেন, 'না।' উঠে দাঁড়ালেন। রানা দেখল, জ্বলজ্বলে চোখের দৃষ্টি একটু স্তিমিত হয়ে গেল যেন।

রানাও উঠে দাঁড়াল।

বৃদ্ধ বললেন, 'আহসানকে হত্যা করা হয়েছে।'

'আহসান!' অস্ফুটে উচ্চারণ করল রানা।

চোখ আপনা থেকে নেমে গেল আহসানের ছবির উপর। চওড়া কপাল, খড়গের মত নাক, চোখে সেমিটিক বৈশিষ্ট্য। ওর ধমনীতে ছিল আরব রক্ত। ও বলত, প্যালেস্টাইন আমার পূর্ব-পুরুষের বাস, ওটা আরবদের—ইউরোপীয়দের কোন অধিকার নেই আরব-ভূমির ওপর।

দুই

কায়রো এয়ারপোর্টে নামল বি.ও.এ.সি. বোয়িং।

এয়ার টার্মিনালে সব ঝামেলা চুকিয়ে ট্যুরিস্ট ব্যুরোর কাউন্টারে পৌঁছতেই পাশে এসে দাঁড়াল এক কালোকেশিনী। এক নজরে মেয়েটিকে পুরোপুরি দেখে নিল রানা। সুন্দরী, এক কথায় বলা যায়। একটু ভারী গড়ন। ভারী, ঘুম-ঘুম মুখশ্রী। কালো, লালচে-কালো চুল। ফর্সা মুখকে ব্র্যাকেটে বন্দী করেছে। সবুজ চোখ। ছোট্ট একটা নাক, ভারী ঠোঁট। মুখের এই গড়নের জন্যেই মেয়েটিকে ভারী মনে হয়েছিল। আরও দু'পা এগিয়ে এলে রানা দেখল, ভারী ঠিকই, প্রয়োজনীয় জায়গায় ভারী। প্রয়োজনীয় বঙ্কিম রেখাসমৃদ্ধ দেহ।

সুবক্র মেয়েটি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি মাসুদ রানা?'

রানা বলল, 'হ্যাঁ।'

হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটি, 'আমি ফায়জা।' একটু থেমে বলল, 'ফায়জা ফয়সল। ওয়েল কাম টু কায়রো।'

'টু অ্যারাব,' রানা বলল। 'আপনি সোনালী জুট প্রোডাক্টসের···?'

'হ্যাঁ, আপনি আমার নতুন বস্।' একটু এগিয়ে বলল, 'আসুন।'

বাইরে দু'জন এসে দাঁড়াল একটা কালো রঙের মস্কোভিচের সামনে। গাড়ির দরজা খুলে ধরল মেয়েটি। রানা ব্যাক সীটে হাতের ব্যাগ সুটকেস ছুঁড়ে দিয়ে উঠে বসল। মেয়েটি ড্রাইভিং সীটে বসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোন বিশেষ হোটেলের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'সেমিরেমিস হোটেল—আমার পছন্দ।'

গাড়ি গেট থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়েছিল। মেয়েটি অবাক চোখে তাকাল, 'আপনি আগেও এখানে এসেছেন বুঝি?'

'না,' রানা বলল, 'আমি গাইড বুকের সিরিয়াস পাঠক।'

মেয়েটি আরও একবার তাকাল মুখ ঘুরিয়ে। হাসল, সুন্দর দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল। হঠাৎ গাড়ি ব্রেক করে থামল। হাতের ব্যাগ বের করল গাড়ির গ্লাভস-কম্পার্টমেন্ট থেকে। গোলাপী রঙের একটা স্কার্ফ বাঁধল মাথায়। চোখে গোলাপী ফ্রেমের গগলস্ জুড়ল।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'কায়রো শহর এয়ারপোর্ট থেকে কতদূর?'

'ষোলো মাইল,' বলেই গাড়ি ছেড়ে দিল। মুহূর্তের মধ্যে স্পীড মিটারের কাঁটা ষাট মাইলের কোঠায় পৌঁছে গেল।

'টেলিগ্রাম পেয়েছি আজ সকালে,' মেয়েটি বলল। 'শুনেছিলাম আপনি এক সপ্তাহের মধ্যে আসবেন।'

'একটু তাড়াতাড়ি এসে পড়লাম,' রানা বলল। 'আমি একটু বেশি উৎসাহী লোক।'

'আমার ভাগ্য ভাল বলতে হবে,' ফায়জা হাসল। 'আমি উৎসাহী লোক পছন্দ করি।'

কথা বলার ফাঁকে রিস্টওয়াচে বাংলাদেশের সময়টাকে রানা মিশরীয় করে নিল ফায়জার বিশাল অটোমেটিক ঘড়িটা থেকে।

এখন সন্ধ্যা লেগে আসছে কেবল।

ধূসর-গোধূলির কথা ভাবতে গিয়ে হোঁচট খেলো। শহরে প্রবেশ করল গাড়ি। শারা আল গাইস থেকে গাড়ি শারা আল খালিলে পড়ল। সোজা হয়ে বসল রানা। কেননা মেয়েটি অন্য পথ ধরেছে। এবং শারা আল আজহার ধরে পুব দিকে এগুচ্ছে। অথচ হোটেল সেমিরেমিস দক্ষিণে, নীল নদের তীরে।

হোলস্টারের অনুপস্থিতি অনুভব করল রানা। সে নিরস্ত্র। পিস্তল নিয়ে এলে অনেক ঝামেলা।

গাড়ির মুখ ঘুরাবে কিনা ভাবতে গিয়ে, হঠাৎ বলল, 'এখানে একটু রাখুন।'

হার্ড ব্রেক কষল ফায়জা। গাড়ি থেকে নেমে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকে সিগারেট কিনল রানা। দোকানিকে জিজ্ঞেস করে ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়েল করল একটা বিশেষ নাম্বারে। সাড়া পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'রুম নাম্বার সিক্স? এম.আর.নাইন।' আরবীতে বলল কথাগুলো। বলে চলল, 'আমি আল আজহার রোডের উপর দিয়ে যাচ্ছি। কালো মস্কোভিচ। নাম্বার: কায়রো দুই সাত তিন পাঁচ···' কথা শেষ হতেই জবাব হলো, 'আমাদের লোক আপনার কাছাকাছিই

আছে।' রানা অবাক হয়ে ফোন রেখে দিয়ে ফোনের চার্জের কথা জিজ্ঞেস করল ইংরেজিতে। কেননা স্টোরের ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে ফায়জা। সেল্‌স গার্ল অবাক হয়ে তাকাতেই রানা পকেট থেকে দশ পিয়াস্তারের নোট কাউন্টারে রেখে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ফায়জা মৃদু হেসে সেল্‌স গার্লের হাত থেকে নোটটা নিয়ে ব্যাগ থেকে একটা কয়েন বের করে কাউন্টারে দিল। দোকানি মেয়েটা রানা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল: 'কোত্থেকে এসেছে?' ফায়জা বলল, 'পাকিস্তান।' উত্তরে সেল্‌স গার্ল হাসল, 'কিন্তু ভদ্রলোক আরবদের মত আরবী বলেন।'

ফায়জা রানার কাছে এসে দশ পিয়াস্তারের নোটটা ফেরত দিয়ে বলল, 'এখানে প্রতি টেলিফোন কলের জন্যে লাগে এক পিয়াস্তার।'

'খুব বেশি না,' রানা ইংরেজিতেই বলল, 'আমাদের দেশের হিসেবে পনেরো পয়সা।'

গাড়িতে ফিরে মেয়েটি ড্রাইভিং সীটে বসল না। রানা একটু হেসে ড্রাইভিং সীটে উঠে সেলফ স্টার্টার চেপে স্টার্ট দিয়ে তাকাল ফায়জার দিকে। ফায়জার দৃষ্টি তখন একটা দোকানের শো-কেসে।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'কোন্‌দিকে যাব?'

ফায়জা মুখ ফেরাল। গম্ভীরভাবে বিশুদ্ধ আরবীতে বলল, 'কায়রো আপনার অপরিচিত নয়। যেদিকে ইচ্ছে যেতে পারেন।'

ইউ টার্ন নিয়ে পুরানো পথেই ফিরে চলল রানা। এবং আরবীতে বলল, 'কায়রো আমার চেনা, কিন্তু কায়রোর অচেনা মেয়েকে যে ড্রাইভিং সীটে বসতে দিতে নেই এ শিক্ষা আমার হয়েছে।' আল আজহার থেকে বাঁ দিকে শারা আব্দ আল আজিজ-এ টার্ন নিতেই ফায়জা বলল, 'আমি এখানেই নামব।'

গাড়ি ব্রেক করে রানা ফায়জার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল। বলল, 'আমি অচিন্‌ দেশে বিদেশী…'

'এটা আপনার জন্যে অচিন্‌-পুরি নয়।' নেমে পড়ল ফায়জা। রানাও নামল। বলল, 'কিন্তু মাঝপথে…তাছাড়া তোমার গাড়ি…'

'ওটা আপনার গাড়ি। সোনালী জুট প্রোডাক্টসের সম্পত্তি।' ফায়জা দু'পা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ব্যস্ত রাস্তার পিছনে একটা নীল সিটরোন দেখিয়ে বলল, 'আপনার বন্ধুরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

রানা চমকে তাকাল। মেয়েটাও লক্ষ্য করেছে। এবার ভাল করে নিরীক্ষণ করে দেখল মেয়েটিকে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে। কিছুক্ষণ আগে ফোন করেছিল সে আল-ফাত্তাহর যোগাযোগ দফতরে। এ দফতরকে আল-ফাত্তাহর 'বৈদেশিক-দফতর' বলা যেতে পারে। এরা বিদেশ থেকে আগত আল-ফাত্তাহর সদস্যদের সহযোগিতা করে।

নীল গাড়িতে একটা লোক বসে—মাথায় মস্ত টাক। অনেকটা বুলেটের মাথার মত। লোকটা এদিকেই তাকিয়ে আছে। রানাকে চোখ ফেরাতে দেখেই গাড়িটা এগিয়ে গেল।

রানা সোজা গাড়িতে উঠে রাস্তার ব্যস্ততায় মিশে গেল। বেশ দ্রুত চালিয়ে কিছুদূর এসে দেখল গাড়িটা তার পেছনেই আসছে। বুস্তান রোডে টার্ন নিল। আল

তাহরিরের মোড়ে, যেখানে সাতটা রাস্তা একখানে মিশেছে—সোজা না গিয়ে পুরানো কায়রো যাবার পথটা ধরল—ডানে মিশর সরকারের সদর দফতর, বামে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি রেখে পার্লামেন্ট ভবনের সামনের রাস্তা ধরে নীল নদের দিকে এগোল। কিছুদূর আসতে পাওয়া গেল সামনে নীল নদ, ডানে হোটেল সেমিরেমিস।

হোটেল সেমিরেমিসের পাঁচতলায় রানার স্যুইটের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখা যায় নীল নদ। নীলের এখানে দুটো দ্বীপ। গেজিরা আর মানজেল। হোটেলের সামনেই গেজিরার সঙ্গে মূল কায়রোকে যুক্ত করেছে তাহরির ব্রিজ।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

কায়রো কত বদলে গেছে। সাত বছর আগে দেখা কায়রোকে তবু চিনি, রানা ভাবল। হাসি পেল। কত সহস্র বছরের সভ্যতার ইতিহাস বহন করে নীলের এই পলিভূমি—সাত বছর সেখানে কি!···ভাবনাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিল ফোন।

ফোন?

কে করবে তাকে ফোন—এত তাড়াতাড়ি?

ব্যালকনি থেকে ঘরে এসে রিসিভার তুলে নিল রানা। কিছু বলল না।

'এম-আর নাইন?' কণ্ঠ ভেসে এল।

উত্তর দিল না রানা।

'রুম নাম্বার সিক্স থেকে বলছি, কর্নেল সিক্স।'

রানা বলল, 'আমি নিরাপদেই আছি।'

'আমি জানি,' গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল। 'এই নাম্বারটা টুকে নিন।' একটা নাম্বার বলল।

রানা নাম্বারটা রিপিট করে জিজ্ঞেস করল, 'কার নাম্বার?'

'জিসান বাট। ডক্টর। আহসানের বান্ধবী। আপনার জিনিস আটটায় ডিপার্টমেন্ট থেকে নিয়ে নেবেন।' কেটে গেল লাইন।

রিসিভার নামিয়ে রেখে আবার গিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়াল রানা। জিসান বাট। জিসান···ভাবতে ভাবতে ঘরের মধ্যে কাপড় ছেড়ে শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল। ভাবল নামটাকে। জিসান বাট···জিসান···কর্নেল সিক্স।

পাঁচ মিনিট পর বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে। রুম নাম্বার সিক্সের দেয়া নাম্বারে ডায়াল করল।

তিনবার রিং হলো। তারপর কেউ রিসিভার তুলল।

শোনা গেল ইংরেজিতে সুললিত উচ্চারণ, 'ডক্টর বাট বলছি।'

'রানা, মাসুদ রানা—সদ্যাগত বাঙালী।' একটু থেমে বলল, 'আজ আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে?'

'রোগীর সঙ্গে দেখা আমি চেম্বারেই করে থাকি, আপনি আটটার মধ্যে এলে···'

'আমি অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান বাঙালী,' রানা বলল। 'আমি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে চাই। আহসান আমার বন্ধু।'

'আহসান!' ওদিকে অস্ফুট উচ্চারণ শোনা গেল।

'হ্যাঁ, পাকিস্তান ন্যাশনাল শিপিং-এ ছিল,' রানা বলল। 'তার মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি—আপনি বোধহয় কিছু বলতে পারবেন।'

'না, আমি কিছু জানি না। জানলে···' থেমে গেল কণ্ঠস্বর। তারপর আবার শোনা গেল, 'আহসানকে আমি বুঝতে পারিনি। ও আমাকে বুঝতে দেয়নি। দিলে সম্পূর্ণ ঘটনা হয়তো অন্যরকম হত।'

'হয়তো হত। হলে আপনার মত আমিও সুখী হতাম,' রানা বলল। 'কিন্তু হয়নি।'

'হ্যাঁ, হয়নি।'

একটু চুপ করে রইল রানা। ওপাশের কণ্ঠ বলল, 'আপনি কোত্থেকে বলছেন?'

'হোটেল সেমিরেমিস।'

'শেরিফ পাশা রোডে "হোয়াইট নাইল" রেস্তোরাঁয় আমি থাকব ঠিক সাড়ে ন'টায়। একটু আগে যাবেন আপনি। আপনার নাম কাউন্টারে বলে রাখবেন।' রিসিভার রেখে দিয়েছে জিসান, ডক্টর জিসান বাট।

সুটকেস থেকে সব পোশাক বের করে ওয়ারড্রোবে রাখল রানা একজন বেলবয়ের সাহায্যে।

পরল ডার্ক-ব্লু স্যুট, হালকা নীল শার্ট, কালো টাই, কালো মোকাসিনশু। বাঁ পা তুলে হিল ঘুরিয়ে লন্ডনের উইলকিনসন সোর্ড লিমিটেডের তৈরি পাতলা স্টীলের ছুরির অস্তিত্বটা দেখে নিল। আপাতত এটাই তার একমাত্র সম্বল।

ঘর থেকে বেরুল রানা সাড়ে আটটায়। মস্কোভিচ ছুটল নাইলের পাশ দিয়ে। ছাব্বিশে জুলাই ব্রিজের কাছে গেজিরা প্যালেস হোটেলের সামনে দিয়ে হাজির হলো একটা হলুদ রঙের বাড়ির সামনে। মেজর জেনারেলের নির্দেশ মতই পেয়ে গেল একটা সাইন বোর্ড। 'আফ্রো-এশীয় লেখক সংঘ'। তেতলায় অফিস। সিঁড়ি ধরে সোজা উপর তলায় উঠতে লাগল রানা। তেতলায়—সিঁড়ির সঙ্গেই একটা সবুজ দরজা। সেখানে আরবী, ইংরেজিতে লেখা রয়েছে 'লেখক সংঘ'। হাতল ধরে চাপ দিতেই দেখল খোলা। ঢুকে পড়ল। একটা লম্বা করিডর। দু'পাশে অনেক দরজা। দরজায় সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট পদ-বাচ্য অনেক নাম দেখতে পেল।

রুম নাম্বার সিক্স—কনফারেন্স রুম।

নক করল আস্তে করে। কি নীরব চারদিক! দরজা খুলে গেল।

সামনে দাঁড়িয়ে ভূমধ্যসাগরের গভীর অন্ধকারে দুটো সার্চ লাইট যেন! কালো পোশাক পরা, চুলে মুখ ঢাকা একটি মেয়ে এবং তার চোখ। চোখ দুটো তাকে আগাগোড়া দেখে নিয়ে প্রায় বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'আসুন।'

দরজা খুলে গেল আরও খানিকটা। ভিতরে গেল রানা। মেয়েটি দরজা বন্ধ করে বাইরে চলে গেল।

সামনে তাকাল রানা।

বিরাট ঘর। অন্ধকার-প্রায়—শুধু এককোণে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় একটা উজ্জ্বল টেবিল—সেখানে দ্বিতীয় মানুষের অস্তিত্ব। কর্নেল সিক্স। আল-ফাত্তাহর

বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান। অন্য আল-ফাত্তাহদের চেয়ে এরা একটু গোপনীয়তা বজায় রাখে বেশি রকমের। কারণ এদের কাজ করতে হয় বিদেশীদের সঙ্গে। এরা বিদেশে লোক পাঠায়—বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

একভাবে তাকিয়ে আছে কর্নেল সিক্স।

এগিয়ে গেল রানা।

টেবিলের কাছে আসতেই শুনল, 'বসুন।'

বসার আগে লোকটাকে ভাল করে দেখল রানা। মুখে দাড়ি, ছেঁটে রাখা। ভারী, চৌকো মুখ। পরনে আরবীয় পোশাক কিন্তু মাথা খালি। সেখানে একটি চুলও নেই। বয়স পঞ্চাশের উপর। থুতনির কাছে দাড়িতে পাক ধরেছে।

রানা টেবিলের এধারের দু'টি চেয়ারের একটিতে বসল।

'গতকাল সিরিয়ার অফিস থেকে আপনার সম্পর্কে রিপোর্ট পেয়েছি।' লোকটি বলতে শুরু করল হঠাৎ, নাটকীয়তা ছাড়াই। 'আপনি আহসানের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত করবেন এবং পাকিস্তানের আল-ফাত্তাহদের নেট-ওয়র্কে সম্প্রতি যে ভাঙন দেখা দিয়েছে সেটার কারণ বের করে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার চেষ্টা করবেন। এটা আমরাও চাই। পাকিস্তান এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশের স্বেচ্ছাবাহিনী সম্প্রতি বেশ কয়েকটা ব্যর্থতা দেখিয়েছে। তেল-আবিব অভিমুখী প্রত্যেকটা অভিযান ব্যর্থ হচ্ছে। এরকম চলতে দিলে শক্তি এবং অর্থের অপচয় ছাড়া কিছুই হবে না।' চুপ করে রইল কিছুক্ষণ আরব নেতা, তারপর বলল, 'মেজর আহসানের মৃত্যুতে আমাদের বিরাট ক্ষতি হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমরা বন্ধু ছিলাম।'

উঠে দাঁড়াল সিক্স। দেয়ালে সার দেয়া বড় আকারের ফটোগ্রাফ টাঙানো। কবি হাফিজ, রুমী, রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল পাশাপাশি সাজানো। পুরো ঘরের দেয়ালে দেয়ালে ঝুলছে আফ্রিকা-এশিয়ার কবি-সাহিত্যিকদের ছবি। কর্নেল সিক্স উঠে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছবির পিছন থেকে বের করে আনল একটা বাক্স। ম্যাজিশিয়ানের মত টেবিলে রেখে বের করল তা থেকে বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি অস্ত্র। উঠে দাঁড়াল রানা। সিক্স এগিয়ে ধরল দুটো পিস্তল। রানা তুলে নিল পয়েন্ট টু ফাইভ বেরেটা। চেক করে নিয়ে একটা ম্যাগাজিন ভরল। দুটো এক্সট্রা ম্যাগাজিন নিয়ে কোটের পকেটে রাখল। কর্নেল সিক্স এগিয়ে দিল কালো জার্মান-লেদারের শোল্ডার হোলস্টার।

তিন

ঠিক ন'টা পঁচিশ মিনিটে পৌঁছল রানা হোয়াইট নাইল রেস্তোরাঁয়। বিরাট রেস্তোরাঁ, জাঁকজমকপূর্ণ। সামনে বিরাট চত্বর, গাড়ি পার্কিং-এর জায়গা, ফোয়ারার রঙীন বাতির বিচ্ছুরণ ইত্যাদি দেখে ক্লাব-ক্লাব মনে হয়। কাউন্টারে নিজের নাম বলে রানা গিয়ে বসল একটা ফাঁকা টেবিলে।

ঠিক ন'টা ত্রিশ মিনিটে, রানার সামনে ছিল ওল্ড গ্র্যান্ড ড্যাড বার্বনের বোতল।

একটা পাত্রে বরফের টুকরো। টাম্বলার। গ্লাসে সিপ করতে করতে চারদিক দেখছে রানা। আবছা অন্ধকার ঘর। মৃদু বাজনা বাজছে, নীলের চেনা সুর।

এ বাজনা রানাকে মনে করিয়ে দেয় ক্লিওপেট্রার প্রমোদতরীর কথা।

হঠাৎ থমকে যায় রানার চোখ। হা'তের গ্লাস টেবিলে নেমে আসে।

যে মেয়েটি এগিয়ে আসছে—তার পরনে শাড়ি। কালো শাড়ি, কালো ব্লাউস। রানা উঠে দাঁড়াল, নবাগতা টেবিলের কয়েক হাত দূরে থমকে দাঁড়াল। কালো চুল কাঁধে লুটানো। কালোর পটভূমিতে এক অনিন্দ্য-সুন্দর মুখশ্রী। থমকে দাঁড়িয়েছে জিসান বাট। হ্যাঁ, বলতে হলো না, এ-ই জিসান বাট। কালো দুটো চোখ রানাকে দেখল, আরও একটু উঁচু করল মুখ। স্তব্ধ হয়ে যাওয়া একটি মুখ।

চেয়ারটা টেনে দিল রানা। এবার এগিয়ে এল জিসান বাট। একটু হাসি ফুটে উঠল গোলাপী ঠোঁটে। বলল, 'মাসুদ রানা?'

রানাও হাসল, 'জিসান বাট?'

জিসান বসলে রানাও বসল।

রানা কথা বলল না কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর বলল, 'নীল নদের তীরে শাড়ি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আপনি বাঙালী?'

'না। তবে বাঙালী রক্ত আমার মধ্যে আছে। আমার দাদা মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছিলেন,' মৃদুকণ্ঠে জিসান বলল। 'এখন আমরা পুরো মিশরীয়। শাড়ি শখ করে পরি।' আবার থেমে আরও নিচু গলায় স্বগতোক্তির মত করে মেয়েটি বলল, 'আহসান আমাকে ঢাকা থেকে অনেকগুলো শাড়ি এনে দিয়েছিল।'

'আপনাদের আলাপ হয় কিভাবে?'

'এখানে বাঙালী এলে কয়েক দিনের মধ্যে আমাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। কারণ আমার পরিচয় এখানে বাঙালী ডাক্তার বলেই,' জিসান বলল। 'যদিও কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়।'

রানা ভাবল, চোখে নীলের গভীরতা শুধু বাঙালী কেন, গ্রীনল্যান্ডের পুরুষদেরও মোহিত করতে পারবে। পৃথিবীর গভীরতম নদী, এই নীল নদ। নীল নদ মিশরের প্রাণ। কিন্তু গভীর চোখে এর উচ্ছ্বাস নেই, আছে স্তব্ধতা, এবং আশ্চর্য এক ধরনের বক্রতা। হ্যাঁ, বক্রতা। ওয়েটারকে খাবার আনতে বলল। মেয়েটি তার পছন্দের কথা বলল না। রানার হুকুমের বহর দেখে মুচকে হাসল শুধু, হ্যাঁ, বা না—কিছু বোঝা গেল না। রানা ড্রিঙ্কসের কথা বললে, গ্র্যান্ড ওল্ড ড্যাড বোতলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হুইস্কি···' চোখ আস্তে করে রাখল ড্যান্স ফ্লোরে। দু'একটা কাপল এগিয়ে গেল। মিশরীয় কি ইউরোপীয় চেনা যায় না। বাজনার সুরটা এখন ইউরোপীয় হয়ে গেছে।

ট্রে থেকে গ্লাসে বার্বন নিয়ে বেশ হালকা করে দিল রানা পানি মিশিয়ে। দু'টুকরো বরফ দিয়ে এগিয়ে দিল জিসানের সামনে। মেয়েটা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। গ্লাস নিল। একটু চুমুক দিয়ে ধন্যবাদ জানাল। তারপর জিজ্ঞেস করল রানা সম্পর্কে। রানা উত্তর দিল গ্লাসে ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে, মেয়েটির প্রতিটি ভঙ্গি দেখতে দেখতে।

খাবার এলে আলোচনাটা খাবার কেন্দ্র করে হলো। মেয়েটি মিশরীয় খাবার

সম্পর্কে রানার অজ্ঞতা দেখে হাসল। খাবার শেষে প্রচুর বরফ মিশিয়ে দু'জনের জন্যেই দু'গ্লাস পূর্ণ করল রানা।

জিসান বলল, 'পানে আমার আসক্তি নেই।'

এবার বেশ সচেতন হয়ে উঠল রানা—জিসান একটু সহজ হয়ে এসেছে। আহসানের প্রসঙ্গে কথা উঠল। জিসান বলল, 'আহসান আমাকে প্রপোজ করে বসেছিল। হ্যাঁ, এই রেস্তোরাঁ থেকে রাতে ডিনার সেরে বেরিয়েছিলাম—ও আমাকে প্রপোজ করে। অবাক হয়েছিলাম। বলেছিলাম পরে বলব। খুব সম্ভব ও আমার প্রেমেই পড়ে গিয়েছিল। হয়তো বা প্রথম প্রেমই হবে। আমারও মন্দ লাগত না ওকে।'

'অর্থাৎ, আপনি তার প্রেমে পড়েননি?' প্রশ্ন করল রানা।

'প্রেম বলতে কি বোঝেন আপনি?' দুর্বোধ্য একটা দৃষ্টি স্থির হলো রানার চোখে। 'এটুকু বলতে পারি তার সঙ্গে আমার দৈহিক সম্পর্ক হয়নি কখনও, আর···বিয়ে আমি ওকে করতাম না।'

'সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। বলুন, কি বলছিলেন।'

'ও আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে চলে গেল সেদিন। সকালে খবর এল ওকে কারা যেন হত্যা করেছে।'

মাথা নিচু করল জিসান।

রানা ওর অনুভূতিটা বুঝতে চেষ্টা করে। মনে পড়ে আহসানের কথা, মনে পড়ে সিংহলের সবিতাকে, মনে পড়ে অনেকগুলো মৃত মুখ। মনে করতে চায় না একটি মুখ, তবু মনে পড়ল: অনীতা।

সব ঝেড়ে ফেলবার জন্যেই যেন প্রশ্ন করল রানা, 'আপনি কি অনুমান করতে পারেন কেন আহসানকে হত্যা করা হয়েছিল?'

'না।'

'আহসানের কোন রাইভ্যাল ছিল?' রানা জিজ্ঞেস করল।

জিসান চোখ তুলে তাকাল, বলল, 'না।'

'আহসানকে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন যখন—তার গতিবিধি সম্পর্কে জানতেন কিছু?'

'জানতাম। তবে আহসান মাঝে মাঝে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যেত—আমাকে কিছু বলত না। আমিও জিজ্ঞেস করিনি। কেননা আমি অনুমান করতাম ও আল-ফাত্তাহদের সঙ্গে ছিল।'

'অনেক মেয়ে তো আল-ফাত্তাহ দলে আছে—আপনি যোগ দিলেন না কেন?'

'আমি তাদের মত অসাধারণ নই,' জিসান বলল। 'তবে আহসানের পাল্লায় পড়ে কোনদিন হয়তো যোগ দিতাম। ও আমাকে অনেক সময় ইঙ্গিত দিত।' জিসান হাসল একটু, 'বোঝাতে চেষ্টা করত। তাছাড়া নিজের মধ্যে আরবী রক্ত আছে বলে মনে করত ও। মনে করত এখানে কাজ করা ওর কর্তব্য। ও কি ভীষণ ইমোশনাল ছিল, আপনি নিশ্চয়ই জানেন।'

রাত দশটা ছাপ্পান্ন মিনিটে উঠল দু'জন। বাইরে বেরিয়ে দেখল কায়রো অনেকটা নীরব হয়ে এসেছে। বাইরে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দু'মিনিট গাড়ি চলাচল

দেখল। দু'জনই বুঝতে পারছে এখনই ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করছে না, অথচ কেউ তা বলল না।

জিসানের গাড়িটা ছোট অস্টিন। পার্ল-হোয়াইট। পেছনের কাঁচে 'ডাক্তার' লেখা লালে।

রানা বলল, 'আপনি একা থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

'বাবা-মা?'

'বাবা গ্রামে থাকেন। ওঁরা হাস-মুরগীর খামার করছেন।'

'তবে তো আপনি রীতিমত স্বাধীন,' রানা বলল। 'চলুন হাঁটি, যদি অন্য তাড়া না থাকে।'

লোক কম, আলোও কম। অথচ এ পথটা আগে সারারাত ঝলমল করত নিয়নের হাজার রঙে। একই কথা ভাবছিল জিসান। ও বলল, 'জানেন, গত যুদ্ধ আমাদের আলো নিভিয়ে দিয়ে গেছে। এ অঞ্চলটা ভরে থাকত আলোয়, কত আলো! এখন লোকে আধো-অন্ধকার করে বসে আছে, কোন্ মুহূর্তে বেজে ওঠে সাইরেন।'

'এটা যুদ্ধ।'

'আমি যুদ্ধকে ঘৃণা করি।'

'কিন্তু অস্বীকার করতে পারেন না। যুদ্ধ মিশরের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। বা এটাই মিশরের নিয়তি,' রানা বলল। 'যুদ্ধই মিশর, আরবভূমি। আপনি যুদ্ধকে ঘৃণা করেন, কিন্তু যুদ্ধই আপনাদের একমাত্র সম্বল, যুদ্ধই আপনাদের শান্তি আনতে পারে।'

'কোথায় পারল?' মৃদুকণ্ঠে বলল জিসান।

'পারবে। যুদ্ধ তো স্বপ্নের রাজপুত্র নয়। সময় লাগবে। উচ্ছেদই ইসরাইলের একমাত্র ভাগ্য।'

'আপনি আল-ফাত্তাহদের মত কথা বলছেন।'

'শুধু আল-ফাত্তাহ নয়। আরবদের মত কথা বলছি বলুন।'

হাসল জিসান। বলল, 'আপনি আমাকে অনারব মনে করছেন?'

'না, তা নয়।' রানা হাসল মনে মনে, তাকাল প্রাচীন কায়রোর চিরকালের আকাশের দিকে, বলল, 'আমিও আরব হতে চাই।'

জিসান দাঁড়িয়ে পড়েছিল। রানা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল গভীর চোখ দুটো চকচক করছে। জিসান বলল, 'আপনি এবার আহসানের মত কথা বলছেন। ও-ও বলত: জিসান, এখানে এসেছি রক্তের ঋণ শোধ করতে।'

'আহসান সব সময়ই একটু রোমান্টিক,' রানা বলল। 'বাঙালীদের আরব হওয়ার বাসনার জন্যে দায়ী আমাদের বৃদ্ধ কবি। তিনি রোমান্টিকতার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে লিখেছিলেন:

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন
চরণ তলে বিশাল মরু...'

থমকে গেল রানা আর মনে করতে না পেরে। বুঝিয়ে দিল অর্থ—ইংরেজিতে।

তারপর বলল, 'আহসান তোমাকে এ কবিতা শুনিয়েছে?'

'হ্যাঁ,' মাথা কাত করে হাসল জিসান। বলল, 'আহসান পুরোটা আবৃত্তি করত—এবং আপনার চেয়ে অনেক সুন্দর। অবশ্যি আমি বাংলা না বুঝেই বলছি।'

'শর্ট নোটিশে আমাকে আসতে হয়েছে,' রানা বলল। 'তাই মুখস্থ করে আসতে পারিনি। অথচ এটা আমাদের একমাত্র সম্বল, আরব-কন্যাকে খুশি করার।'

হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে এসেছিল দু'জন। রানা বলল, 'চলুন, ফেরা যাক।'

গাড়ির কাছে ফিরে আবার দাঁড়াল।

রানা বলল, 'কায়রোর প্রথম দিনটি আমার স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

'এখন রাত বারোটা দশ,' জিসান হাসল, 'কায়রোর দ্বিতীয় দিন।'

'আমরা তবে দু'দিনের পুরানো বন্ধু।'

ব্যাগ থেকে গাড়ির চাবি বের করল জিসান। রানা চাবিসহ হাতটা ধরে ফেলল, 'এখন এককাপ কফি খুব ভাল লাগবে।'

'অনেক রাত হলো,' হাত ছাড়িয়ে নিল জিসান, বাঁকা করে চাইল রানার চোখে, চাবিটা রানার হাতেই ছেড়ে দিয়ে বলল, 'আর রেস্তোরাঁয় যেতে ইচ্ছে করছে না।'

জিসানের বিব্রত অনিন্দ্য-সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে রানা বলল, 'তোমার বাড়িতে?'

রানার মস্কোভিচ রয়ে গেল হোয়াইট নাইলের সামনে।

রানা চালাচ্ছে গাড়ি। জিসান বলেছে ট্যাক্সি পাওয়া যায় সব সময়। রানা ভাবল, জিসান আসলে আহসান সম্পর্কে খুব একটা জানে না, অথবা যা জানে তা প্রকাশ করছে না।

জিসান বলল, 'আজ আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতাম না। সাধারণত আমি রাতে আজকাল বেরোই না। আমার মনে ভয় ঢুকেছে। আমার কেন যেন সন্দেহ হয় আমার পেছনে কেউ সব সময় ফেউ-এর মত লেগে আছে। তুমি না বললে হয়তো আমিই পৌঁছে দেবার কথা বলতাম।'

নীল নদের একটা বাহু মানজেলকে বিচ্ছিন্ন করেছে মূল কায়রো থেকে। এই সরু স্রোতের নাম রোদা। আল মানজেল ব্রিজ পার হয়ে নির্জনতায় এসে পড়ল বেবী অস্টিন। রানা আয়নায় একটা গাড়ির আলো দেখতে পেল।

গাড়ি ব্রেক করতে জিসান অবাক হয়ে তাকাল। রানা আয়নায় চোখ রেখেই পকেট থেকে পাতলা বড় বিশ সিগারেটের কেসটা থেকে সিনিয়র সার্ভিস বের করে ঠোঁটে লাগাল। রনসন গ্যাস লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে নিল।

পিছনের গাড়িটা আলো নিভিয়ে ফিরে যাচ্ছে।

রানাও গাড়ি ছেড়ে দিল।

কায়রো ইউনিভার্সিটির হসপিটালের কোয়ার্টারে থাকে জিসান। ও শিশু-বিশেষজ্ঞ। ওর অ্যাপার্টমেন্টটা রোদার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ফ্ল্যাট বাড়ির দোতলায়। সিঁড়িতে জিসান থমকে দাঁড়াল। বলল, 'শুধু কফি—অনেক রাত

হয়েছে, বেশিক্ষণ বসতে পারবে না।' হাসল বেশ সহজভাবে।

প্রায় না শোনার মত করে বলল রানা, 'এ জায়গাটা বেশ নির্জন। ট্যাক্সি পাওয়া যাবে তো?'

'হসপিটালের সামনে অনেক আছে,' দরজা খুলল জিসান, বলল, 'দু'মিনিটের পথ।'

'আমি বোধহয় তার কমেই পৌঁছে যেতে পারব,' অন্ধকার ঘরে জিসানের পিছন পিছন ঢুকে পড়ে বলল রানা।

'কেন?' জিসান আলো জ্বেলে দরজা বন্ধ করল।

'আমাকে কেউ ফলো করেছিল…' চিন্তিত ভাবে বলল রানা, 'কেউ আমাকে দু'সেকেন্ডে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করুক তা আমি মোটেই চাই না।'

'না চাইলে ভালই। তবে বলা যায় না, হয়তো আমিই পাঠিয়ে দেব।' জিসান আশপাশের ঘরের আলো জ্বেলে কিচেনের দিকে গেল।

রানা ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল, 'তুমি পাঠাতে পারো না—কারণ তুমি শিশু-বিশেষজ্ঞ। আমি…'

'তুমি শিশু নও। কিন্তু শিশুসুলভ আচরণ করলেই…' গ্যাসের চুলোয় আগুন জ্বেলে কেটলি বসিয়ে দিয়ে মিষ্টি করে হাসল। হাসিটা দেখে রানার শাস্তির কথা ভেবে দুঃখিত হলো।

বসার ঘরে এসে অ্যাশট্রেটা এগিয়ে দিয়ে জিসান বলল, 'তুমি বসো, আমি আসছি। শাড়ি আমাকে হাঁপিয়ে তোলে।'

বাঙালী সাজার শখ মিটে গেল! রানা সোফায় বসল। জিসান বেডরুমের দরজার হাতলে হাত রেখে পিছন ফিরে বলল, 'দু'মিনিট।' দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে আবার বন্ধ করল।

রানা উঠে ঘরটা দেখতে লাগল। দেয়ালে ছবি, গামাল আবদুল নাসেরের সহাস্য মুখ। আরেকটা ছবিতেও নাসেরকে দেখল। কনভোকেশনের ছবি। তার সঙ্গে হাসি মুখে করমর্দন করছে একটি মেয়ে। মেয়েটি জিসান।

দরজা খোলার শব্দ শুনল, কিন্তু ছবি থেকে চোখ তুলল না।

'আমার প্রথম প্রেম,' পিছন থেকে জিসান বলল, 'নাসের।'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। জিসানের পরনে গোলাপী হাউসকোট। পকেটে হাত, ঠোঁটে হাসি।

'শুধু তোমার নয়, আরবের প্রথম প্রেম,' জিসানকে দেখতে দেখতে বলল রানা; স্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে।

রানার তীক্ষ্ণ চাউনি জিসানকে বিব্রত করে দিল। চোখের ভাষা তারও বদলে যাচ্ছিল। কিন্তু নিজেকে সামলে আবার হাসল। বলল, 'এবং নাসেরের একমাত্র প্রেম—আরব!'

'তোমার একমাত্র প্রেম?' চোখের দৃষ্টি জিসানের উপর আরও একাগ্র করে জিজ্ঞেস করল রানা।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল জিসান। তারপর বলল, 'জানি না। হয়তো এখনও আসেনি।' জিসান হঠাৎ একটু হাসল, 'তোমার?'

ঢাকায় রেখে আসা ওয়ালথার পি.পি.কে-টাকে মনে পড়ল রানার। মনে পড়ল, এক বৃদ্ধের মুখ, মেজর জেনারেল। এবার রানার ঠোঁটে হাসি দেখা গেল। জিসানের চোখ আগ্রহী হয়ে উঠল।

'আমার প্রেম?' রানা বলল, 'আমি!' সিগারেট কেস থেকে সিনিয়র সার্ভিস ঠোঁটে গুঁজে নিল।

রানার মুখের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে কিচেনে চলে গেল জিসান। সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ায় চারদিক ভরিয়ে দিয়ে আগামী কালকের প্রোগ্রাম মনে মনে সাজাতে লাগল রানা। জর্ডানের এজেন্টের সঙ্গে এথেন্স থেকে যোগাযোগ করেছে জাহেদ। ত্রিপোলী এখনও নিশ্চুপ। তেল-আবিবের এজেন্টের হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। এথেন্সের জাহেদ এবং জেনেভার কাবিল ঢাকার অফিসের নির্দেশে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে সবার সাথে। আগামীকাল রানার সঙ্গে যোগাযোগ করবে জাহেদ। রুম নাম্বার সিক্স থেকে আজকের মধ্যে হোটেলের ঠিকানায় ট্র্যান্সমিটার পাঠিয়ে দেবার কথা। আহসান যোগাযোগ করত রুম নাম্বার সিক্স থেকেই। এই বিশেষ সুবিধা আল-ফাত্তাহর হেড অফিস থেকে চেয়ে নিয়েছেন অতি সাবধানী রাহাত খান।

কাল থেকে আসল কাজ শুরু। সমস্ত এজেন্টরা এবং তাদের সহকর্মীরা কোড নাম্বার বদলে ফেলেছে—পুরানো পরিকল্পনা বাতিল করেছে।

একটা পেয়ালা রানার হাতে দিয়ে সোফায় বসে অন্য কাপটায় চুমুক দেবার চেষ্টা করে হাসল জিসান।

ওর দিকে একভাবে তাকিয়ে থেকে ওকে আরও দ্বিধান্বিত করে দিল রানা। হাউস কোটের উপরের বোতাম দুটো খোলা ছিল। রানার চোখ কালো ব্রেসিয়ারের লেসে আটকে গেল। জিসান চায়ের কাপ এক হাতে ধরে অন্য হাতে একটা বোতাম লাগাল। নড়াচড়ায় হাউস কোটের ভেতর থেকে গোলাপী উরু উঁকি দিল।

সেটা ঢাকতে গিয়ে হাতের কাপ উল্টে যাবার দশা। এবং সেই সময় শোবার ঘরে বেজে উঠল টেলিফোন।

বাঁচল জিসান। কাপটা টি-পয়ে রেখে রানার প্রতি কপট ভ্রূকুটি হেনে দ্রুত উঠে গেল। কাপে চুমুক দিল রানা জিসানের গমন পথে তাকিয়ে।

জিসান প্রায় তখনই ফিরে এল।

তার মুখ ফ্যাকাসে, দু'বার ঢোক গিলল, পায়ে পায়ে এগিয়ে এল—ওর চেহারা দেখে উঠে দাঁড়াল রানা।

জিসান তার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখানে আসবে আগে থেকেই প্ল্যান করেছিলে?'

'না।' জিসানকে বুঝতে চেষ্টা করল।

'এখানে তোমার কোন বন্ধু আছে?'

'না।'

'তোমার টেলিফোন,' স্থির চোখে তাকিয়ে বলল জিসান।

রানা বেডরুমের দিকে এগিয়ে গেল। বিছানার উপর রিসিভার উপুড় করে রাখা। তুলে নিল কানে। একটু ইতস্তত করে বলল, 'হ্যালো!'

'মাসুদ রানা?'
'হ্যাঁ, আপনি?'
'আপনার শুভার্থী বলতে পারেন। আপনি ড. জিসান বাটের কাছ থেকে আহসানের সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছেন? আমরা যদ্দূর জানি, মেজর আহসান আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মারা পড়েছে। আমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে চুক্তি ভঙ্গ করেছে।'
'কিসের চুক্তি?'
'দু-একদিনের মধ্যেই জানতে পারবেন। আমরা আপনার সঙ্গে সঙ্গেই আছি।'
'আপনারা কারা?'
'বন্ধু,' কণ্ঠস্বর বলল, 'কাল-পরশু দেখা হবে। গুড নাইট।'
'হ্যালো?'
কোন সাড়া নেই। ক্রেডলে নামিয়ে রাখল রিসিভার। একসাথে অনেকগুলো চিন্তা ভিড় করে এল রানার মাথায়। চিন্তিত মুখে তাকিয়ে দেখল জিসান তার দিকে একভাবে চেয়ে আছে দরজায় হেলান দিয়ে।
'কে?'
রানা বলল, 'জানি না।'
'আমি জানি।'
'তুমি জানো?' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল রানা জিসানের মুখের দিকে। সেখানে একটা স্তব্ধ ভয় ছাড়া কিছু নেই। 'কারা?'
'জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টারন্যাশনাল-এর লোক এরা।'
'তুমি কি করে জানলে?'
'আহসান বলেছিল। এরাই আসলে আহসানকে খুন করেছে।'
ড্রইং রুমে এসে কফির পেয়ালা শেষ করল রানা। তারপর ঘড়ি দেখে তাকাল জিসানের দিকে।
কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল জিসান, তারপর বলল, 'রাতটা এখানেই থেকে যাও। ওরা তোমাকে ফলো করছে।'
'হুঁ, করছে।' রানা বেঢপ আকারের হাউস কোটের ভেতরে পরিপূর্ণ যৌবনকে অনুমান করতে পারছে। পাঁচ ফিট দুই ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট মূর্তিমতী কামনা। কিন্তু প্রস্তাবটা একটু বেশি তাড়াতাড়ি এসে গেল না? সাবধান হবে সে? নাকি…? সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'আমি সোফায় ঘুমাতে পারি না।'
একটু হাসি ফুটল যেন জিসানের চিন্তিত মুখে। বলল, 'আমি পারি।'
রানার চোখে-মুখে গম্ভীর ভাব। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। বলল, 'না, ডাক্তার—আজ আমি এখানে থাকতে চাই না। রাতের কায়রো এখনও ঘুমিয়ে পড়েনি। কেউ নিশ্চয়ই আছে কোন নাইট ক্লাবে নিঃসঙ্গ বাঙালীকে সঙ্গ দেবার জন্যে।' দরজার দিকে এগোল রানা।
'মাসুদ রানা!' ডাকল জিসান। রানা দাঁড়িয়ে পড়লে বলল, 'যেয়ো না। আমি আজ একা থাকতে পারব না। নিঃসঙ্গ বাঙালী ইচ্ছে করলেই আমার সঙ্গ পেতে

পারে।'

চোখে চোখে চেয়ে রইল দু'জন কয়েক মুহূর্ত।

রানার বুকে এসে পড়ল জিসান। দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল রানা। জিসান প্রাণপণে জড়িয়ে ধরল রানাকে। ওর অপেক্ষমাণ ঠোঁটে চুমু খেলো রানা। বাঁ হাঁটুটা একটু এগিয়ে গেল জিসানের উষ্ণ উরুর মাঝে। জিসানের দু'বাহু রানার কণ্ঠের দু'পাশ দিয়ে উঠে গেল সাপের মত। এক মিনিট নীরবতা। হাউস কোটের বোতাম খুলে ফেলল রানা। ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে। জিসানের পরনে শুধু কালো প্যান্টি ও ব্রা। সাদা শরীর।

ঘুম ভেঙে গেল রানার। উঠে বসতে গিয়ে পারল না। গলা জড়িয়ে ধরেছে জিসান। কামড় বসিয়ে দিয়েছে তার বুকে। রানা ওর চুল ধরে মাথা সরিয়ে দিতে জিসান হাসল। বালিশে গড়িয়ে পড়ে বলল, 'প্রতিশোধ নিলাম।'

ঘর ভরে মৃদু বাজনা বাজছে আরবী সুরে রেডিওগ্রামে। ওটা বন্ধ করেই ঘুমিয়েছিল দু'জন। আবার বাজিয়েছে জিসান। জিসানের চোখে ঘুম নেই।

বালিশ থেকে সরে এল জিসান, জড়িয়ে ধরল হাতে, পায়ে। রানার কোমর পর্যন্ত টেনে দেয়া চাদরটা একটানে সরিয়ে দিয়ে হাসল ভুবনমোহিনী মধুর হাসি।

সারারাত আরবী সুরে ভরে রইল ঘরটা।

চার

সকালে যখন রানার ঘুম ভাঙল তখন দশটা বেজে গেছে। অকাতরে ঘুমিয়ে আছে জিসান বালিশ আঁকড়ে ধরে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখল রানা ঘুমন্ত জিসানকে। গোলাপী চাদরের উপর গোলাপী জিসান। বড় অশান্ত ঘুম মেয়েটার। গায়ের চাদর মাটিতে লুটাচ্ছে। উপুড় হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। পোশাক পরতে পরতে আবার ইচ্ছে হলো রানার মেয়েটিকে জাগিয়ে তোলার। রেডিওগ্রামের ডালা খোলা।

একসঙ্গে চারটে লং প্লে রেকর্ড চাপিয়ে দিয়েছিল জিসান।

হোলস্টারটা কাঁধে বেঁধে কোট পরল। জিসান হোলস্টার দেখে রাতে অবাক হয়ে বলেছিল, 'সব বাঙালীই কি ওটা সঙ্গে রাখে?'

নিঃশব্দে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে হসপিটালের দিকে এগোল রানা। দু'মিনিটের আগেই ট্যাক্সি পেয়ে গেল।

হোটেলে তিনটি টেলিফোন পেল রানা।

প্রথমটা কর্নেল সিক্রের কাছ থেকে। নির্দেশ। রানা তার গাড়ি তৌফিক রোডের গ্যারেজে রেখে এলে ওতে ট্র্যান্সমিটার লাগিয়ে দেয়া হবে রেডিও সরিয়ে।

দ্বিতীয়, অফিস থেকে। ফায়জা। সন্দেহ রানা কি অফিসের ঠিকানা ভুলে গেছে?

রানা অফিসের জন্যে তৈরি হচ্ছিল। এমন সময় এল তৃতীয় টেলিফোন।

জাহেদ।

পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের জাহেদ।

হাসল ওপাশ থেকে। 'একদম অবাক হয়ে গেলি, স্লা।'

'তুই এখানে কেন?' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা।

'স্লা, বস্ বনে আজিব চেঞ্জ মালুম হচ্ছে?' জাহেদ বলল, 'অনেক কথা জমে আছে…চলে আয় প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসের কাছে রেস্তোরাঁয়।'

'না, আমরা ট্র্যাপড হচ্ছি। তুই এখনই ওখান থেকে সরে পড়। কেন এসেছিস?'

জাহেদ চুপ করে গেল হঠাৎ। তারপর শোনা গেল ওর গলা। রানা প্রথম ঘাবড়ে গেল—গ্রীস থেকে ফিরে গ্রীক বলা শুরু করল নাকি! জাহেদ বলছিল, 'চিতো কুর চিসা কুথে চিঅ কুনে চিক কুক চিথা কুআ চিছে—চিশা কুলা।'

শেষের দুটো শব্দকে বিশ্লেষণ করে পুরো রহস্য উদ্ধার করে ফেলল রানা। বাঙালী তরুণীদের নিজস্ব ডায়ালেক্ট। রেহানার কাছ থেকে শেখা। হাঃ হাঃ করে হাসল রানা।

জাহেদ বলে উঠল, 'চিহ কুল চিনা। চিহা কুস চিতে কুহ চিবে চিহাঃ কুহাঃ চিহাঃ কুহাঃ—চিবু কুঝ চিলি, কুশা চিলা?'

জাহেদের হাসার নিয়ম শুনে আরও হাসল রানা। তারপর একটু ভেবে বলল, 'চিকিকু কুকচি চিথাকু কুবচি চিল্‌কু, কুশাবি চিলাকু…'

জাহেদের কথা শোনা গেল না কিছুক্ষণ। তারপর ওর মিনতি ভেসে এল, 'দেখ শালা, রানা, চি আর কু শিখতেই জান বেরিয়ে গেছে। এ আবার কি শুরু করছিস? প্লীজ, সোজা করে বল, দোস্ত।'

'চিকি কুক চিথা?' রানা বলল।

'চিফো কুনে চিব কুলা চিযা কুবে চিনা,' জাহেদ বলল। 'চিএ কুক চিটা কুপ চিরি কুক চিল কুপ চিনা কুক চির কুতে চিহ কুবে। চিতো কুর চিসা কুথে চিকো কুথা চিয় কুদে চিখা কুহ চিবে?'

রানা একটু ভেবে একই পদ্ধতিতে বলল, 'তুই এক কাজ কর। গামহুরিয়া রোডের অপেরা হাউজে গিয়ে আজকের সন্ধ্যার দুটো টিকেট কেটে সা নের রেস্তোরাঁয় গিয়ে অপেক্ষা করবি ঠিক সন্ধ্যার আগে। আমি রেস্তোরাঁয় োর টে বিলে গিয়ে বসব। তুই আমাকে চেনার কোন ভাব প্রকাশ করবি না'। টিকেটটা টে বিলে রেখে উঠে যাবি এবং অপেরা হাউজে গিয়ে বসবি। আমি অন্ধকার হলে যাব। এবং এভাবেই কথা বলব।'

কথা ক'টা বলতে রানার অনেক সময় লাগল। উত্তরে জাহেদ আরও অনেক কিছু বকবক করতে যাচ্ছিল। রানা রিসিভার নামিয়ে রেখে দিল ক্রেডলে।

অফিসে গিয়ে দেখা হলো ফায়জার সাথে। অফিসটা একটা ঘরেই সীমাবদ্ধ। তৌফিক রোডের একটা অফিস বাড়ির ছ'তলায়। একটা আলমিরা দিয়ে তার থেকে ফায়জার টেবিল বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। একজন আরবীয় পিয়ন অফিসের

তৃতীয় কর্মী।

ফায়জা ফাইলপত্র বের করতে যাচ্ছিল—রানা বলল, 'আজ তোমার সাথে আলাপ করা যাক। ফাইল পরে দেখব।'

ফায়জা অবাক হলো। বসল শান্ত হয়ে। রানা ভাবল—ভালই হয়েছে মাঝখানে কোন পার্টিশন না থেকে। একা অফিস করা যেত না। তাছাড়া মেয়েটির পা দুটো সুগোল, মসৃণ এবং সুন্দর। বসার পর টাইট স্কার্ট হাঁটুর বেশ খানিক উপর পর্যন্ত প্রায় নগ্ন করে দিয়েছে।

রানা সিনিয়র সার্ভিস ধরিয়ে আরাম করে বসে উরুর ভারীত্ব এবং তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ চিন্তা করল। গত রাতের কথা মনে পড়ল। ডক্টর জিসান বাট। নামের কাঁটাতারের বেড়ার আড়ালে প্রতীকহীন ভাবে এক সুকোমল নারীদেহ ও মন। হ্যাঁ মনও। অদ্ভুত ভয় পেতে পারে মেয়েটি। পাওয়া স্বাভাবিক। আহসান এমনি ফোন পেয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল—এবং নিরুদ্দেশ হয়েছিল। তারপর তাকে পাওয়া যায় নীলের পানিতে। জিসান ভয় পেয়েছিল।...ফায়জা তার মিনি স্কার্ট আর নামাতে পারছে না। একটু কাত হয়ে বসল। এবার নিতম্বের গড়ন রানার চিন্তাকে রীতিমত প্রভাবিত করল। মেয়েটি দৈনিক টেনে নিয়েছে। ইংরেজি দৈনিক। মেয়েটি পুরো অর্থে মিশরীয় সুন্দরী।

'মিস ফয়সল,' রানা বলল। 'তোমার আগের বসের বয়স কত ছিল?'

ফায়জা চোখ তুলে তাকাল। রানাকে অবাক চোখে নিরীক্ষণ করে হাসল ঠোঁটের কোণে। মৃদু হাসি, কিন্তু বাঁ গালে গভীরভাবে টোল পড়ল। কাগজটা গুটিয়ে রেখে বলল, 'তিনি একজন ভদ্রলোক ছিলেন।'

'মানে?' রানা চোখ দুটোকে প্রশ্নবোধক করল, বলল, 'তাঁর বয়স কি সত্তরের ওপর ছিল? কিন্তু, ও বয়সের লোককে তো আমাদের দেশ থেকে রিপ্রেজেন্টেশনে পাঠানো হয় না!'

মেয়েটা গম্ভীর হবার চেষ্টা করল। কিন্তু হাসি চেপে রাখতে পারল না। খিলখিল করে হেসে নিয়ে বলল, 'দুঃখিত।' হাসি সামলাবার চেষ্টা করল।

ফোন বেজে উঠল ফায়জার হাসির মত।

ফোন তুলে ফায়জা বলল, 'সোনালী প্রোডাক্টস...,' তারপর আরবীতে বলল, 'হ্যাঁ, আমাদের নতুন বস্ এসেছেন। এক মিনিট...'

কান থেকে রিসিভার নামিয়ে বুকের সানুদেশে চেপে ধরে বলল, 'স্যার, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট আমাদের কাছ থেকে নমুনা নিয়েছিল—ওরা বেশ বড় রকমের অর্ডার দেবে—তার আগে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চায়।'

রানা কথা ক'টা মনোযোগ দিয়ে শুনে ডেস্ক ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টিয়ে দশ-এগারো দিন পরের তারিখটায় লিখল এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট। বলল, '২৯ জুলাই-এ এনগেজমেন্ট ফিক্স করো।'

'স্যার,' ফায়জা বলল, 'বেশি দেরি হয়ে যায়। এদিকে একটা মালয়েশিয়ান এজেন্সী আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে।'

'ঊনত্রিশে জুলাই,' রানা গম্ভীরভাবে উচ্চারণ করল কথাটা।

ফায়জা থতমত খেয়ে রিসিভার আবার কানে তুলল, 'হ্যালো, মিস্টার মাসুদ

রানা উনত্রিশে জুলাই আপনাদের দপ্তরে দেখা করবেন,' বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখল।

ফায়জার মুখ ডেনজার সিগন্যালের লাল আলোর মত জ্বলছে। মুখের চুইংগাম দ্রুত চিবুচ্ছে। এগারো দিন নয়—সাত দিনের মধ্যে মেয়েটি বুঝে নেবে তার নতুন বসের উদ্দেশ্য কি—তখন রানা ঢাকাগামী প্লেনে।

আবার ফোন বেজে উঠল। ফায়জা রিসিভার তুলল। তারপর রানার উদ্দেশে বলল, 'আপনার, একজন মহিলা।'

রানা তার টেবিলের রিসিভার তুলে নিল, 'হ্যালো?'

যা অনুমান করেছিল ঠিক তাই—জিসান বলছে।

'তুমি আমাকে না জাগিয়ে চলে গেলে কেন?'

'তোমাকে ঘুমন্ত দেখতে ভীষণ ভাল লাগছিল, তাই,' রানা বলল। 'কোত্থেকে বলছ?'

'উঃ—বিছানা থেকে,' জিসান বলল। 'তোমার হোটেলে ফোন করেছিলাম...'

'হসপিটাল যাওনি?'

'না, হসপিটাল আর গেলাম না, ফার্স্ট এইডের ব্যবস্থা আমি ঘরেই রাখি,' জিসান বলল। 'তুমি একটা ডাকাত!' একটু থেমে বলল, 'সাত দিনের ছুটি নিলাম এইমাত্র, ফোন করে। তুমিও সাত দিনের ছুটি নাও।'

'তোমাকে মেন্টাল হসপিটালে পাঠানো উচিত,' রানা বলল। 'আজ কেবল অফিসে জয়েন করলাম, আজই ছুটি নিলে চাকরি থাকবে না।'

'তুমি মিশর দেখবে না?' জিসান বলল, 'স্ফিংস...গিজার পিরামিড, খুফু...'

'আমি মিশরকে দেখেছি, ' রানা বলল। 'নাসেরের প্রেমিকা...মিশরকে আমি দেখেছি।'

'দুষ্টু।' জিসানের হাসি শোনা গেল, 'রাতেও কি অফিস? তোমার সেক্রেটারি মেয়েটি সুন্দরী?'

'হুঁ।' ফায়জার দিকে তাকাল রানা, ফায়জার চোখ কাগজে, কান খাড়া। 'সুন্দরী, হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে। এবং ছেলেমানুষ। বয়স বোধহয় একুশের বেশি হবে না। সুগঠিত নিতম্ব, উন্নত বক্ষ। লালচে চুল, সবুজ চোখ।' রানার কথা থেমে যেতে দেখেই বোধহয় মুখ তুলে তাকাল ফায়জা। রাগ নেই মুখে। অভিমান শব্দের প্রতিশব্দ কি আরবীতে আছে? মনে করতে পারল না রানা। হয়তো নেই। কিন্তু জেলাসী আছে। কিন্তু তাও নয়—চোখে ফায়জার ছেলেমানুষী ক্ষুব্ধতা। হাসল শব্দ করে...

জিসান বলল, 'কি, কথা বলছ না যে?'

'কথা হারিয়ে ফেলেছি,' রানা বলল, 'পৃথিবীতে অসুন্দরী মেয়ে নেই—তবে কেউ কেউ আছে সুন্দরী হতে জানে না।'

'অসকার ওয়াইল্ড!' জিসান বলল।

'ওহ্—বেশি তথ্য-জ্ঞানী হবার চেষ্টা কোরো না,' রানা বিরক্তির সঙ্গে বলল। 'সবচে আন-সেক্সি জিনিস মেয়েদের জন্যে।'

'ওটা গার্লি-ম্যাগাজিনের কোটেশন,' জিসান বলল। 'আজ রাতে দেখা হবে?'

'এইতো মেয়েলী কথা,' রানা বলল। 'দশটার পরে—রাত দশটা।'
'তোমার হোটেলে?'
'হ্যাঁ, হতে পারে।' ফোন রেখে দিল রানা। ফায়জার মুখ এখনও লাল।
আবার ফোন বাজল। ফায়জা তুলে নিল ফোন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বলল, 'রং-নাম্বার।'
রানা ফায়জার দিকে তাকাল। ফায়জা রানার চোখে চোখে তাকাল। এখন ওর মুখের ভাব বোঝা যাচ্ছে না। নির্বিকার কণ্ঠে বলল, 'স্যার, আমি আজ যেতে পারি? এখানে যখন কোন কাজ নেই।'
'ক'দিনের ছুটি চাই?' রানা সন্দেহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, 'সাতদিন?'
'শুধু আজকেই ছুটি চাই।'
রানাও উঠল, 'চলো, সবাই মিলে ছুটি নিই আজ।'
ফায়জা ব্যাগ তুলে নিল। রানা বলল, 'আমরা কি একসঙ্গে লাঞ্চ করতে পারি?'
ফায়জা চোখ তুলে তাকাল, বলল, 'আমি একাকী খেতে ভালবাসি।'
সন্দেহের চোখে তাকাল রানা, বলল, 'তোমারও প্রেম কি নাসের?'
ফায়জা দাঁড়াল, অবাক হয়ে দেখল রানাকে। বলল, 'হ্যাঁ, নাসেরকে আমি ভালবাসি। কিন্তু আমি মিশর নই।'
দ্রুত বেরিয়ে গেল ফায়জা। মেয়েটিকে রানা যত ছেলেমানুষ ভেবেছিল তত ছেলেমানুষ নয়।
আরবী পিয়নটা হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। রানা বলল, 'তোমার নাম কি?'
'ফারুক।'
'রাজা ফারুক?'
'ওয়াক-থু।' থুথু ফেলল ফারুক। বলল, 'না, আমি কাশিমের পুত্র ফারুক।'
'তুমিও নাসেরকে ভালবাস?'
লোকটা রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, বাসি। আর নাসের আমাদের সবাইকে ভালবাসে।' লোকটার কণ্ঠে একটা সরল বিস্ময় ছিল। সেমিটিক চেহারা। ছ'ফুট লম্বা দেহ। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বলল, 'আমার দেশ গাজাতে। ইহুদিরা কেড়ে নিয়েছে। আমাদের বের করে দিয়েছে। আমার বোনকে ধরে নিয়ে গেছে।' ছলছল করে উঠল কাশিমের পুত্র ফারুকের চোখ। বলল, 'নাসের আমাদের ভিটে কেড়ে এনে দেবে। বোনকে ফিরিয়ে আনবে।'
প্রচণ্ড এক চড় খেয়ে যেন দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। লোকটার দিকে তাকাল। লোকটার চোখে একটা প্রশ্ন ফুটে উঠল, বলল, 'নাসের পারবে?'
'পারবে,' রানা বলল, জানালা দিয়ে বাইরে রাজপথে তাকাল। বলল, 'নাসের নিশ্চয়ই পারবে।'

অন্ধকারে রানার পাশে বসে চি-কু দিয়ে দ্রুত বলে যাচ্ছিল মেজর জাহেদ তার পরিকল্পনা। জাহেদের কথা বোঝা কোন আরবীর তো দূরের কথা বাঙালীরও সাধ্য

নয়। রানার চোখ স্টেজে, কান জাহেদের কথায়।

মেজর জেনারেলের নির্দেশে এথেন্স থেকে বৈরুত, জর্ডন ঘুরে এখানে এসেছে জাহেদ। ইসরাইল নতুনভাবে আক্রমণ করবে আরব ভূ-খণ্ড। আল-ফাত্তাহর বাঙালী দলগুলো নতুন করে যোগাযোগ করবে রানার সঙ্গে। আপাতত তারা বিচ্ছিন্নভাবে ইসরাইলে ঢুকে পড়েছে। তাদের লক্ষ্য ছিল হাইফার তেল শোধনাগার। ওটা ধ্বংস হয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে গণ্ডগোলটা কায়রোতেই হচ্ছিল। এ-ও হতে পারে আহসান নিজেই বিশ্বাসঘাতকতা করে আল-ফাত্তাহর হাতে শেষ হয়েছে।

রানা বাধা দিয়ে বলল, 'আহসানকে হত্যা করার পেছনে আল-ফাত্তাহর কোন যুক্তি থাকতে পারে না। তাদের সন্দেহ হলে ভয় দেখিয়ে কথা আদায় করত ওর কাছ থেকে—খুন করত না। আহসান মারা গেছে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টারন্যাশনালের হাতে।'

'হয়তো আহসান এমন কিছু জেনে ফেলেছিল…'

'সেটাই আমাদের বের করতে হবে, কী জেনেছিল,' রানা বলল।

'ওটা তোর কাজ। আমি এথেন্সে এবং কাবিল জেনেভায় শীঘ্রি কিছু কাজ দেখাব ম্যাজিকের মত। ত্রিপোলীতে আফসার খবর দেবে,' জাহেদ বলল। 'এখানে আমার সব খবর পাবি—আল বুস্তান রোড যেখানে আল নাইল রোডের সঙ্গে মিশেছে—সেই মোড়ের পেট্রল পাম্পের পেট্রল বয়ের কাছে। ও এখানকার বাঙালী আল-ফাত্তাহর হেড অপারেটর। সিক্রেট নাম্বার থ্রী এক্স—তোর ডায়েরীতে নিশ্চয়ই আছে। ও তোকে সাহায্য করবে, সামনাসামনি…'

'তা সম্ভব নয়।'

'ও তোকে চেনে।'

'কি করে?' রানা প্রায় লাফিয়ে উঠতে চায়।

জাহেদ হাসে। এবার চি-কু ব্যবহার না করেই বলে, 'তোর সেক্রেটারিটা শালা কড়া জিনিস বলে? কিন্তু, দোস্ত, পাম্প-বয় তোর ভিলেন হবে। ও শালা ওখানে লাইন লাগাবার তালে আছে। তোকে এয়ারপোর্টে দেখেছিল এই মনসুর। আজ আমার সঙ্গে দেখেছে তোকে। চিনে নিয়েছে।'

'তোর সঙ্গে দেখবে কি করে?' রানা অবাক হয়।

'চালু ছোকরা বাবা! আমার টেবিলে তুই বসলি, আমি কথা বললাম না—ও বুঝে নিল।' জাহেদ খুক্ খুক্ করে হেসে কনুই দিয়ে পেটে গুঁতো মারে রানার। রানা কিছু বলবার আগেই জাহেদ বলে, 'লে শালা, ঘাবড়ে গেলি—তুই না পাকি…সরি চিপা কুকি চিস্তা কুন চিই কুন্টে কুলি চিজে কুন্সে চির কুগৌ চির কুব, চিমা কুসু চিদ কুরা চিনা! চিবু কুড়ো চির কুপো চিষ্য কুপু চিত্র? এটা বড় কঠিন বানান, রে শালা।'

হাসল রানা। আস্তে করে বলল, 'এবার কেটে পড়—তোকে কেউ যেন না চেনে।'

জাহেদ উঠে দাঁড়াল। রানা বলল, 'চিঘু কুরে চিঅ কুন্য চিগে কুট চিদি কুয়ে চিযা কস—গুডবাই।'

বেরিয়ে গেল জাহেদ।

স্টেজে তখন নায়ক নায়িকাকে বলছে, 'বিদেশিনী, আমি তোমার দ্বারে এসেছি প্রেমের ভরা তরী নিয়ে। এসো, শূন্য করো আমার বোঝা…'

'…চল আমরা নীল-উৎস সন্ধান করি। কোথায় নীলের উৎস। কোথায় নীলের শুরু…'

পাঁচ

একটা শব্দে ঘুম থেকে উঠে বসল রানা। সঙ্গে সঙ্গে বুঝল বিমান আক্রমণের বিপদ সঙ্কেত। উঠে দাঁড়াতে দেখল সে একেবারে নগ্ন। জিসানও সেই মুহূর্তে উঠে বসেছে। সে-ও তাই। চাদরটা গ্রীকদের তোগার মত পরে দৌড়ে গেল রানা, ব্যালকনিতে।

সকাল হয়নি, ঊষা।

কায়রোর ঘুম ভাঙেনি। মসজিদে আজান দিচ্ছিল মুয়াজ্জিন—সাইরেনের শব্দ সব ঢেকে দিয়েছে। একটা…দুটো… আরও দূরে, দূরে কোথাও বেজে চলেছে। জিসান রানার নীল শার্টটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে রানার পাশে দাঁড়াল। ভয় পেয়েছে, ভীষণ ভয় পেয়েছে ও। রানা বাঁ হাতে জিসানকে কাছে টেনে নিল। বলল, 'কায়রোয় এখনও আক্রমণ হয়নি।'

ঠিক তখনই জিসান চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই দেখো, ওই যে…'

ঠিক। চারদিক গুম্ গুম্ করে উঠল। আরও কাছে টেনে নিল রানা জিসানকে। জেটগুলো ছুটে চলেছে সুয়েজের দিকে—কায়রোর উত্তর-পুব কোণে। রানা বলল, 'মিশরীয় জেট। মিগ সেভেনটিন।'

প্রায় কেঁদে উঠল জিসান, বলল, 'আবার যুদ্ধ…'

'হ্যাঁ।' মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করল রানা, 'রেডিওতে শুনতে হবে কোথায় আক্রমণ করল ওরা।'

রানা দেখল কায়রো জেগে উঠেছে, চারদিকে রেডিও বাজছে। রানা ও জিসান ঘরে ফিরে এল।

রানার শার্টটা জিসানের হাঁটু পর্যন্ত পৌছেচে। নিচের দিকে দুটো বোতাম লাগিয়েছে ও। সুন্দর লাগছে ওকে। চোখে ঘুমের জড়তার সঙ্গে মিশেছে ভয়। চুল এলোমেলো, মেকআপ নেই মুখে।

বিছানায় বসে বলল, 'আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না, রানা। আমি যুদ্ধ চাই না।'

'তুমি যুদ্ধ চাও না—কিন্তু প্রত্যেকটা মিশরীয়, যার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, জিজ্ঞেস করলে বলে আমরা ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি।'

টেবিলের জগ থেকে পানি ঢেলে ঢকঢক করে পান করল জিসান। ফিরে দাঁড়াল, বলল, 'আমিও জানি, আমিও আরব বলে মনে করি নিজেকে। আমিও

জানি, আমরা যুদ্ধ করছি ইস্রাইলের বিরুদ্ধে। আজ একুশ বছর ধরে যুদ্ধ করছি···ইসরাইলের জন্ম লগ্ন থেকেই যুদ্ধ করছি!···' কথাগুলো বলে হাঁপাতে থাকে জিসান। দু'হাতে মুখ ঢেকে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে। হঠাৎ মুখ তোলে। বলে, 'রানা, '৫৬ সালের যুদ্ধে আমার বাবা-মা তাদের বড় ছেলেকে হারিয়েছিল; '৬৭ সালের যুদ্ধে আরেক ভাইকে হারিয়েছি। যুদ্ধে হয়তো আমরা ইসরাইলকে আরব-ভূমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারব। কিন্তু যুদ্ধ আমার ভাইকে ফিরিয়ে দেবে না। দেবে কোনদিন?'

জিসানের চোখে প্রশ্ন। রানা তাকিয়ে থাকল জিসানের দিকে। বলল, 'দেবে জিসান, নিশ্চয়ই দেবে। কাশিমের পুত্র ফারুক তার ভিটে ফিরে পাবে, বোনকে ফিরে পাবে। হাজার জিসানের ভাই জীবন দেবে বলেই হাজার ফারুকের বোনের, সন্তানের মঙ্গল হবে। এবং সত্য বেঁচে থাকবে।'

বেড-সাইড ক্যাবিনেটের উপরে রাখা সিগারেটের কেস থেকে দিনের প্রথম সিনিয়র সার্ভিস ধরাল রানা। তারপর তাকাল জিসানের দিকে। জিসান চোখ মুছে ফেলেছে।

'তুমি যুদ্ধ ভালবাস?' জিসান জিজ্ঞেস করল শান্ত কণ্ঠে।

'যুদ্ধ ভালবাসার প্রশ্ন ওঠে না, জিসান,' রানা বলল। 'কিন্তু যুদ্ধ নিয়তির মত আমাদের উপর এসে পড়ে—শান্তির জন্যে, অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে তখন যুদ্ধ করতেই হয়।'

'হ্যাঁ, যুদ্ধই মিশরের নিয়তি,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জিসান বলল। 'সেই জন্যেই আমি চলে যেতে চাই এদেশ ছেড়ে।'

ওর পাশে এসে বসল রানা, বলল, 'তুমি কি ''যুদ্ধ নয় প্রেম করো'' দলের সদস্য?'

'কোন্ দলের?' জিসান চমকে তাকাল।

'যুদ্ধ নয় প্রেম?'

হাসল জিসান, মাথাটা রাখল রানার কাঁধে। বলল, 'হয়তো তাই। সত্যি তোমার সঙ্গে ঘুমালে আমি সব ভুলে যাই।' জিসান দু'বাহুতে রানার কণ্ঠ বেষ্টন করে বলল, 'তুমি আমাকে তোমার দেশে নিয়ে চলো।'

'ওখানেও যুদ্ধ আছে।'

'কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকলে আমি সব ভুলে থাকব।'

রানার হাতটা জিসানের শার্টের তলায় অদৃশ্য হলো। বলল, 'আপাতত রেডিও শোনা যাক—কোথায় বম্বিং হলো জানা দরকার। গলাটা ছাড়ো।'

জিসান ছাড়ল না। শুধু বলল, 'যুদ্ধ নয়, প্রেম।'

যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ।

রানা যখন অফিসের উদ্দেশে বের হলো তখন চারদিকে যুদ্ধের আবহাওয়া বিরাজ করছে। খবরের কাগজ সকালের এডিশনের সঙ্গে একটি অতিরিক্ত শীট জুড়ে দিয়েছে—টেলিগ্রামের মত। একটা কাগজ কিনে রাস্তায় দাঁড়িয়েই দেখল রানা, সুয়েজের দক্ষিণ ভূখণ্ডে ইসরাইলী বিমান বাহিনী অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়েছে।

দ্বিতীয় আক্রমণ চালিয়েছে পোর্ট সাঈদের কাছে।

অফিসে গিয়ে দেখল, ফায়জা একটা ছোট ট্রানজিস্টার চালিয়ে বসে আছে। আরবীতে খবর হচ্ছে। ফারুকও শুনছে। কাঁচের সুইংডোর ঠেলে ঘরে ঢুকল রানা—ফারুক দরজা খুলে ধরল না। চোখ তুলে তাকিয়ে আবার নিবিষ্ট হয়ে গেল ফায়জা খবরে।

বেতার ভাষ্যকার বলে যাচ্ছে: 'ইসরাইলের অতর্কিত হামলায় মিশরের সশস্ত্রবাহিনী সজাগ হয়ে উঠেছে। মিগ সেভেনটিন এবং Sukhoi-সেভেন আকাশে ওড়ে এই বর্বর বিমান-হামলার মুকাবিলা করার জন্যে। ইসরাইলী বিমান বাহিনীর সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট গান মুহুর্মুহু গর্জে ওঠে—আক্রমণকারীর সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়া এবং ইসরাইল অধিকৃত সিনাইতে সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যে গড়া, সুয়েজের পঁচিশ মাইল পূর্বে রুমানী এবং পোর্ট তৌফিকের নিকটবর্তী বিমান-ঘাঁটি দুটি ধ্বংস করে দেয়। এখনও সংঘর্ষ চলছে।'

ফারুক তার দিকে তাকাল। চোখ তার জ্বলজ্বল করছে কিসের আশায় যেন। এগিয়ে এসে বলল, এবার আমার দেশে আমি ফিরে যেতে পারব।'

'হ্যাঁ, পারবে,' রানা বলল।

ভাষ্যকারের কণ্ঠ থেমে গেছে। সাড়ে এগারোটার সময় সঙ্কেত হলো। তারপর ঘোষণায় বলা হলো, প্রেসিডেন্ট এবার ভাষণ দেবেন। ফায়জা আরও ঝুঁকে পড়ল।

'...ছয় দিনের যুদ্ধ শেষ হয়নি। দু'বছর, তিন বছর, এমন কি চার বছর। যুদ্ধ চলছেই। আমরা ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত...'

রানা ভাবল, সেই সাতষট্টি সাল থেকে যুদ্ধ চলছেই। হাইফার সতেরো বছরের তরুণ কিশোর, নেদারল্যান্ডের সেই তরুণী, পাকিস্তানের দুশো তেইশ জনের মধ্যে আহসান সহ ছয়জন মৃত। একুশ জনের সন্ধান নেই, এই ফারুক রুম নাম্বার সিক্স—সবাই যুদ্ধরত। ফায়জা রেডিওর প্রতিটি কথা শুনছে—জিসান শুনতে চায় না।

ঝনঝন্ করে ফোন বেজে উঠল।

ওটাকে থামিয়ে দেবার জন্যে ফায়জা দ্রুত তুলে নিল রিসিভার। এবং সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাকসে হয়ে গিয়ে রং নাম্বার বলে রিসিভার ক্রেডলে নামিয়ে রাখল। আড়চোখে রানাকে দেখে অন্যদিকে চোখ ফেরাল।

রানা জানে ফায়জার কান প্রেসিডেন্টের ভাষণে নেই। ও অন্য কিছু ভাবছে।

অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল রানা। মস্কোভিচ ছুটে চলল শারা আল নাইলের দিকে।

নাইল যেখানে বুস্তানের সঙ্গে মিশেছে সেখানে গিয়ে টার্ন নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল পেট্রল পাম্পে।

এই ছেলেটির কথাই বলেছিল জাহেদ। ছেলেটির বয়স কুড়ি-একুশের বেশি হবে না। দেখলে আরও কম মনে হয়। নাম মনসুর।

মনসুর এগিয়ে এল।

রানা বলল, 'পাঁচ গ্যালন।'

পেট্রল পাইপ গাড়ির ট্যাঙ্কের মুখে লাগিয়ে মাথা না তুলেই মনসুর বলল, 'খবর পেয়েছেন?'

রানা বলল, 'না।'

দাম দেবার সময় রানা বলল, 'তোমাকে আমার দরকার হবে।'

মনসুর বুঝে নিয়েছে। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করল না। গাড়িতে উঠে সাঁ করে বেরিয়ে গেল রানা নাইলের দিকে।

গাড়ি তাহরির ব্রিজ পার হয়ে ছুটে চলল গিজার দিকে।

জুলজিক্যাল গার্ডেনের কাছে এসে গাড়ি থামিয়ে গাড়ির রেডিও অ্যান্টেনা তুলে দিয়ে রেডিও ট্র্যান্সমিটার 'অন' করল রানা। গাড়ি আবার এগিয়ে চলল। একটা ফাঁকা জায়গায় এসে মিটারের কাঁটা ঘুরিয়ে অপেক্ষা করল।

এথেন্স, জাহেদ···

দশ মিনিট। পনেরো মিনিট···

কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'উল্টা-পুল্টা সিক্সটি নাইন, সিক্সটি নাইন স্পীকিং···'

রেডিওর নিচ থেকে মাইক্রোফোন বের করে রানা বলল, এম.আর.নাইন। হিয়ার···'

হঠাৎ কোথা থেকে চিৎকার আর হট্টগোল ভেসে এল। রানা বলল, 'এম.আর. নাইন···'

কিন্তু শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না।

কেউ ডিসটার্ব করছে একই ওয়েভে।

সুইচ অফ করে রানা পিছন ফিরে দেখল ভক্সহল দাঁড়িয়ে আছে দূরে।

গাড়ি ঘুরিয়ে হোটেলের দিকে ফিরে চলল রানা। গম্ভীর দেখাচ্ছে ওকে।

হোটেল সেমিরেমিসে নিজের স্যুইটে ঢুকে রানা থমকে গেল, অন্য কারও ঘর না তো! নীলাভ আলো জ্বলছে। এখানে ওখানে রেশমী পর্দা। কোথাও বাজছে নীল নদের সুর। সব মিলিয়ে মনে হয় ঢুকে পড়েছে ক্লিওপেট্রা বা নেফারতিতির বিলাস-কুঞ্জে। কিন্তু ঘরে কেউ নেই।

এমন সময় দরজায় একটি ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল।

নারীমূর্তি। কালো পোশাক, মিশরীয় রমণীদের পোশাক। আগাগোড়া বোরখার মত মোড়া। কে?

হাত বাড়িয়ে আলো জ্বেলে দিল রানা।

রমণী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখের অর্ধেকটায় একটা পাতলা স্বচ্ছ আবরণ টানা। বেরিয়ে আছে শুধু দুটো চোখ। কালো দুটো চোখ। একটি হাত রাখা দরজার চৌকাঠে।

এবার ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখল রানা: সে যেন দাঁড়িয়ে আছে আরব্য-উপন্যাসের কোন অচেনা রাজকুমারীর ঘরে। বিছানায় পাতা কারুকার্য-খচিত চাদর, তার উপর ভেলভেটের তাকিয়া। বিছানার উপর বড় একটা রূপার রেকাবীতে রয়েছে নকশা করা সোনালী জগ—দুটো পান পাত্র। লাল পাথর বসানো পান-পাত্র। বিছানার পাশে আগে যেটা ছিল বেডসাইড টেবিল—তাতে রয়েছে ধূপদানী। একটা ধোঁয়ার সাদাটে রেখা বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। মদির

কামনাময় গন্ধ। কোথাও ঝুলছে ঝালর, কোথাও রেশমী পর্দা।

অবাক হয়ে তাকাল রানা—মেয়েটি মুখের নেকাব সরিয়ে ফেলেছিল, আবার তা তুলে দিল। দু'পা এগিয়ে এল দ্রুত। বলল, রাগতকণ্ঠে, 'ফিরলে তবে?'

রানাও দু'পা এগোল, বলল, 'প্লীজ, যা হবার হয়ে গেছে—সব কৈফিয়ত কাল দেব—তোমার ক্লিওপেট্রার ইমেজ নষ্ট কোরো না, জিসান।'

নেকাব আবার নামল। হাসল জিসান। বলল, 'সারাদিন কষ্ট করে সাজলাম...' অভিমানে আর কিছু বলতে পারে না। এগিয়ে গেল রানা, কিন্তু জিসান সরে গেল দ্রুত। বলল, 'না।'

আবার দেখল রানা চারদিক। বলল, 'কোথায় পেলে এসব?'

'হোটেলেই পেয়েছি। অনেক রোমান্টিক বিদেশী চায় আরবীয় রাত্রির আমেজ। নির্দেশ পেলে তাদের ঘর এভাবে সাজিয়ে দেয়া হয়।' জিসান হাসল, 'কিছু আমার নিজের কাছে ছিল।'

'তোমার পোশাক?'

'বাড়িতে গিয়েছিলাম দুপুরে, নিয়ে এসেছি।' জিসান হাসে, 'আমার সাতদিন ছুটি।'

'কিন্তু,' রানা বলল, 'আমার তো পোশাক নেই।'

'তুমি আগে এলে ঠিক যোগাড় হত।'

'আমার মেকআপ কি হবে?' রানা জিজ্ঞেস করল, 'মার্ক এন্টনী না সিজার?'

'মার্ক এন্টনী!' মৃদু হাসি টেনে বলল জিসান।

কোটটা ছুঁড়ে ফেলতে গেল রানা বিছানায়, কিন্তু তার আগেই জিসান ওটা ধরে ফেলল। ওয়ারড্রোব একটা পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল—তাতে রাখল।

'রোমানদের পোশাক এখন পাই কোথায়?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'রোমান সাজা তোমার ভাগ্যে নেই,' জিসান বলল।

'কিন্তু একটা পোশাকে অবশ্যি দেশ-কাল-পাত্র ধরা পড়বে না,' রানা বলল শার্ট খুলতে খুলতে, 'অকৃত্রিম পুরুষের পোশাক!'

'কি পোশাক?'

'আমার জন্মদিনের পোশাক।'

জিসানের চোখ রানার পেশীগুলোতে স্থির হয়ে থাকল। ওর পরনে এখন শুধু ট্রাউজার্স।

'তাতেও লোকে তোমাকে নিশ্চয়ই ওয়েল-ড্রেস্‌ড-ম্যান বলবে,' বলে সরে গেল জিসান শার্ট আর টাইটা ওয়ারড্রোবে রাখতে। জিসানকে দেখল রানা। কালো পোশাকটা বেশ স্বচ্ছ। এবং ভেতরে রয়েছে শুধু জিসান। তবে লেস প্যান্টি বোধহয় ক্লিওপেট্রাও পরত।

জিসান ফিরে এসে রানাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেসে বলল, 'তোমার পোশাক পরছ না যে?' তাকিয়ে দেখল রানা হাসছে না। রানার চোখ তার শরীরে। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে তার শরীর। কিছু বলতে গিয়ে থমকে গেল। রানাও কিছু বলল না। জিসান জোর করে হাসল। বলল, 'খাবারের কথা বলব?'

'হ্যাঁ। প্রচুর পরিমাণে তামিয়া, ফালাফেল ফুল, কাবার. খিয়া...'

'আমি আগেই বলেছি।' জিসান হাসল, 'স্নান করে এসো। যাও।'

রানা গেল না। বলল, 'তুমি ক্লিওপেট্রা। সাধারণ যে-কোন পুরুষ তাকে আয়ত্তে আনতে পারত না। তার জন্যে সংগ্রহ করা হত বিশেষ ধরনের পুরুষ, হাবসী ক্রীতদাস। রোমান না হতে পারি—ক্রীতদাস হতে পারব।' রানা টি-পয়ের উপর রাখা লাল ভেলভেটের ঢাকনিটা তুলে নিয়ে বাথরুমের দরজা দিল। জিসান খাবার অর্ডার দিল কার্পেটের উপর শুয়ে পালং-এর নিচে লুকিয়ে রাখা ফোনে। তারপর চালিয়ে দিল টেপ রেকর্ডার। বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে। ঘর ভরে গেল মিশরীয় সুরে। আলো নিভিয়ে বেডসাইড লাইট আর ওপাশের একটা নীল আলো জ্বেলে দিল। ...বাথরুমের শাওয়ার খুলে দিয়েছে রানা। জিসান হাসল। দরজায় নক করল ওয়েটার। আগেই অর্ডার দেয়া ছিল। দরজা খুলে ওয়েটারকে ঘরে ঢুকতে দিল। লোকটার পরনে আরবীয় পোশাক। তার দু'জন সহকারী। তাদের সবার চোখ জিসানের শরীরে ঠিকরে পড়ে থমকে গেল—মৃদু উত্তেজনা দেখা গেল তাদের নির্বিকার মুখে। জিসান বলল, 'এখানে রেখে দিয়ে যাও—দরকার হলে খবর দেব।'

ওয়েটাররা চলে গেলে জিসান বিছানায় উঠে বসল। মাথার আবরণ নামিয়ে দিল। আধশোয়া ভঙ্গিতে বসল। বিশাল ট্রে-থেকে তুলে নিল এক থোকা আঙ্গুর—বরফ দেয়া।

ঠিক তখনই বাথরুমের দরজা খুলে গেল। জিসানের চোখ বিস্ফারিত হয়ে থমকে গেল। একটু কাঁপল। রানা দাঁড়িয়ে—পরনে শুধু এক টুকরো টকটকে লাল ভেলভেটের কাপড়। কালো চওড়া চামড়ার বেল্ট দিয়ে কোমরে শুধু জড়িয়ে দিয়েছে প্রাচীন ক্রীতদাসের মত। জিসান স্তব্ধ হয়ে গেল যেন।

এগিয়ে এল রানা। জিসান হঠাৎ অস্ফুট উচ্চারণ করল, 'রানা!' রানা দাঁড়িয়ে পড়ল। জিসান এবার স্বাভাবিকভাবে একটু হাসতে চেষ্টা করল। দেখল রানার পোড়া রঙের পেটা শরীর। উরু, পেট, ও বুকের মেদহীন পেশী। রানা দাঁড়িয়েছে। আরও বিশাল দেখাচ্ছে। পা দুটো ফাঁক করে বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। হাতের পেশীগুলো ফুলে উঠেছে। ক্রীতদাস, হাবসী ক্রীতদাসের শরীরে কি এত শক্তির আভাস ছিল?

রানার চোখ স্থির। ছবির মত। যেন হুকুমের প্রত্যাশী।

'এসো, তোমার প্রিয়তমার পাশে দ্রুতপায়ে এসো,' জিসান মন্ত্রের মত আবৃত্তি করল, কবিতার কয়টি চরণ, 'রাজার ঘোড়াশালের তুমি যেন এক পক্ষিরাজ!' জিসান হাসল একটু। আবার বলতে লাগল, 'নানা জাতের হাজার ঘোড়ার মধ্যে বাছাই করা, আস্তাবলের রাজা।' এবার একটু শব্দ করে হাসল জিসান, 'তোমাকে নিয়েই লেখা, রানা। কবে লেখা হয়েছিল জানো? অন্তত পাঁচ হাজার বছর আগে প্যাপিরাসে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তোমাকে নিয়েই লেখা!' দু'হাত উঁচু করে ডাকল জিসান, 'এসো।'

এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসে হাতটা ধরে আঙুলে ঠোঁট ছোঁয়ায় রানা। এবার খিলখিল করে হাসে জিসান। বলে, 'এ সেই ঘোড়া, যার দানাপানি আজব ধরনের। যার কদম প্রভুর নয়ন-রঞ্জন।' আঙ্গুরগুলো রানার মুখে দেয় জিসান একটা একটা

করে। মৃদুকণ্ঠে বলে, 'গোলাম, তুমি আমার সব কথা শুনবে, বুঝলে? ঘোড়াটার মত।' আবার আবৃত্তি করে, 'চাবুকের শিস্ কানে নিয়ে যে ছুট দেয় যোজন যোজন। সঙ্গে ওর পাল্লা দেয় এমন মহারথি মেলে না কোথাও।' জিসানের কণ্ঠ কেঁপে যায় যেন, 'ও তো দূরে নয়, ওই আসে, ওই যে আসে। বুকের মধ্যে সাড়া দেয়—রাজমহিলার হৃদয়ে।' চুপ করে যায় জিসান। দ্রুত শ্বাস নেয়। তারপর বলে, 'রানা!'

'ক্লিওপেট্রা।'

ট্রের খাবারের দিকে তাকিয়ে জিসান বলে, 'একটু পরে খাব আমি।'

'আমি ক্ষুধার্ত মহামান্য সম্রাজ্ঞী,' বলে উঠে বসল বিছানায়। ট্রে থেকে আস্ত হাঁসের কাবাবটা তুলে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে কামড় বসিয়ে দিল। জিসান হাসল। বলল, 'অবাধ্য ক্রীতদাসকে কি করত ক্লিওপেট্রা, জানো? কুমীরের মুখে দিত।' সরে এল জিসান রানার তাকিয়ায়—রানার বাঁ হাতটা নিয়ে ওর বুকে হেলান দিয়ে বলল, 'গোলাম, আমাকে খাইয়ে দাও।' রানা পুরো হাঁসটাই জিসানের মুখের কাছে ধরল। জিসান কামড় দিতে গিয়ে ব্যর্থ হলে রানা একটি অংশ খসিয়ে জিসানের মুখের সামনে ধরল। জিসান একটু একটু কামড়ে কামড়ে খেয়ে জগ থেকে একপাত্র মদ ঢালল। একটু চুমুক দিয়ে রানার মুখে ধরল। একটু চুমুক দিয়ে বলল রানা, 'শ্যাম্পেন কনিয়াক আর অরেঞ্জ জুস?' আরেক চুমুক দিয়ে বলল, 'বিউটিফুল।'

জিসান বলল, 'সমান পরিমাণে শ্যাম্পেন এবং অরেঞ্জ জুস। কনিয়াক একটু কম।' হাঁসের বুকের মাংস খসিয়ে মদে চুবিয়ে জিসানের মুখে দিল রানা।

খাওয়া হলে জিসান একটা তাকিয়া লাথি মেরে ফেলে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। উপুড় হয়ে খাবার ট্রে-টা কার্পেটে নামিয়ে রাখল রানা। পাত্রে কিছুটা মদ নিয়ে তাকিয়ায় হেলান দিল।

'এদিকে এসো,' জিসান বলল।

রানা শুধু তাকিয়ে একটু হাসল। জিসান একটা পা তুলে রানার হাতের পাত্রটা ফেলে দিতে চাইল। রানা হাত সরিয়ে নিল। জিসান যেন মজা পেল। আবার পা উঠাল। এবার রানা পা-টা ধরে ফেলল। টেনে কাছে নিয়ে এল। জিসান পা এবার রানার বুকে রাখল। পায়ের আঙুলে লোমশ বুকে বিলি কেটে বলল, 'পশু!'

পা-টা আরও উঠল। রানার গালে ছোঁয়াল। রানা তাকিয়ে দেখল, হাসছে জিসান। এবার পায়ের আঙুল রানার ঠোঁট ছুঁতে চেষ্টা করছে। আরেকটা পা বিছানায় বিছানো। ক্লিওপেট্রা-মার্কা কালো স্বচ্ছ-বাস হাঁটুর উপর থেকে খসে কোমরের কাছে জমেছে বেরিয়ে পড়েছে গোলাপী লেস প্যান্টি। গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে গেছে। বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিল রানা। জিসান ধরল। ওকে এক ঝটকায় বুকের উপর এনে ফেলল রানা জিসান ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, 'গোলাম আমার কথা শোনে না।'

'হুকুম হোক সম্রাজ্ঞীর। ক্রীতদাস প্রস্তুত।'

'আমাকে যুদ্ধ ভুলিয়ে দাও, গোলাম।'

*

'আমাকে বাঁচাও, রানা।'

অনেক পরে—ভোর রাতের দিকে যখন ঘরটা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, বাজনা থেমে গেছে, দু'জন পাশাপাশি শুয়ে আছে ক্লান্ত হয়ে—জিসান রানার বুকে মাথা রেখে চোখ বুজে বলল, 'তুমি অদ্ভুত, তুমি···তুমি, তুমি আমার রাজা, আমার রাজা, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।' রানা ওর কপালে চুমু খেলো। জিসান আবার বলল, 'তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে রাখবে?'

'রাখব।'

'নিয়ে যাবে তোমার দেশে?'

'যাব।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

একসাথে ঘুমিয়ে পড়ল দু'জন।

ছয়

সকালে জিসানকে ঘরে রেখে তাড়াতাড়ি ফিরে আসার কথা দিয়ে রানা গেল ২৬ জুলাই রোডের রুম নাম্বার সিক্সে।

কর্নেল সিক্স রানাকে বসতে বলে সামনের ফাইলপত্র গুছিয়ে রাখল। সিক্সের চোখে-মুখে আজ উত্তেজনা।

কিছুক্ষণ একভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, 'কয়েকটা সুখবর আছে।'

আগ্রহী হয়ে ওঠে রানা।

কর্নেল সিক্স স্থির কণ্ঠে বলল, 'জেনেভায় একটা ইসরাইলী প্লেন বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ভূমধ্যসাগরে তিরিশ অক্ষ তিরিশ দ্রাঘিমায় একটা জাহাজ ডুবেছে।'

'জানি ডুববে।' নিজের অস্থিরতাকে সংযত করল রানা।

'কি করে?'

'পাকিস্তানীরা করেছে এটা।'

'তোমার নির্দেশে?'

চুপ করে রইল রানা।

'তোমরা নতুন কোড ব্যবহার করছ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তোমার আগে থেকেই সব রিপোর্ট করা উচিত।' লোকটা একটা খাম এগিয়ে দিল, 'হেড-অফিস তোমাদের কংগ্রাচুলেশন জানাচ্ছে।'

উঠে পড়ল রানা। বলল, 'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আরও সুসংবাদ পাবেন আশা করছি।'

'আজ সুয়েজের তীরে বেশ বড় রকমের আক্রমণ চলেছে,' সিক্স বলল। 'মিসাইল ব্যবহার হয়েছে।'

কি ভীষণ রকম শীতল লোকটা! রানা ভাবল। বলল, 'যুদ্ধ চলবেই।'

'হ্যাঁ।' উঠে দাঁড়াল কর্নেল সিক্স, 'যুদ্ধ চলবেই।'

বেরিয়ে এল রানা। কিছুদূর হেঁটে এসে গাড়িতে উঠল। জাহেদের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। মস্কোভিচ চলল ইমবাবার অভিমুখে। নির্জন জায়গায় এসে গাড়ি থামিয়ে এরিয়াল উঠিয়ে দিল। একটু চেষ্টা করেই জাহেদের কণ্ঠে শুনল, 'উল্টা পুল্টা সিক্সটি নাইন···' সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একটা শব্দ সব কিছুকে ঢেকে দিল। কোন কথা শুনতে পেল না—শুধু চিৎকার আর গণ্ডগোল।

কেউ একই ওয়েভে ডিসটারবেন্স সৃষ্টি করছে।

রেডিও ট্র্যান্সমিটার বন্ধ করে শহরের দিকে ফিরে চলল রানা।

বহুদূর পিছনে একটা ভক্সহল গাড়ি রানাকে ফলো করছে।

অফিসে রেডিওতে খবর শুনছিল ফায়জা। রানাকে দেখে হাসল। আবার মনোযোগ দিল রেডিওতে। যুদ্ধের খবর।

ফায়জা আজ কালো স্কার্ট পরেছে—গোলাপী ব্লাউজ, গলায় সাদা লেসের ফ্রিল। বেশ ফ্রেশ লাগছে।

রানা ভাবতে লাগল, জাহেদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে—পাম্প স্টেশনের ছেলেটি?

ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন। ফায়জা তুলল, 'হ্যালো?'

রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার।'

রিসিভার তুলে নিল রানা।

'হ্যালো··· কে বলছেন···?'

উত্তর এল, 'আমার নামে কিছু আসবে যাবে না। তবু ডাকতে হলে আমাকে শরিফ বলতে পারেন।'

'ঠিক আছে, মিস্টার শরিফ—কি করতে পারি আপনার জন্যে অর্থাৎ আপনি কি চান?'

'আপনার বন্ধু হবার সৌভাগ্য পেতে চাই,' কণ্ঠস্বর বলল। 'কতগুলো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে সাহায্য করার মত দুর্লভ সুযোগ আমি পেয়েছি।' বেশ কঠিন আরবী বলে শরিফ নামের ভদ্রলোক, 'অবশ্যি কিছু বলার আগে আমার জানা প্রয়োজন আপনি আমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন কিনা।'

একটু থেমে রানা বলল, 'কিন্তু সব কিছুর আগে জানা প্রয়োজন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতটা কি?'

'অবশ্যিই জানবেন। আপনি কি খুব অসহিষ্ণু?'

'এই মুহূর্তে ফোন রেখে দেবার মত অসহিষ্ণু নিশ্চয়ই হতে পারি,' রানা বলল, 'আমি ব্যস্ত লোক।'

হাসি ভেসে এল ওপাশ থেকে। শরিফ বলল, 'ব্যস্ততা এখনও আপনার শুরু হয়নি, মিস্টার মাসুদ রানা। ব্যস্ততা এখন শুরু হবে।'

থমকে গেল রানা।
'আপনি কি কিছু অনুমান করতে পারছেন?' শরিফ বলল।
'আমি ধাঁধার উত্তর ছেলেবেলায় দিয়েছি।'
'আরও একবার না হয় চেষ্টা করুন,' শরিফ বলল, 'অবশ্যি ধাঁধায় পড়েছি আমরা। নিঃসন্দেহে ডক্টর জিসান বাট আকর্ষণীয় মহিলা। এখানে অনেকে তার পেছনে ঘুরেও মনের নাগাল্ পাননি। আপনি কি করে পেলেন?'
'আমি পেয়েছি?' রানা বলল, 'আপনি বোধহয় আর কারও কথা বলছেন।'
'না, মিস্টার মাসুদ রানা, আমি আপনার সঙ্গেই কথা বলছি। আপনি কথা দিয়েছেন ডক্টর বাটকে দেশে নিয়ে যাবেন—সত্যি কি?'
'আমি কথা দিয়েছি?' এবার রানা অবাক হয়।
'অস্বীকার করতে পারবেন না। আমাদের কাছে গত রাতে আপনার রুমের প্রতিটি শব্দ রেকর্ড করা আছে। তবে আপনাকে কংগ্রাচুলেশন জানাচ্ছি আপনার প্রচণ্ড··· কি বলে, একটু অশালীন হয়ে যাবে শব্দ ব্যবহার করলে। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। সত্যি ডক্টর বাটই বোধহয় পৃথিবীতে আপনার বিছানার একমাত্র সঙ্গিনী হতে পারে।' শরিফ হাসল, 'মিস্টার রানা, একটি মেয়ের সঙ্গে বিছানায় কয়েকটা রাত কাটানো—আর দেশে নিয়ে আজীবনের সঙ্গিনী বানানো দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বলেই কি মনে করেন?'
'আপনি পরিষ্কার ভাবে কথা বলবেন কি?' রানা সোজা হয়ে বসল।
'একেবারে চমকে দেবার ইচ্ছে আমার ছিল না—কিন্তু যখন বলছেন তখন সংক্ষেপে আপনার জন্য খবর হচ্ছে: ডক্টর জিসান বাট আজ সকাল এগারোটা দশ মিনিট থেকে আমার অতিথি হয়েছেন।'
'মানে?' চমকে উঠল রানা, 'তার কি হয়েছে?'
'এখনও কিছু হয়নি।' শরিফ বলল, 'বেশ সুস্থই আছেন। তবে গতরাতের পর সকালে এই চমকের জন্য কিছুটা উত্তেজিত অবস্থায় আছেন—এই যা। হঠাৎ করে নতুন পরিবেশ বলেই হয়তো···'
'মানে আপনি জিসানকে কিডন্যাপ করেছেন?'
'অনেকটা তাই। হ্যাঁ, তাই বলা যায়।'
'বাজে কথা!' রানা রেগে ওঠে।
'আপনি আপনার হোটেলে টেলিফোন করে দেখতে পারেন। তারা বলবে: এগারোটায় ডক্টর বাটের নামে আপনার রুমে একটি মেসেজ আসে, মাসুদ রানা অ্যাকসিডেন্ট করে হসপিটালে গেছে—ডক্টর বাট তখন ছুটে বেরিয়ে যান—একটা ট্যাক্সিতে ওঠেন। এ খবরটুকু তারা এখনই দেবে। তারপরের ঘটনা···ট্যাক্সি ড্রাইভার আমার লোক।'
দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল রানা, 'আমি তোমাকে খুন করব জিসানের কিছু হলে।'
'নাটুকেপনা পরে করবেন, মি. রানা। ডক্টর বাট বেশ সুস্থই আছেন। এখন আমাদের কাছে ডক্টর বাট অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস, স্বভাবতই তাকে সযত্নে রক্ষা করব—কারণ আমাদের দরকার আপনার সহযোগিতা।'

'যদি না করি?'

'সেটা আপনার ইচ্ছা,' শরিফ বলল। 'তবে সহযোগিতা আপনি করবেন। আপনার সহযোগিতার উপরই নির্ভর করছে মিস বাটের নিরাপত্তা।'

'কত টাকা চাও?' রানা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

'এক পয়সাও না,' শরিফ বলল। 'আমি কোন গুণ্ডা দলের সর্দার নই, আপনি তা জানেন। আমি শরিফ লোক।'

'আমি জানি তুমি জিওনিস্ট···।' কথা শেষ করতে পারল না রানা। লাইন কেটে গেল।

দু'তিনবার হ্যালো বলে নামিয়ে রাখল রিসিভার। ফায়জা বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। রানা কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল—উঠল মস্কোভিচে। ছুটে চলল হোটেল সেমিরেমিসের উদ্দেশে।

না, নেই জিসান। ঘর খালি। জিসানের জিনিসপত্র যা এনেছিল তেমনি রয়েছে। বিছানা এলোমেলো, কার্পেটে জিসানের ছেঁড়া ক্লিওপেট্রা-গাউন, গোলাপী প্যান্টি, লাল ভেলভেট, কালো বেল্ট—সব তেমনি আছে, জিসান নেই।

রিসেপশন শরিফের কথারই পুনরাবৃত্তি করল।

ঘরে ঢুকতেই ফোন বেজে উঠল।

রিসিভার তুলে নিল রানা।

ভেসে এল শরিফের কণ্ঠ, 'কি, বিশ্বাস হচ্ছে?'

লাইন কেটে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ঘর থেকে বেরিয়ে লিফটে করে নিচে নেমে গেল রানা।

এবার রানার গাড়ি ছুটে চলেছে জিসানের বাড়ির উদ্দেশে। জিসানের সুটকেসের সঙ্গে চাবির রিংটা ছিল।

কিন্তু জিসানের দরজা খুলতে চাবির দরকার হলো না। কেউ দরজা আগেই খুলেছিল। বের করল রানা পিস্তল—এক ধাক্কায় খুলে ফেলল দরজা। ভেতরে গিয়ে পড়ল। ডাকল, 'জিসান।'

কেউ নেই।

ঝনঝন করে বাজছে শোবার ঘরের ফোন—রানা রিসিভার তুলল, 'হ্যালো?'

'এবার নিশ্চয়ই আর সন্দেহ নেই?' শরিফের কণ্ঠ।

একটু ভাবল রানা। বলল, 'না, নেই। কি চাও তোমরা?'

'এই তো ভাল ছেলের লক্ষণ! আমাদের চাওয়া খুব বড় কিছু না—কয়েকট খবর। ওটা পেয়ে গেলে—আজ রাতেই মিস বাটকে ফেরত পেয়ে যাবেন।'

'কিন্তু আমার সোনালী প্রোডাক্টের চাকরিতে এখন কোন খবর নেই; পাটের দাম ছাড়া—যা আপনাদের দিতে পারি।'

'এবার আপনি বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছেন,' শরিফ বলল। 'আমরা জানি আপনি কে, কি আপনার কাজ। আপনাকে এখনই আমরা সামরিক সিকিউরিটি পুলিসের হাতে দিতে পারি মস্কোভিচের রেডিও ট্র্যান্সমিটারের জন্যে। জানি পরে ছাড়া পেয়ে যাবেন পরিচয়পত্র দেখিয়ে—কিন্তু আপনার সব পরিকল্পনা তাতে ভেস্তে যাবে। তা ছাড়া আপনাকে হত্যা করাও যেত—করিনি।'

'যা করেননি তা অতীতের বিষয় হয়ে গেছে,' রানা বলল, 'আগামী পরিকল্পনার কথা বলুন।'

'আপনাকে হত্যা করলে আর একজন আপনার স্থান নেবে। আপনি সাহসী লোক। আমরা আপনাকে প্রথম দিন থেকেই চিনে ফেলেছি একথা জানা সত্ত্বেও আপনি কেটে পড়েননি। এটা অবশ্যি বোকামি। যাই হোক সব কিছু এখন অতীত,' শরিফ বলল। 'আমার ধারণা, মিস বাট দু'দিনেই আপনার অনেকখানি দখল করে নিয়েছিল। আমাদের এই প্রফেশনে যারা আছে তাদের জীবনে আনন্দমুহূর্তগুলো ভীষণভাবে মনে রাখার মত এবং প্রয়োজনীয়। আনন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আনন্দ একটি নারীর সান্নিধ্য···নয় কি?'

'আমার জ্ঞান সীমিত।'

'কিন্তু আপনার সম্পর্কে যতদূর জানি আপনার গৌরবকাহিনীকে কারুকার্যমণ্ডিত করেছে অসংখ্য নারী মন, দেহ,' শরিফ বলল। 'অবশ্যি সব এক রাতের ব্যাপার—ভালবাসা সেখানে নেই।'

'ভাল না বেসে কারও সঙ্গ আমার পছন্দ নয়,' রানা বলল। 'আমার সম্পর্কে আপনার জ্ঞান-ভাণ্ডারে এটাও যোগ করবেন।'

'তবে আপনার ভালবাসার ক্ষমতা নিঃসন্দেহে অফুরন্ত,' শরিফ বলল। 'মিস বাটকে কি ভালবাসেন? আমাদের টেপ বলে, বাসেন। মিস বাটের আনন্দ-চিৎকার মাঝে মাঝে একটু বেশি রকমের হয়ে গিয়েছিল, নয় কি? যাই হোক, আপনি ভালবাসতে পারেন জেনেই আমরা ধারণা করেছি, মিস বাটের মূল্য আপনার কাছে আছে। এবার বলুন আপনি আমার কথায় রাজি হবেন কিনা।'

'আপনি কি আমাকে আমার দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বলছেন?'

'আপনার দেশ মিশর নয়।'

'কিন্তু আমি দেশের পক্ষ থেকে কাজ করতে এসেছি।'

'ইচ্ছে করলে আপনি দেশ-প্রেম দেখাতে পারেন,' শরিফ বলল। 'মাসুদ রানা, আপনাকে একদিন সময় দেয়া হবে। আমাদের কথায় রাজি না হলে পরশুদিন সকালে একটি ফটোগ্রাফ পাবেন, যার বিষয় হবে—মৃত্যু বেঁচে থাকার চেয়ে অনেক ভাল।'

'একদিন এত বড় সিদ্ধান্ত নেবার পক্ষে অনেক কম সময়।'

'চব্বিশ ঘণ্টা অনেক সময়,' শরিফ বলল। 'অবশ্যি এই চব্বিশ ঘণ্টায় সিদ্ধান্ত নিতে না পারলেও ছবিটি হাতে পৌঁছলেই পারবেন। সেটা হবে একটি ভয়াবহ রেপের দৃশ্য।'

'কিন্তু আপনার কণ্ঠ শুনে মনে হয় না আপনি পারবেন একটি মেয়ের উপর···'

'আমি না। আফ্রিকার অভ্যন্তর থেকে সংগ্রহ করা লোক আমি নিয়োগ করব। আসল ক্রীতদাস, মিস্টার রানা—শুধু অভিনয় নয়।' হাসল শরিফ। 'লোকটার হাতে এ-পর্যন্ত বেশ কয়েকটা মেয়ে মারা গেছে।'

'জিসানের কিছু হলে,' রানা দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'তুমি জেনে রাখো আমি তোমাকে খুঁজে বের করবই।'

'ভয় দেখানো?' শরিফ হাসল, 'খালি কলসির বাজনা। ওতে ডক্টর বাট রক্ষা

পাবেন না। আর আপনিও পালিয়ে রক্ষা পাবেন না। হয় গোপন হত্যাকারীর হাতে আহসানের মত খুন হবেন, নয়তো আপনাকে বিদায় উপহার দেয়া হবে ডক্টর বাটের কফিন। মিস্টার মাসুদ রানা, ডক্টর বাট আপনার দেশে যেতে চেয়েছিলেন…'

কথাটা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মনটা অন্যদিকে নিতে চাইল রানা। বলল, 'দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে আমি পারি না।'

'তাতে লাভ হবে না। দেশকে ভালবাসতে হলে আপনার জীবনটা দরকার। বেঁচে থাকার দরকার আছে। আমাদের হাতে দুটো জিনিসই আছে—আমার প্রস্তাব না মানলে আপনাকে হত্যা করা হবে।'

'সেটা বরং ভাল।'

'আমার তা মনে হয় না,' শরিফ বলল। 'জীবন—বেঁচে থাকাই সবসময় সুন্দর। হতে পারে তা বিশ্বাসঘাতকের জীবন।'

'ওটা তোমার আদর্শ।'

'মাসুদ রানা, ঠিকই ধরেছেন, আমি জঘন্য ধরনের লোক। আমি আমার প্রস্তাবটা একটু ঘুরিয়ে নিচ্ছি। ধরুন, আপনার বিশ্বাসঘাতকতার কথা কেউ যদি না জানে?'

'আমি জানব।'

'অতএব আপনার উত্তর…'

'না।' রানাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। হঠাৎ বলল, 'আপনাদের কথামত কাজ করব—আপনারা যে আপনাদের কথা রাখবেন তার কোন নিশ্চয়তা আছে?'

'নেই। কিন্তু আপনার সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা উচিত আমরা আপনার কাছে যা চাই তা পেয়ে গেলে ডক্টর বাটের এক পয়সা দাম আমাদের কাছে থাকবে না, আপনার কাছে তা যত অমূল্যধন হোক না কেন।'

রানা জানে, শরিফ মিথ্যে বলছে। জিসানকে ওরা মুক্তি দেবে না। যে পথের ইশারা ওরা দেখাচ্ছে সে পথে এক পা গেলে আর ফেরার রাস্তা থাকবে না। কিন্তু এটাই জীবনের পথ। রানা বলল, 'জিসান কেমন আছে না জানলে আপনার কথায় রাজি হতে পারি না। ও বেঁচে আছে?'

'অকারণ হত্যার ঝামেলা কেন করতে যাব?'

'তোমাদের দিয়ে সব সম্ভব।'

শরিফ কয়েকটা মুহূর্ত কথা বলল না। তারপর শোনা গেল, 'যদি আপনি তার দেখা পান—কথা বলতে পারেন?'

রিসিভার আরও চেপে ধরল রানা, বলল, 'কখন?'

'আগামীকাল, অবশ্যি অন্য কারও সাহায্য যদি গ্রহণ না করেন,' শরিফ বলল। 'আপনার একটি বেসামাল পদক্ষেপ আপনাকেই শেষ করে দিতে পারে। গুডবাই, মিস্টার মাসুদ রানা, আগামীকাল দেখা হবে।'

লাইন কেটে গেল।

ক্লিওপেট্রার বিছানায় ঘুম ভাঙল রানার। কায়রোয় আরও একটি রাত কাটল। আজ একা, গতকাল রাতের সাজানো ক্লিওপেট্রার বাসরে ঘুম থেকে উঠল। এলোমেলো

ঘর।
জিসানের কাপড়-চোপড় ওর অনুপস্থিতিকে স্মরণ করিয়ে দিল। মেয়েটির দুর্ভাগ্য, মাসুদ রানার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। খুঁজে বের করল রানা লুকানো মাইক্রোফোন বেড-সাইড ল্যাম্পের শেডের ভেতর থেকে। গোসল-শেভ সেরে হোটেল থেকে বেরুল। রানার মস্কোভিচ হোটেল সেমিরেমিসের গেট দিয়ে বেরুতে তার পিছু নিল সেই ভক্সহল। হয়তো ওরা সারারাত হোটেলের সামনে অপেক্ষা করেছে। ভক্সহলটাকে ইচ্ছে করেই কাটাল না রানা।

রানা ভাবছে জিসানকে নিয়ে।

অফিসের সামনে মস্কোভিচ দাঁড় করিয়ে ফুটপাথে দাঁড়াল ও। ভক্সহলটা সাঁ করে বেরিয়ে গেল সামনে দিয়ে। অফিসে ঢুকতেই শুনল, ফোনে ফায়জা কার সঙ্গে যেন খুব হাসছে। রানাকে দেখে থমকে গেল। হাসি থামিয়ে আস্তে আস্তে কথা বলতে লাগল।

নিজের চেয়ারে বসে ফায়জার দিকে তাকাল রানা। ফায়জাকে আজ একটু বেশি রকমের ফ্রেশ লাগছে। ওর চুল ঝুঁটি করে বাঁধা, চোখটা সরল হাসিতে ভরা। এবং ছেলেমানুষীতে। সবার কথা শোনে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে, সন্ধ্যা রাতেই বিছানা নেয়। এবং একা একা মুখে বুড়ো আঙুল পুঁরে ঘুমায়।…প্রথম দিন ওকে দেখে রানার রোমান্টিক চিন্তা হয়েছিল। আর ভাববে না। এখন রানার ভাবনা—জিসান।

জিসানকে বাঁচাতে হবে। দেখতে হবে কোথাকার পানি কোথায় যায়। রানা জানে মৃত্যু তাকে ঘিরে আছে। চারদিকে পাতা ফাঁদ। কিন্তু দেখতে হবে আহসান কেন মরল।

রিসিভার নামিয়ে রেখেছে ফায়জা! রানার চোখে চোখ পড়তেই বলল, 'স্যার, খবর পেয়েছেন, তেল-আবিব-হাইফার রেল-যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে? ত্রিপোলীতে একটা ইসরাইলী জাহাজে জ্যান্ত টাইম-বোমা পাওয়া গেছে?'

'না, শুনিনি,' রানা বলল। 'তোমার কাছ থেকে শুনব বলে। বলো, আর কি কি খবর আছে?'

একটু লাল হলো ফায়জার মুখ। গম্ভীর। আবার হাসল। বলল, 'দুটো ফোন এসেছিল। বলে দিয়েছি, ২৯ জুলাইয়ের পরে যোগাযোগ করতে।'

'২৯ জুলাই?'

'আপনি এখন ব্যস্ত,' ফায়জা বলল। 'আপনি বলেছিলেন।'

'হ্যাঁ, ব্যস্ত,' রানা বলল। 'ছোটখাট কাজগুলো আপাতত তুমিই করতে পারো, ক'দিন।'

'করব,' ফায়জা হাসল, 'স্যার, পিরামিড দেখতে গিয়েছিলেন?'

'যাব আগামী শনিবার, ভাবছি।'

ফায়জা ওর সবুজ চোখ দিয়ে রানাকে দেখতে লাগল। রানা দেখল ও একটু বেশি আগ্রহ নিয়ে দেখছে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, এখানে কি কোন অসুবিধা হচ্ছে?'

'কিসের?' অবাক হয়ে তাকাল রানা। 'কেন, কায়রো আমার চেনা জায়গা।'

'না…' একটু ইতস্তত করল ফায়জা। বলল, 'আপনাকে একটু অন্য রকম লাগছে।'

'গতকাল রাতে একটু বেশি ঘুমিয়েছি।' উঠে কাঁচের জানালার কাছে গেল রানা। দেখল ফুটপাথের ধার ঘেঁষে রাখা মস্কোভিচের পঞ্চাশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে নীল ভক্সহল। ওরা আর লুকোচুরি করছে না।…ফায়জার দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনল রানা। সবুজ চোখে কৌতূহল। চুল লালচে কালো, মুখটার অর্ধেক ঢেকে রেখেছে। জিসানের চোখ কালো, কিন্তু কোথায় যেন দু'জনের মিল আছে। মিল হচ্ছে দু'জনই মেয়ে। দু'জনেরই রহস্য আছে। গোপনীয়তা আছে। এবং অবিশ্বাস আছে।

রানার দৃষ্টির সামনে একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে ফায়জা। রানা ভাবে, এর ছোট মাথায় কি কি খেলেছে কে জানে। নারী চরিত্র কি যেন কথাটা? ভাবতে শুরু করে রানা। হঠাৎ রানার মনে হলো: মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। ও কেন এখানে চাকরি করতে এসেছে? এই অস্থায়ী চাকরি?

চেয়ারে বসল রানা। হাতে নিল লেটার-ওপেনার ছুরিটা। কাঁচের উপর দাগ দেবার চেষ্টা করে বলল, 'তুমি আমার সম্পর্কে একটু বেশি ভাবছ।' নিজেই নিজের কণ্ঠের হঠাৎ উগ্রতার জন্যে অবাক হয়ে গেল রানা।

বিপন্ন দৃষ্টি সবুজ চোখ তাকে দেখছে। তারপর চোখে উষ্ণতার আভাস পাওয়া গেল। ফায়জা বলল, 'সেক্রেটারিরা তাদের বস্ সম্পর্কে সব সময় একটু বেশি ইন্টারেস্ট দেখিয়ে থাকে।' একটু হাসল, 'আপনার তা জানা উচিত।'

রানা হাসল, 'তুমি খাঁটি সেক্রেটারি দেখছি।'

'ভেবে-চিন্তে কথাটা বলা উচিত, স্যার,' ফায়জা সহজভাবে হাসল, 'এবার আমি বেতন বাড়ানোর দাবি তুলতে পারি।'

'অবশ্যি বাড়িয়ে দেব, যদি তুমি সততা, ভদ্রতা এবং বাধ্যতার সঙ্গে কাজ করে যাও,' বলল কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে।

ফায়জা হেসে ফেলল। বলল, 'এর আগে যেখানে কাজ করতাম সেই বস্-ভদ্রলোক আমার বেতন ডবল করে দিতে চেয়েছিল যদি তার সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে অভদ্র হতাম।'

রানাও হাসল। বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই চড় কষে চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে এলে?'

'না,' অপরাধীর মত বলল, 'অত সাহস আমার হয়নি। পরদিন আর অফিসে গেলাম না। এখানে চাকরি নিলাম।'

'এখানকার চাকরিতে তুমি নিশ্চয়তা বোধ করো?' রানা বলল, 'আমি আমার কথা বলছি।'

'কি জানি!' রানার চোখের দিকে তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে অনির্দিষ্ট ভাবে হাসল ফায়জা। বলল, 'দু'দিন কেবল দেখছি আপনাকে। আপনিও পুরুষ মানুষ, অন্য রকম হবেন কেন?'

আরও আরাম করে বসল রানা। বলল, 'ভাল প্রশ্ন। রীতিমত ভাবতে হবে প্রশ্নটা নিয়ে। যাক, আমাদের আলোচনা কোত্থেকে শুরু হয়েছিল?'

'আমি আপনাকে বলেছিলাম পিরামিড দেখতে গিয়েছিলেন কিনা,' ফায়জা

এফিশিয়েন্ট সেক্রেটারির মত উত্তর দিল।

'যাব ভাবছি,' গাল-গল্প দিয়ে সময় কাটাতে চায় রানা। আসলে অস্থির বোধ করছে সে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে যাবে?'

'আমি···' ফায়জা খুশি হয়ে উঠে আবার থমকে গেল, বলল, 'স্যার, আপনি সিরিয়াস না।'

ফায়জার কণ্ঠে চমকে যায় রানা। ছেলেমানুষ নিঃসন্দেহে—নইলে রানার শঠতাকে এভাবে ধরে দিত না। উঠে আবার জানালার কাছে গেল রানা। ভক্সহল এখনও দাঁড়িয়ে আছে। ওরা রানাকে জানাতে চায় রানা নজরবন্দী।

ফোন বেজে উঠল।

ফায়জা তুলল রিসিভার, 'হ্যালো, সোনালী···রং নাম্বার!' ক্রেডলে নেমে গেল রিসিভার। ফায়জা টাইপ রাইটার টেনে নিল।

'রং নাম্বার একটু বেশি রকমের ডিসটার্ব করছে—তোমার রিপোর্ট করা উচিত,' রানা বলল।

ফায়জা মুখ তুলল। 'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

আবার চেয়ারে বসল রানা। এবং প্রায় তখনই উঠে পড়ল। ফায়জার উদ্দেশে বলল, 'আমি বাইরে বেরুচ্ছি। মিনিস্ট্রি অভ ট্রেড-এ যেতে পারি। আমার ফিরতে দেরি হলে ফোন করব।'

অন্যমনস্কভাবে শুনল ফায়জা কথাগুলো। রানা বুঝল অন্য কিছু ভাবছে মেয়েটা। হয়তো হতে পারে প্রেমে পড়েছে। সুন্দর মেয়েটা। শরিফ নামে লোকটার দলের সঙ্গে এর যোগাযোগ কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সে সুযোগই হয়তো এই সুন্দরী গ্রহণ করতে পারে। দুনিয়ায় অসম্ভব কি?

ভক্সহল রানাকে ফলো করছে। বেশ কয়েকটা গাড়ির পিছনে পিছনে আসছে। গাড়িটা হঠাৎ ফুটপাথের পাশে দাঁড় করাবার ভান করল রানা। দুই গাড়ির মধ্যের গাড়িগুলো ওভারটেক করলে রানা ভক্সহলের আগে আগে এগিয়ে চলল। ড্রাইভারের ভারী শরীর, অস্বাভাবিক উঁচু কাঁধ, ভারী থুতনি। উচ্চতায় সাধারণের চেয়ে নিচে। সাধারণ দেখতে। হাজার লোক এরকম পাওয়া যাবে রাস্তায় তাকালে। লোকটার পরনে একটা নীল স্পোর্টস জ্যাকেট।

ড্রাইভার রানাকে এভাবে স্বেচ্ছায় সামনে সামনে এগোতে দেখে ঘাবড়ে গেল। সে হঠাৎ পিছিয়ে পড়তে আরম্ভ করল। মস্কোভিচ আরও স্লো করল রানা, কিন্তু ভক্সহল বেমালুম কেটে পড়ল বামদিকে একটা গলি পেয়ে। হঠাৎ গাড়ির গতি বাড়িয়ে ঘোরা পথে এগিয়ে চলল রানা। আবদেল আজিজ রোডে এসে মস্কোভিচ থামিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে বলল, '২৬ জুলাই রোড।'

হলদে বিল্ডিং থেকে অনেক দূরে দাঁড় করাল ট্যাক্সি। না, ভক্সহল কাছে পিঠে নেই।

রুম নাম্বার সিক্স।

রুমের সামনে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে দেখল রানা। এ বিশাল বিল্ডিংটায় বেশ বড় বড় কয়েকটা অফিস আছে। কিন্তু এই করিডরটা কী নির্জন, কী শীতল! দুটো পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। থমকে গিয়ে দেয়ালে একটা সাহিত্য সম্মেলনের

পুরানো পোস্টার দেখতে লাগল রানা। না, কেউ এদিকে এল না। নক করল দরজায় তিনবার দ্রুত—তারপর দুটো ধীরে ধীরে।

দরজা খুলে গেল।

প্রথম দিনের সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে। রানাকে দেখে দরজাটা আরও মেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল। রানা ভিতরে গেলে মেয়েটি বাইরে থেকে দরজা টেনে দিল।

কর্নেল সিক্স চুরুট ধরাচ্ছিল। আজ জানালার পর্দাটা একটু সরিয়ে দেয়া হয়েছে। টাকটা আরও চকচক করছে জানালা থেকে আসা আলোয়।

'হঠাৎ?' সিক্স জিজ্ঞেস করল, 'বিপদ?'

দুটো প্রশ্ন করল দুটো শব্দে। রোলগোল্ডের চশমার নীলাভ লেন্সের ভেতরে দুটো পাথরের চোখ যেন স্থির হয়ে আছে রানার উপর।

রানা বলল, 'বিপদ।'

'কিন্তু বিপদকে এড়িয়ে চলাই আমাদের উচিত,' কর্নেল সিক্স বলল। 'আল-ফাত্তাহর সশস্ত্র বাহিনীর লোক আমরা নই। আমরা কোন রিস্ক সাধারণত নিই না।'

'অকারণ রিস্ক নেয়া উচিতও নয়,' যেন আত্মসমালোচনা করল রানা।

'আপনার সম্পর্কে আমাকে রিপোর্ট পাঠাতে হবে,' সিক্স বলল। 'আপনার রিপোর্ট কবে দিচ্ছেন?'

'আমাকে সময় দিতে হবে।'

চেয়ারে হেলান দিল কর্নেল সিক্স। দু'হাতের আঙুলগুলো পরস্পরকে ছুঁয়ে রইল। রানাকে ভালভাবে দেখল, বলল, 'মিশর মনে হয় যুদ্ধে নামবে। আমাদের একটু বেশি সাবধান হতে হবে তার জন্যে।'

'কিন্তু আহসানের মৃত্যুর কারণটা উদ্ধার করতেই হবে,' রানা বলল।

'আমার এখনও ধারণা—আহসানের মৃত্যুর কারণ ব্যক্তিগত কোন ব্যাপার।'

'হয়তো,' রানা বলল। 'তবু আমাদের দেখতে হবে।'

'হবে,' আস্তে নিজের মনে উচ্চারণ করল সিক্স। 'আমার কথা হচ্ছে আমাদের সময় অফুরন্ত নয়।'

'আমি তা জানি। প্রয়োজনীয় সময়টুকু আমাদের ব্যয় করতেই হবে,' একটু উগ্রভাবে বলল রানা।

'মিস্টার মাসুদ রানা, আপনাকে উত্তেজিত মনে হচ্ছে?' নীল চশমার ভিতরে অকম্পিত চোখ।

'আমার পেছনে ফেউ লেগেছে…'

সোজা হয়ে বসল কর্নেল সিক্স। জিজ্ঞেস করল, 'এখানে ফলো করেছে?' একটু থেমে বলল, 'রুম নাম্বার সিক্সকে সব সন্দেহের বাইরে রাখতে হবে।'

'এই খেলার কোনকিছুকেই সন্দেহমুক্ত আশা করা যায় না,' রানা উত্তর দিল।

'আপনাকে একটু বেশি উত্তেজিত দেখাচ্ছে,' সিক্স বলল।

'কারণ আপনাকে বললাম,' রানা বলল। 'আমি উঠতে চাই। আগামী দু'একদিনের মধ্যে হয়তো যোগাযোগ করতে পারব না।'

'আপনি কি কোথাও যাচ্ছেন?'

'উইক এন্ডে যেতে পারি,' রানা বলল, 'আমার সহকর্মী মেয়েটি সুন্দরী এবং

ভাল সঙ্গিনী হতে পারে।'

'সাবধানে থাকতে চেষ্টা করবেন,' কর্নেল সিক্স বলল। 'জেনেভা এবং এথেন্সে আপনি যোগাযোগ করেছিলেন?'

'পারিনি করতে।'

'ইউরোপে আপনাদের সাহসী বন্ধুরা যারা কাজ করছে,' সিক্স বলল, 'ওরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে সরাসরিভাবে।'

'আপাতত আমিই যোগাযোগ রক্ষা করব।'

'যদি আপনার কিছু হয়?'

'নতুন লোক আসবে,' রানা বলল। 'এই কাজে এটাই নিয়ম।'

'আপনি দার্শনিক হয়ে পড়ছেন,' সিক্স বলল। 'আবার দেখা হবে।'

'আমার রিপোর্টসহ দেখা করব ঠিক চারদিন পর—এই সময়।'

দরজার কাছে এসে আবার তাকাল রানা সিক্সের দিকে। তার চোখ তখন কড়িকাঠ গুনছে। লোকটাকে দেখতে মনে হয় মফঃস্বল কোর্টের উকিলের মুহুরি। অথচ এই লোকটার নির্দেশেই হাজারটা লোকের জীবন যেতে পারে মুহূর্তে। কারও চলাফেরায় একটু সন্দেহ দেখলেই—শেষ!

রানা, সাবধান! হাজার লোকের একজন তুমিও হতে পারো!

সাত

চারদিকে সাবধানে দেখে নিয়ে রাস্তা ক্রস করল রানা। একটা ট্যাক্সি ডেকে আবদেল আজিজ রোডে দাঁড় করানো মস্কোভিচের কাছে ফিরে এল সে। চাবি বের করে কী-হোলে দিয়ে থমকে গেল। বুঝল চাবি একা তার কাছেই নেই। কেউ দরজা খুলেছিল।

এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেলতেই দেখল একটা কার্ড ঝুলছে সুইচ প্যানেলের সঙ্গে। গাড়িতে উঠে বসে নোটটা তুলে ধরল চোখের সামনে। ইংরেজিতে একটা নির্দেশ টাইপ করা: 'যদি শরিফের শর্তে রাজি থাকেন তবে গোল্ডেন স্লিপারে রাত ৯টায় উপস্থিত থাকবেন।'

আশপাশে লোকের ভিড়। লাঞ্চ আওয়ার। এদের মধ্যে কেউ রানাকে চোখে চোখে রাখছে। ছোট্ট নোট। কিন্তু সব কথাই পরিষ্কারভাবে বলেছে। সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা। জিসানের সঙ্গে দেখা হতেই হবে আবার। তাহলে জানা যাবে আহসান কেন খুন হলো।

অফিসে এসে দেখল ফায়জা তার ব্যাগ থেকে ছোট আয়নায় মুখটা দেখে নিচ্ছে। রানাকে দেখে বলল, 'স্যার, আমি লাঞ্চে একটু আগেই যাচ্ছি। আমার কিছু কেনাকাটা আছে। সন্ধ্যায় ব্ল্যাক-আউট।'

'ঠিক আছে। আচ্ছা, দাঁড়াও, আমার জন্যে এক প্যাকেট সিনিয়র সার্ভিস নিয়ে এসো যদি কিছু মনে না করো।' দশ ইজিপশিয়ান পাউন্ডের নোট দিল ফায়জার

হাতে।

ফায়জা হাসল। ব্যাগে নোটটা রেখে একটু ইতস্তত করল—কিছু বলতে চেয়েও বলল না। দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল। ওর হাই হিলের শব্দ মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে জানালা কাছে দাঁড়াল রানা। ফায়জা রাস্তা ক্রস করছে। ফারুককে ডেকে লাঞ্চের ছুটি দিল সে।

ফারুক সালাম জানিয়ে চলে গেলে ফায়জার টেবিলের ড্রয়ার খুলল রানা। কার্বন পেপার···একটা স্ট্যাপলিং মেশিন··· নেইল কাটার, নকশা করা লিপস্টিক-চর্চিত রুমাল, চুলের ব্রাশ, স্প্রেয়ার, টাইপ রাইটারের তেল, দুই বাক্স পেপার-ক্লিপ, গোলাপী রঙের একটা হেয়ার-ব্যান্ড। দ্বিতীয় ড্রয়ারে দু'তিনটে আরবী থ্রিলার নভেল, টাইপ রাইটারের প্লাস্টিক কভার, একটা কফির কৌটো—ম্যাক্সওয়েল হাউজ।···কিছু পেল না, শুধু মেয়েটা বড় বেশি সাধারণ মেয়ে, এ-কথাটা আবিষ্কার করা ছাড়া।

নিজের টেবিলে বসে সোনালী প্রোডাক্টসের একটা ফাইল দেখতে লাগল রানা। এমন কি দুটো টাইপ করা দরখাস্তে সইও দিয়ে ফেলল।

কিছুটা চিহ্ন থাকুক, মাসুদ রানা বলে কেউ এই অফিসে বসেছিল।

ফায়জা ফিরে এল দুটো পনেরো মিনিটে। নিজের কাজে মন দিল। বেশ গম্ভীর লাগছে ফায়জাকে। সোনালী প্রোডাক্টসের হয়ে কয়েকটা ফোন করল। সব জায়গায় জানাল শীঘ্রি যোগাযোগ করা হবে। পাঁচটায় উঠল। সব গুছিয়ে রানাকে ডাকল। ফায়জা দেখল, রানা ঘুমিয়ে পড়েছে। কি আশ্চর্য!

একটা হাসি দেখা গেল ওর ঠোঁটে। আবার ডাকতে গিয়ে ডাকল না। নিজের চেয়ারে বসে পড়ে দেখল ফারুক এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে চাবি। ও অফিস বন্ধ করবে। রানাকে দেখে নিয়ে ফারুককে ছুটি দিয়ে দিল ফায়জা। ফারুক চলে গেল। পুরো অফিস বিল্ডিং নির্জন। বাইরে রাস্তায় লোক চলাচলের হৈ-চৈ শোনা যাচ্ছিল—তাও নীরব হয়ে এল। আস্তে ড্রয়ার খুলে একটা বই বের করে পড়তে লাগল ফায়জা। কিন্তু পড়তে পারছে না। বারবার চোখ তুলে রানাকে দেখছে। এক সময় ডুবে গেল থ্রিলারে।

তন্দ্রা ভেঙে যেতেই টেবিল থেকে পা নামাল রানা। কি ভয়ঙ্কর নির্জন চারদিক! চোখ পড়ল ফায়জার ওপর। একমনে বই পড়ছে।

খট্ করে লাইটার জ্বালানোর শব্দে চমকে তাকাল ফায়জা। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। রানাকে দেখে সারা মুখে রক্ত যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাসল।

'তুমি এখনও যাওনি?' রানা জিজ্ঞেস করল লাইটার নিভিয়ে।

'আপনি···' একটু থমকে গেল ফায়জা, বলল, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।'

'ঘুম সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ,' রানা ধোঁয়া ছেড়ে বলল। 'অফিস বসদের স্বাস্থ্য সাধারণত বেশ ভালই থাকে।' ঘড়ি দেখল, পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ। নয়টা পর্যন্ত কোথাও কাটাতে হবে—কোথায়?

'স্যার, কফি?'

'এখানে!' অবাক হলো রানা।

'হিটার আছে, আমি প্রায়ই বানিয়ে খাই,' বাচ্চা মেয়ের মত বলল।

'তোমার আগের বস্ কফি পছন্দ করত?'

রানার চোখে তাকাল মেয়েটি। সবুজ চোখ, অথচ চাউনি জিসানের মত। মায়া আছে চোখে। হয়তো জিসানের মত…না, জিসানের তুলনা হয় না।

রানা বলল, 'তোমার বাড়িতে তোমার জন্যে নিশ্চয়ই কেউ অপেক্ষা করছে?'

'কে?'

'মা?' হ্যাঁ, মা-ই এর জন্যে অপেক্ষা করতে পারে। অন্য কেউ হলে অফিসে আসতে দিত না। তেমন কেউ কি হয়নি?

'মা? না, নেই।' মাথা নাড়ল ফায়জা নামের মেয়েটি। এগিয়ে গেল ঘরের কোণে। হিটার বের করল। দাঁড়াল, 'আমি আশ্রমে মানুষ। প্যালেস্টাইন আমার দেশ। আটচল্লিশ সালে, আমি তখন মায়ের কোলে। বাবা-মা পালিয়ে আসতে গিয়েছিল—কিন্তু না খেয়ে মরে যায়। আমাকে আরব ভলেন্টিয়ারদের আশ্রমে দিয়ে যায়। মাকে আমি দেখিইনি।'

এত সহজ করে এমনভাবে এসব কথা কেউ বলতে পারে? রানা ভাবছিল। কিন্তু 'মাকে আমি দেখিনি'! কথাটা যত স্বাভাবিক ভাবে বলুক না কেন রানাকে নিয়ে গেল অন্য কোথাও। রানা নিজের মাকে ভাববার চেষ্টা করে। সব মা-ই কি এক রকম হয়?

ফায়জা কফি এনে রাখল সামনে। নিজের পেয়ালাটা নিয়ে রানার টেবিলে কোমর ভর দিয়ে দাঁড়াল।

পেয়ালায় চুমুক দিয়ে তাকাল রানা ফায়জার দিকে। গোলাপী স্কার্ট মিশে গেছে অনেকটা বেরিয়ে থাকা উরুর সাথে। সাদা হাতাহীন ব্লাউজ। লাল চামড়ার চওড়া বেল্ট। বেল্ট কোমরকে আরও সরু করেছে—প্রসারিত হয়েছে বুক, নিতম্ব।

বয়স একুশ। পরিপূর্ণ নারীর শরীর। মুখে বালিকার সরলতা।

না, সরলতাকে প্রশ্রয় দেবে না রানা। প্রথম কারণ, এরা রানার জীবনের জটিলতাকে বুঝবে না। দ্বিতীয় কারণ, সরলতা রানার কাছে এক রকম ফাঁদ বিশেষ। সরলতা অনেক সময় জটিলতার জটিলতম রূপ।

মেয়েটি এখন টেবিলে প্রায় উঠে বসেছে। স্কার্ট প্রায় উরু-সন্ধিতে পৌঁছে গেছে। নিতম্বের অর্ধবলয় সমাপ্তিতে স্কার্ট শেষ হয়েছে।

উঠে পড়ল রানা।

ফায়জাকে বলল, 'চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।'

ফায়জা বলল, 'আমি ট্রামেই যেতে পারব।'

ফায়জা সত্যি সত্যি রাজি হলো না যেতে। ফায়জা বেরুবার এক ঘণ্টা পর অফিস থেকে বেরুল রানা। তখন রাত হয়ে গেছে।

রাত ন'টা বাজতে সাত মিনিট বাকি।

গোল্ডেন স্লিপারে তুমুল হট্টগোল ব্ল্যাক-আউটের জন্যে কিছুটা স্তিমিত হয়ে গেলেও আজ আবার কিছুটা সরগরম হয়ে উঠেছে। নর্তকী গত দু'দিনের বিশ্রাম পেয়েই হয়তো আজ বেশি উদ্দাম হয়ে উঠেছে। স্টেজ থেকে নেমে সারা ফ্লোর ভরে নেচে বেড়াচ্ছে। চুমুক দিচ্ছে দর্শকদের এগিয়ে ধরা পাত্রে পাত্রে। কাঁচুলি নিচু

করে নামিয়ে পরা, কোমরের ঝালর যেন খসে পড়বে শরীরের ঝাঁকুনিতে, কোমরের প্রচণ্ড কম্পনে।

নর্তকী রানার সামনে এসে দাঁড়াল। কোমরে আন্দোলন তুলল, আরেকটা ঢেউ বুক থেকে পেটে, তল পেটে···উরু-সন্ধিতে হারিয়ে যেতে গিয়ে কোমরটাকে দু'দিকে আরও আন্দোলিত করল। এবং সরে গেল। স্টেজে উঠে আরেক দফা কসরত দেখিয়ে হাত তালির মধ্যে থেমে গেল। একপাশ থেকে একটা গাউন তুলে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে নেমে এল ফ্লোরে। এসে বসল রানার টেবিলে।

'তুমি কি চাঁদের দেশ থেকে এসেছ?' মেয়েটি সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল, 'গোল্ডেন স্লিপারের আজ জন্মদিন। আমরা তাই সেলিব্রেট করছি। বিশেষ নাচ, বিশেষ ককটেল,' মেয়েটি হাসল, 'তুমি এমনভাবে তাকাচ্ছ যেন আমার স্খলপক্ক হয়েছে।'

'স্মল বা লার্জ নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমার নেই,' রানা বলল, 'কেটে পড়তে পারো।'

মেয়েটা উঠে গেল। একটু পরে ফিরে এল দুইপেগ দু'হাতে নিয়ে। একটা রানার দিকে এগিয়ে দিল। বলল, 'আজকের স্পেশাল ককটেল—গোল্ডেন-শট।'

'তুমি আমাকে অফার করার কে?'

'উত্তেজিত হয়ো না, আজ তুমি আমাদের গেস্ট।'

সন্দেহের চোখে তাকাল রানা, 'এটা তোমার গোল্ডেন স্লিপার? তুমি একা চালাও?'

'হ্যাঁ,' হাসল নর্তকী, 'অবশ্যি কখনও কখনও দু'আঙুলে হুইসেল দিতে হয়—ওটা দিলেই ভেতরের ঘর থেকে ওসমান বেরিয়ে আসে।'

'ওসমান?'

'আমার ডালকুত্তা—লোকে বলে,' নর্তকী হাসল। 'আসলে আমার স্বামী ছিল ছ'মাস আগে।'

'এখন একা?'

'একা।'

'কোন সুন্দরীর পক্ষে একা···'

হাসল মেয়েটি। বলল, 'দশ বছর আমরা বিবাহিত ছিলাম। আজই আমি নিজেকে সুন্দরী এবং তরুণী মনে করছি। আজ অনেক দিন পর নাচলামও,' মেয়েটি বলল। 'ওসমান নতুন নর্তকীর ওপর ঝুঁকে পড়লে আমি আর নাচতে পারিনি।' মেয়েটি হাসল, 'কিন্তু ও মেয়েটিও ওসমানকে ছেড়ে চলে গেছে!'

'তুমি আবার বিয়ে করলে না কেন?'

'বিয়ে করার বয়স আমার নেই।'

রানা হাসল গোল্ডেন-শট ককটেলে চুমুক দিয়ে। একটু চুকচুক করল। গোল্ডেন-শট! আসলে গত পরশু জিসান যা বানিয়েছিল—শ্যাম্পেনবেজ ককটেল। রানা বলল, 'তোমার ফিগার যে-কোন সুপুরুষের মাথা খারাপ করে দিতে পারে—তুমি জানো?'

'হুম,' পেয়ালায় চুমুক দিয়ে নর্তকী বিহ্বল ভঙ্গিতে হাসল, 'অনেকদিন এমন

কথা শুনি না। এদের সবার কাছে আমি পুরানো হয়ে গেছি। ওরাও হয়রান, চেয়ারে হেলান দিল, 'আমিও।'

ঘড়ি দেখল রানা, ন'টা দশ। মেয়েটি উঠল। 'তুমি কিছুক্ষণ নিশ্চয়ই আছ, দেখা হবে,' বলে একটু থামল, বলল, 'আমার নাম হিন্দা।'

'প্রিন্সেস হিন্দা!'

'প্রিন্সেস হতে যাব কেন?' হিন্দা বলল, 'নাসের মিশরের সব প্রিন্স-প্রিন্সেসদের দেশছাড়া করেছে।'

'তাই ওরা দুনিয়ার নাইট ক্লাবে গিয়ে জুটেছে,' রানা বলল, 'আমাদের দেশে যত বেলি-ড্যান্সার যায়—সবাই প্রিন্সেস হয়ে যায়।'

হিন্দার চোখ রেস্তোরাঁর দরজায় আটকে গিয়ে একটু চমকে গেল।

রানাও তাকাল। দরজা খুলে নতুন আগন্তুক ঢুকেছে। পাতলা-সাতলা ছোটখাট একটি মেয়ে। গায়ের রঙ জিসানের মত পরিষ্কার নয়। একটু কালোর দিকেই। হয়তো পূর্ব-আফ্রিকার রক্ত আছে শরীরে। কিন্তু সুগঠিত। এগিয়ে এল রানার দিকেই। প্রতি পদক্ষেপে কোমর আন্দোলিত হচ্ছে বেলি-ড্যান্সারের মত। দাঁড়াল রানার সামনে। ইংরেজিতে বলল, 'শুভ সন্ধ্যা। আপনি আমাকে গোল্ডেন-শট অফার করবেন কি?'

'অন্যখানে চেষ্টা করে দেখতে পারেন,' রানা বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'অনেক খদ্দের পাবেন।'

থতমত খেয়ে গেল মেয়েটা, 'মানে?'

'আমি বাজে ধরনের মানুষ,' রানা বলল। 'মানে তোমার খদ্দের হবার মত ভাল না।'

মেয়েটার মুখের মোনালিসা-মার্কা হাসি উড়ে গেল। রেগে ফিসফিস করে বলল, 'মিস্টার শরিফ আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'কোন্ শরিফ?'

'বাজে রসিকতার সময় এটা নয়,' মেয়েটি বলল, 'আপনার নিজের গরজ থাকা উচিত।'

'হ্যাঁ,' মাথা নাড়ল রানা 'বলুন কি বাণী নিয়ে এসেছেন?'

'আমি আপনাকে নিয়ে যাব। একটু পরে।' মেয়েটি বসল অনুমতির অপেক্ষা না করে।

হিন্দা কাউন্টারে দাঁড়িয়েছে। হাসি নেই, কেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে মুহূর্তে। একটা সিগারেট ধরাল রানা। সামনের মেয়েটি নিজের ব্যাগ থেকে একটা সোনালী নকশা করা কেস বের করে সিগারেট নিল। রানার লাইটারের জন্যে অপেক্ষা করল। কিন্তু রানা লাইটারটা পকেটে রেখে দিলে আবার ব্যাগ খুলে দেশলাই জ্বালল।

ধোঁয়া ছেড়ে রানা বলল, 'আমরা দেরি করছি কেন?'

'শরিফের নির্দেশ,' গম্ভীরভাবে বলল ব্রিজিত বার্দো অভ ঈজিপ্ট।

একজন ওয়েটারকে ডেকে গোল্ডেন-শট দিতে বলল রানা। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম?'

'জানার খুব প্রয়োজন আছে কি?'
'সময় কাটানোর জন্যে আলাপ—এই আর কি।'
'নাম—আফসা।'
'সুন্দর নাম,' রানা বলল, 'তোমার মতই।'
ঘরটা আবার মাতাল হয়ে উঠল। রানা তাকিয়ে দেখল নতুন এক নর্তকী উঠেছে স্টেজে। আফসাও দেখল। এমন সময় পাশে এসে দাঁড়াল এক বিশালদেহী পুরুষ। আফসাকে বলল, 'আপনি মিস আফসা?··· টেলিফোন।' লোকটা দাঁড়াল না। এগিয়ে গেল রেস্তোরাঁয় ভিতরের দিকে। আফসা তাকে অনুসরণ করল। উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গি, এবং দ্রুত চলা রানাকে আবার জিসানের কথা মনে করিয়ে দিল।
কোন মেয়েকে আকর্ষণীয় মনে হলেই রানা জিসানের সঙ্গে তুলনা করছে—ভেবে আরও বেশি মনে পড়ছে জিসানকে। রানার মনে হলো, জিসানের স্মৃতি তাকে একটু বেশি আন্দোলিত করছে। কেন?
দূরে হিন্দাকে দেখল রানা। নতুন নর্তকী তার প্রায়-অনাবৃত পিছনটা দেখাতে বেশি আগ্রহী মনে হচ্ছে। কয়েকটা লোক নর্তকীর নিতম্বের ছন্দে হাততালি দিচ্ছে।
নিতম্ব থেকে চোখ সরাতেই চোখ পড়ল আফসা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'আপনাকে ডাকছে শরিফ।'
ফোন বক্সে গিয়ে রিসিভার তুলল রানা। এটা মূল হলের থেকে একটু ভেতরে। হলের চিৎকার, সঙ্গীতের মৃদু আর্তনাদ কানে আসছে।
'মিস্টার মাসুদ রানা, আপনি কোন রকম বুদ্ধি খাটাচ্ছেন কি?' ফোনে শরিফের কণ্ঠ।
'এটা যখন বুদ্ধির খেলা,' রানা বলল, 'বুদ্ধির চাল-ই এখানকার একমাত্র···'
'সেজন্যেই আমি জিজ্ঞেস করছি,' শরিফ বলল। 'আমার ধারণা আপনি কোন চাল চালবেনই। আমি আপনাকে চিনি।'
'তবে জিজ্ঞেস করছেন কেন?'
'মনে করিয়ে দিতে যে কোন চালে লাভ হবে না,' শরিফ বলল। 'চাল এখন আমার এবং আপনি জানেন রঙের টেক্কা আমার হাতে।' ফোন কেটে গেল। রিসিভার নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা। তার পিছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে।
ঘুরে দাঁড়াল রানা
একজন নয়, দু'জন। একজনের হাতে পিস্তল।
দু'জনের মুখের দিকে তাকাল রানা। একজনকে আগে দেখেছে। ভক্সহলের নীল স্পোর্টস জ্যাকেটের ড্রাইভার। অন্যজন আফসাকে ফোনের কথা বলেছিল।
পিস্তলধারী পিস্তল দেখিয়ে রানাকে চলতে নির্দেশ দিল। কোন বাক্য ব্যয় না করে সামনে এগিয়ে গেল রানা একটা সরু প্যাসেজ দিয়ে।
একটা ঘরে এসে থামল।
খালি হাতের লোকটা দরজা বন্ধ করল।
এবার রানা মুখ খুলল, 'আফসা কোথায়?'
'কি, প্রেম জেগেছে নাকি?'
'না, আমি কোনদিন সার্কাস পার্টিতে ছিলাম না,' রানা বলল, 'পিস্তলের সামনে

প্রেম করার কসরত দেখাতে পারব না। এমনি জিজ্ঞেস করলাম।'

'আপনাকে এখানে কেন এনেছি জানেন?'

খালি হাতের লোকটা হাতের আস্তিন গুটিয়েছে। ওদিকে তাকিয়ে খাস বাঙলায় বলল রানা, 'বোধহয় কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাতে।'

পিস্তলধারী অবাক হয়ে তাকাল, 'কি বললেন?'

'আমরা জ্যাক-ফ্রুটের সাহায্যে বক্সিংপ্র্যাকটিস করে থাকি।'

'আমরা তোমাকে দিয়ে কিছুটা প্র্যাকটিস করব।'

'আমি সে-কথাই বলছিলাম।'

আস্তিন গোটানো চৌকো মুখের ড্রাইভারটা এগিলে এল। রানা দাঁড়িয়ে রইল ঋজু ভঙ্গিতে। ড্রাইভার আরও এগিয়ে এল। পিস্তল এবং রানার মাঝখানে দাঁড়িয়েছে। পিস্তলধারী পজিশন বদল করতে গেল। কিন্তু তার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা ড্রাইভারের উপর। দুই বগলের নিচে আঙুল দিয়ে প্রচণ্ডভাবে চাপ দিয়ে পিছনে ছুঁড়ে দিল। ড্রাইভার গিয়ে পড়ল পিস্তলধারীর উপর। পিছনের চেয়ারের উপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে দু'জন মাটিতে পড়ল। পিস্তলটা ছিটকে পড়ল ঘরের কোণে।

পিস্তল লক্ষ্য করে ডাইভ দিল রানা। মেঝের উপর পড়ল, মেঝে থেকে তুলে নিল ছোট্ট লামা—স্প্যানিস পিস্তলটা। ছোট, শীতল, ভারী অনুভবটা হাতে পাবার আগেই পিঠের উপর এসে পড়ল কয়েক টনের একটা ওজন। কড়ে আঙুলটা পিস্তলের নিচে যেন চিমটের মত আটকে গেল। বুকের নিচে হাত। হাতে পিস্তল। শরীরের উপর বোঝা। হাতটা বেঁকে গেছে।

ঘাড়ের পাশে একটা মুঠোর ঘুসি বার বার উঠছে নামছে।...একটা হাত আঁকড়ে ধরেছে এক মুঠো চুল। বুকের নিচ থেকে হাত বের করে আনল রানা। চুল ধরে থাকা হাতটা দু'হাতে ধরে হঠাৎ ঝাঁকি দিল। পিঠের ওপর ওজন আলগা হয়ে গেল। কিন্তু আরেকজন এসে পড়েছে তখন রানার উপর। বেকায়দা মত একটা লাথি কষিয়ে দিয়েই গড়িয়ে গেল রানা একটু এবং উঠে দাঁড়াল। তার হাতে পিস্তল। বলল, 'এবার?'

ড্রাইভারের উপরের ঠোঁট একটু ছিঁড়ে গেছে। হয়তো চেয়ারের কোণে লেগে। সে রক্ত মুছে পিটপিট করে তাকাল।

পিস্তলওয়ালাকে এখনও বেশ স্মার্ট মনে হচ্ছে। সে হাসল। বলল, 'মিস্টার রানা, পিস্তল দেখিয়ে কিছু হবে না। মিস জিসানকে আপনি এখনও দেখতে চান?'

'চাই, এবং তার জন্যে তোমাদের মত যতগুলো কুকুরকে হত্যা করতে হয় করব।'

'কিন্তু আপনার পিস্তলের একটি গুলি বেরুলে আপনার হত্যার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

জিসানকে ভাবল রানা।

'আমি কি করে নিশ্চিত হই জিসান সুস্থ আছে?'

'সুস্থ এবং আপনার প্রতীক্ষায় আছে,' পিস্তলওয়ালা হাসল, 'আপনাকে সে রীতিমত সোনার কাঠিওয়ালা রাজপুত্তুর মনে করে। আমাদের সব সময় আপনার ভয় দেখাচ্ছে। আপনি কাউকে আস্ত রাখবেন না! একটু পাগলাটে ভাব এসে গেছে

বলতে পারেন।'

'তার উপর টর্চার করা হয়েছে?'

'না, আপনি গেলেই দেখতে পাবেন।'

'এখন নিয়ে যাবে?' রানা বলল, 'কিন্তু আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলে কেন?'

'আপনাকে অজ্ঞান করে নিতে চাই।'

'আমার চোখ বেঁধে নিতে পারো।'

'তাই করব?' ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল। পিস্তলের ম্যাগাজিন বের করে ফেলল রানা। এমন সময় দরজায় নক হলো।

এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল রানা।

হঠাৎ চারদিকে হলুদ আলো দেখছে রানা। হলুদ, নীল, হলুদ···কানের কাছে বাতাস। দুটো কানের ফুটো সুড়ঙ্গের মত এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত চলে গেছে। টানেলের মত।···তার মধ্যে দিয়ে সাঁ সাঁ করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে।···

আট

স্বপ্ন না, অতীত স্মৃতি শূন্য, ভয় নেই কোন অজানা ভবিষ্যতের, কিছুই নেই, শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। তার মধ্যে নতুন জন্মাল কেউ। অন্ধকারে চোখ মেলে ভাবছে রানা।

নরম বিছানা, পরিচ্ছন্ন ঘর।

অন্ধকার না, আলোয় ভরা ঘর। মাথার উপর পাখা ঘুরছে, দেয়ালে নগ্নিকার ছবি-ওয়ালা ক্যালেন্ডার। দিন নয়, নিয়নের আলো জ্বলছে।

রানার মাথায় ব্যথা, এবং ভেজা ভাব। কানের পাশে বালিশের ভেজা স্পর্শ। কেউ মাথায় পানি দিয়েছে। কোমর পর্যন্ত নকশা-চাদরে ঢাকা। চাদরের ভিতরে নগ্ন রানা। গায়ের সব কাপড় গেল কোথায়! কোথায় আমি?

কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে আধ-শোয়া হলো রানা। ড্রেসিং টেবিল। টেবিলের উপরে মেয়েদের প্রসাধনী। এবং একটা ছবি। সহাস্য যুবতী। হিন্দা।

খোলা দরজা দিয়ে হিন্দা এল। হাতে একটা ট্রে। রানাকে উঠে বসতে দেখে আরও দ্রুত এগিয়ে এল। টেবিলে ট্রে-টা রেখে ব্র্যান্ডির বোতল থেকে কিছুটা ব্র্যান্ডি গ্লাসে ঢালতে ঢালতে বলল, 'জ্ঞান ফিরল? ভেবেছিলাম মরেই গেছ বুঝি।'

'মানে গোল্ডেন স্লিপারে এরকম অন্তিম-দশায় অনেকেই পৌঁছায়?' রানা বলল।

এগিয়ে এসে ব্র্যান্ডির গ্লাসটা মুখের কাছে ধরল হিন্দা। হাতে একটা সালফাডাইজিন ট্যাবলেট দিল। কথা না বলে ওগুলো গলাধঃকরণ করে হিন্দাকে গ্লাসটা ফেরত দিল রানা। ওটা টেবিলে রেখে বিছানায় উঠে এসে বসল হিন্দা।

'সত্যি চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হিন্দা বলল।

হিন্দাকে ভাল করে দেখল রানা। বয়স হয়েছে। অথচ শরীর এখনও মেদহীন যুবতীর। নাচের সময় দেখেছে এখনও এর প্রতিটি মাংসপেশীর কি উচ্ছ্বাস। অদ্ভুত লাগে রানার।

রানা বলল, 'এবার ঘটনা খুলে বলো।'

'কিসের?' হিন্দা অবাক হয়।

'এ বিছানায় কি জন্যে এভাবে শুয়ে আছি?' রানা কনুইতে ভর দিয়ে উঠতে গেলে হিন্দা আবার শুইয়ে দেয়।

'তুমি এখানে এসেছ আমার ইচ্ছায়,' হিন্দা বলে, 'আজ সন্ধ্যায় আমার পুরানো স্বামী হঠাৎ দেখি এসে হাজির। একা। বললাম, কি ব্যাপার? বলল ভাল না—বলল, ওর সঙ্গিনী ওকে ছেড়ে গেছে। বসে বসে বিনি পয়সার মদ গিলতে লাগল। আমার নেশা লাগল। ছ'মাস ছাড়াছাড়ি হবার পর প্রথম স্টেজে উঠলাম, বুঝলে? আমাকে হঠাৎ নেশায় পেল। মনে হলো আমি জিতেছি। তখনই ঠিক করলাম ওসমানের সামনে দিয়ে বারের সবচে সুপুরুষকে আমার ঘরে নেব। নাচতে উঠলাম। এমন সময় তুমি এলে। তোমাকে দেখে মনে হলো একমাত্র তুমিই আজ আমার সঙ্গী হতে পারো।··· কিন্তু ওসমান মিথ্যে বলেছিল। ওখানে এল আফসা। যার জন্যে ওসমান আমাকে ত্যাগ করেছিল। হ্যাঁ, আফসা আমার এখানে বেতন পাওয়া নর্তকী ছিল।···আফসা তোমাকে দখল করল। আমি আবার নিজেকে আগের মত পরাজিত মনে করতে লাগলাম। তারপর জানি না—তোমাদের কি হলো। ওরা তোমাকে পিটিয়ে অজ্ঞান করে রেখে চলে গেল। ওসমান বলল, তুমি ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ—তাই শাস্তি দেয়া হয়েছে। আমি ওসব ভাবছি না। ভাবছি না এই জন্যে যে আমি প্রথমেই ভেবেছিলাম তুমি আজ আমার সঙ্গী হবে।'

অবাক হয়ে হিন্দার দিকে তাকিয়ে রইল রানা। হিন্দা বলল, 'কি দেখছ?'

'এর চেয়ে বেশি কিছু জানো না?'

'কি জানব?'

'শরিফ বলে কাউকে চেনো?'

'না তো!'

রানা কিছু বলল না। কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

হিন্দা উঠে গেল। ড্রেসিং গাউন খুলে চেয়ারে রাখল। বাথরুমে গেল। ফিরে এসে বিছানায় উঠল। চাদরের মধ্যে ঢুকল। রানাকে জড়িয়ে ধরে গভীরভাবে শ্বাস নিল। কাঁধে চুমু খেলো। বলল, 'তুমি কে আমি জানতে চাই না, কেন আফসা আর ওসমানের সঙ্গে তোমার গণ্ডগোল তাও জানতে চাই না—ওতে আমার কিছু আসে যায় না। তুমি কেন আমাকে জেরা করছ?'

রানা মন থেকে ভাবনা ঝেড়ে ফেলতে চাইল। আগামী কালকের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। ভুলতে হবে জিসানকে, শরিফকে।

'একটা মেয়ের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে তুমি সাধারণত কি করো?' কানের কাছে ফ্যাঁস-ফ্যাঁসে কণ্ঠ। কামনায় অধীর। হয়তো শরিফের চাল। কিন্তু আমি শূন্য-হাতে শুধু দানই করে যাব। রানা ভাবল। শোবার পোশাক, সুঠাম বেলি

নাচের দেহ, ভাঙা ভাঙা অধীর কণ্ঠস্বর, বাথসল্ট আর ট্যালকম পাউডারের গন্ধ রানাকে জাগিয়ে তুলল। বাতি নিভিয়ে দিয়ে নীল আলো জ্বালল হিন্দা উঠে বসে। খসিয়ে ফেলল শেষ অঙ্গ-বাস। আবার জড়িয়ে ধরল রানাকে। বলল, 'বললে না, কি বলবে?'

'সে মেয়ে যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানেই যাব।'

'কই, কোথাও যাবার আগ্রহ তো দেখা যাচ্ছে না?'

'আগ্রহী করে নেবার কায়দা আছে। চেষ্টা করে দেখো।'

উঠে এল হিন্দা। রানার ঠোঁট ওর দুই ঠোঁটের মধ্যে চলে গেল। বলল, 'এইভাবে?'

হিন্দার পিঠে উঠে গেল রানার হাত।

'আমি কতদিন একা, ভীষণ একা,' হিন্দা বলল।

অনেক কথা ভুলে গেল রানা, অতীত ভুলে গেল, আগামী ভুলে গেল। হিন্দাকে টেনে নিল। বেলি-ড্যান্সারের দেহের প্রতিটি পেশী কাঁপতে লাগল অপূর্ব এক ছন্দে। ঝাপসা ধূসর হয়ে গেল নীল বাতিটা।

ঘুম ভেঙে গেল রানার।

আজান দিচ্ছে মুয়াজ্জিন। কিন্তু রানা উঠে বসেছে কেন? একটা শব্দে ঘুম ভেঙেছিল··· দেখল এখনও উত্তাপ আছে···এইমাত্র হিন্দা উঠে গেছে। ঘড়ি দেখল, পাঁচটা।

একটা গোঙানির শব্দ কানে এল। চাপা কান্নার মত।

বিছানা থেকে নামল রানা। না, কান্না নয়—গোঙানি।

কোমরে জড়িয়ে নিল চাদরটা। পাশের ঘরে গেল—না, শব্দটা আসছে ওপাশ থেকে। ওটা কিচেন। আবার শুনল, আরও স্পষ্ট। ধড়াস করে উঠল রানার বুক।

কিচেনে ঢুকে চোখে পড়ল গ্যাসের চুলোর উপর একটি কেটলি চাপানো রয়েছে। টগবগ করে ফুটছে পানি। এবং···

মেঝেতে উপুড় হয়ে লুটিয়ে আছে হিন্দা।

পিঠে—বামদিকে বিঁধে আছে একটা ছুরি। রক্তের একটা রেখা বেরিয়ে আসছে শরীরের নিচ থেকে। রক্তে লাল হয়ে গেছে ড্রেসিং গাউন।

এখনও বেঁচে আছে হিন্দা। পাঁচ সেকেন্ডে দুটো ঘর খুঁজে ফিরে এল রানা কিচেনে। কেউ নেই কোথাও। ওপাশের দরজার একটা পাট খোলা। করিডরও শূন্য।

বসে পড়ল রানা হিন্দার পাশে, ছুরিটা বের করে ফেলল। এবং এক হাতে কাটা জায়গাটা চেপে ধরে চিৎ করে ফেলল পুরো দেহটা। একটু গোঁ গোঁ করে উঠল হিন্দা। রানা কোলে তুলে নিল মাথাটা। ডাকতে গেল হিন্দা বলে। কিন্তু থেমে গেল। হিন্দা চোখ মেলছে। দু'বার কাঁপল চোখের পাতা, তারপর তাকাল, পুরোপুরি মেলতে পারল না। রানাকে দেখল, ঠোঁটটা কাঁপল। বড় বড় শ্বাস নিল কয়েকবার। চোখ আরও একটু মেলল।

'রানা···' আস্তে, ফিসফিস করে উচ্চারণ করল হিন্দা, 'কেন মারলে?···আমি

তোমার জন্যে এক কাপ চা বানাচ্ছিলাম।···তুমি ভোরে চলে যাবে···' থেমে গেল হিন্দা।

চমকে উঠল রানা ভীষণভাবে! বলল, 'না, হিন্দা, আমি মারিনি। আমি একাজ করতে পারি না। কে তোমাকে ছুরি মারল দেখতে পাওনি?'

'···আমি কেটলি চড়িয়ে···কাপ গোছাচ্ছিলাম···আমি কিছু জানি না, জানি সব তোমাকে বলতাম। তুমি জিজ্ঞেস করলেই বলতাম···রানা···রাতে তোমাকে নিয়ে এক ছেলেমানুষি স্বপ্ন দেখেছিলাম···তুমি ঘুমাচ্ছিলে কিন্তু তুমি···' হিন্দা আবার চোখ বুজল।

'হিন্দা!' রানা ডাকল, 'বিশ্বাস করো হিন্দা, আমি তোমাকে মারিনি!'

আবার চোখ মেলল। রানাকে ভাল করে দেখল। হাসবার চেষ্টা করল, বলল, 'ঘরে···আর তো··· কেউ···ছিল না।'

দম নিতে কষ্ট হচ্ছে হিন্দার। রানা বুঝল, অবিশ্বাস করছে ওকে মেয়েটি। কিন্তু আর সময় নেই। চোখের সামনে শেষ হয়ে যাচ্ছে হিন্দা। বোঝাবার আর সময় নেই। আবার ঠোঁট নড়ল হিন্দার। অস্পষ্ট গলার স্বর। চোখ বন্ধ। দুই ফোঁটা পানি ঝরে পড়ল চোখ থেকে।

'সব বলতাম···রানা, কেন···শরিফকে আমি··· চিনতাম···' কেঁপে উঠল শরীরটা মৃত্যু-যন্ত্রণায়। হঠাৎ স্পষ্ট কণ্ঠে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কেন মারলে, রানা?'

দুইবার কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল হিন্দা। আর কথা বলতে পারবে না। কোন দিন না। আর দোষ দিতে পারবে না রানাকে।

নামিয়ে রাখল রানা হিন্দার অসাড় দেহ। চুলোয় পানি ফুটছে তখনও। পাশে দুটো কাপ সাজানো। একটা প্লেটে কয়েকটা বিস্কুট।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাথরুমে গেল রানা। হাতে রক্ত।

হিন্দা তাকে অবিশ্বাস করল। সত্যিই তো। মানুষকে দিয়ে বিশ্বাস কি?

রক্ত ধুয়ে ফেলল। পরনের চাদরে রক্ত। ওটা খুলে বাথরুমের কোণে জামা-কাপড়ের মধ্যে ফেলল। খুলে দিল শাওয়ার। রক্তের ছোপ যেন লেগে আছে সারা গায়ে।

বাথরুম থেকে বের হয়ে ঘরে এসে পোশাক পরে নিল রানা। প্রত্যেকটা কাপড় সুন্দর করে চেয়ারের ওপর গুছিয়ে রাখা। এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে—কেউ আসার আগেই।

জানতে হবে কেন মরল হিন্দা।

বাইরে বেরিয়ে এল রানা।

ভোরের কায়রো। সূর্য ওঠেনি। একটা গাড়ি রাস্তায় পানি দিয়ে গেল। ···হকার বের হয়েছে। একটা কাগজ কিনল।

সুয়েজে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছে, জর্ডন নদীর তীরে গ্রামে বম্বিং হয়েছে।

কালো মস্কোভিচ একা দাঁড়িয়ে আছে।

হোটেলে ফিরে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল রানা। ব্যালকনিতে খবরের কাগজ এবং ইলেকট্রিক রেজার নিয়ে বসল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অনুভবে বুঝতে পারছে সে এখুনি

আসবে ফোন।

ব্রেকফাস্ট সেরে দ্বিতীয় কাপ কালো কফি পানের সময় ফোন এল।

হ্যাঁ, শরিফের কণ্ঠ।

'গতকাল রাতে হিন্দার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতাই হিন্দার মৃত্যুর কারণ, আশা করি অনুমান করতে পারছেন?'

'হত্যার কারণ বলুন,' রানা যথাসাধ্য শান্ত কণ্ঠে বলল।

'যা-ই হোক, আপনার রাতটা কিন্তু বেশ কেটেছে,' হাসল শরিফ, 'ভাবছি মিস জিসানকে জানাব কথাটা।'

'জিসান আপনাকে চেনে,' রানা বলল। 'আপনার কোন কথা বিশ্বাস করবে না সে।'

'কিন্তু পুলিস বিশ্বাস করবে। হত্যার অভিযোগে কিছুদিন হাজতে পাঠাতে পারি আপনাকে।'

'তবে এটাই হত্যার কারণ!' রানা এই প্রথম খেয়াল করল ব্যাপারটা। 'জিসানকে আটক রেখেও নিশ্চিন্ত হতে পারেননি…'

'শিকারীরা দো-নলা বন্দুক ব্যবহার করে নিরাপত্তার জন্যে,' শরিফ বলল। 'আরবী ঘোড়াকে বাগে আনতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। অবশ্যি হিন্দার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু প্ল্যানচেট করে দেখতে পারেন, হিন্দার কোন দুঃখ নেই। গতরাতে ও অনেক পেয়েছিল।'

'আমি যদি সুযোগ পাই, সুযোগ পাবই,' রানা বলল, 'তোমাকে ডাকব আমি প্ল্যানচেটে।' একটু থামল রানা। বলল, 'কেন হত্যা করলে নিরীহ মেয়েটাকে? আমাকে হত্যাকারী বানাবার জন্যে একটা অকারণ হত্যা কেন করলে?' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে রানা।

'হিন্দা আমাদের কিছু কিছু খবর জানত। ওর স্বামী আমাদের একজন পয়সা-পাওয়া সাহায্যকারী,' শরিফ বলল। 'হিন্দা সম্প্রতি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। তাই এক ঢিলে দুই পাখি মারলাম। কিন্তু হিন্দা আমাদের প্রবলেম না। আপনি বুঝতে পারছেন, আপনার ও আপনার জিসানের ভাগ্যের চাবি এখন আমার হাতে।'

'আমি আমার জন্যে ভাবি না,' রানা বলল। 'কিন্তু আমার কারণে আরও একজন আপনার হাতে খুন হোক তা আমি চাই না।'

'খুন হবে না,' শরিফ বলল, 'আমি আপনাকে এ দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করব—যদি আমাদের প্রস্তাবে রাজি থাকেন।'

'হিন্দাকে হত্যার আগেই রাজি হয়েছিলাম।'

'আমি একটু অতিরিক্ত সাবধানী লোক,' শরিফ বলল, 'অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এবার আমরা কাজে নামতে পারি। ঠিক সাড়ে ন'টায় তাহরির ব্রিজের ওপর অপেক্ষা করবেন। আফসা আপনাকে তুলে নিয়ে আসবে। আর হ্যাঁ, একটা কথা মনে রাখবেন, আপনাকে চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের লোক চোখে চোখে রাখছে। কোন বুদ্ধি খাটাতে যাবেন না।'

ফোন রেখে রানা ভাবল, বুদ্ধি নয়। কিন্তু শরিফও জানে এটা বুদ্ধির খেলা।

*

ন'টা ত্রিশ।

সবুজ ভক্সহল ব্রেক কষে দাঁড়াল রানার সামনে। গাড়ির পিছনের সীটে বসা আফসা। চোখে কালো চশমা, মাথায় স্কার্ফ।

গাড়ির দরজা খুলে দিল আফসা। রানা উঠে বসল আফসার পাশে। গাড়ি গিজার দিকে ষাট মাইল বেগে ছুটে চলল। এসে থামল জ্যুলজিক্যাল গার্ডেনের পিছনের দিকে ছোট গেটটায়। আফসা নামল রানাকে ইশারা করে। সবুজ ভক্সহল ছুটে বেরিয়ে গেল। গার্ডেনের ভিতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে বিপরীত দিকের রাস্তায় উঠল ওরা।

আফসা বাসস্টপে দাঁড়াল। কিন্তু বাস না, একটা ট্যাক্সি দাঁড় করাল। উঠল দু'জন।

এসে নামল গিজা স্টেশনের কাছে।

স্টেশনের দিক থেকে এগিয়ে এল ডেইরী ফার্মের গাড়ি। এসে থামল তাদের সামনে। পিছনের দরজা খুলে গেল।

আফসা বলল, 'তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন।'

রানা বাধ্য ছেলের মত নির্দেশ পালন করল। ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হলো। অন্ধকার। দিন কি রাত বোঝার উপায় নেই।

কিন্তু অনুমান করল গাড়ি কায়রোর দিকেই যাচ্ছে। এত ঘুরে আসার মানে—যেন কেউ ফলো করতে না পারে।

মিনিট কুড়ি পর দরজা খুলল। হঠাৎ আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার চোখে। সামনে দাঁড়িয়ে এক পিস্তলধারী, ঝাপসা চোখে দেখল। গতকাল রাতে যাকে রানা দেখেছিল। লোকটা পিস্তল দিয়ে ইশারা করল, 'এই দিকে।'

ডেইরী ভ্যানটা একটা দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রানা শুধু দরজাটাকেই দেখল। আশপাশের কিছুই সে দেখতে পেল না। এক পা দু'পা করে এগোল সামনে।

আবছা অন্ধকার ঘর। পুরানো বাড়ি। ঘরের আসবাবের মধ্যে এক পাশে একটা অফিস-টেবিল, তার সামনে কয়েকটা চেয়ার। পুরানো বাড়ি, নতুন ফার্নিচার।

দরজা বন্ধ হলো পিছন থেকে। রানা এখন একা।

একা। শীতল, নির্জন ঘর। কিন্তু রানা অনুভব করছে আশপাশের সব অন্ধকারে অন্ধকারে অনেক মানুষের উপস্থিতি। চারটে দরজা চারদিকে। সব ক'টা বন্ধ। জানালা ভেনিশিয়ান-ব্লাইন্ড দিয়ে বাইরের থেকে আড়াল করা।

পুরানো বাড়ি। আধুনিক সজ্জা।

একটা দরজা খুলে গেল।

আলখেল্লা পরা একটি লোক দাঁড়িয়ে। নিখুঁত শেভ করা ফর্সা চেহারা। লম্বা, সুদেহী। এবং সুদর্শন। মাথায় কোন আবরণ নেই। ব্যাক ব্রাশ করা চুল।

আধুনিক মানুষ, পুরানো পোশাক।

টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল লোকটা মুখে একটা পরিচিতের হাসি নিয়ে।

বলল, 'মিস্টার মাসুদ রানা, আমরা পূর্ব পরিচিত—নতুন পরিচয়ের দরকার আছে কি?'

পরিচিত কণ্ঠস্বর।

অফিস-টেবিলের একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন।'

শরিফকে দেখতে দেখতে বসল রানা। শরিফও আসন নিল।

ঘরের চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখল রানা তার পিছনে ঘরের কোণে পিস্তলধারী দাঁড়িয়ে আছে একজন।

'আমাদের একটু সাবধান হতে হয় বলে আপনাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে,' শরিফ বলল, 'তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

'অকারণ হত্যার জন্যে কেউ ক্ষমা পেতে পারে না,' রানা বলল।

হাসল শরিফ। বলল, 'আপনি হিন্দাকে ভুলতে পারছেন না, স্বাভাবিক কারণে। কিন্তু এছাড়া আমাদের কিছু করার ছিল না। আপনাকে বাগে আনার জন্যেই সব করা। আপনি একটু কম দুঃসাহসী হলে এর দরকার হত না।' দুঃসাহসী কথাটার উপর অতিরিক্ত জোর দিল শরিফ।

'হত্যাকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা না করে কাজের কথায় আসা যাক,' রানা বলল।

'আপনি নিজেকে খুব একটা আদর্শবাদী ভাববেন না, মিস্টার মাসুদ রানা,' শরিফ এবার গম্ভীর। বলতে লাগল, 'আপনি একটি মেয়ের জন্যে, যার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক মাত্র দু'দিনের, তার জন্যে দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন।'

'সে জবাব আমি দেশের কাছে দেব,' রানা বলল। 'আমি বুঝি, মেয়েটা নিরপরাধ, আমার কারণে তার এই অবস্থা, তাকে আমার বাঁচাতে হবে। জীবন দিয়ে হলেও।'

'আপনার জীবন আমি চাই না,' শরিফ বলল। 'আমি একজন বিশ্বাসঘাতক চাই।' এবার সুন্দর মুখে ক্রূর হাসি দেখা গেল।

হাতের আঙুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ করে আবার আলগা করল রানা। দৃষ্টি স্থির শরিফের উপর। শরিফের মুখে আবার হাসি দেখা গেল। বলল, 'মিশর বা আরব আপনার দেশ নয়। দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্নও তাই ওঠে না। আপনার দেশের কোন ক্ষতি হবে না…'

'জিসানের মুক্তির বদলে আপনি ঠিক কি চান?'

নয়

শরিফ থমকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'চাই জেনেভা এবং এথেন্সের আল-ফাত্তাহদের নেতার পরিচয়।'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল রানা। বলল, 'আমি যে জানি একথা কি করে বুঝলেন?'

'আপনি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন রেডিও ট্র্যান্সমিটারের সাহায্যে,' শরিফ বলল, 'গত কয়েকটা ঘটনা আপনার নির্দেশেই ঘটেছে।'

উত্তর দিল না রানা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি একটু বেশি রকমের চাইছেন, মিস্টার শরিফ।'

'চেয়েছি এবং এরচেয়ে কম আমি কিছু চাইব না,' শরিফ বলল। 'এখন আপনার পছন্দ আপনি দেখবেন।'

চিন্তিত চেহারা রানার। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'জিসান কোথায়?'

'আগে আপনার মত জানা দরকার।'

দ্রুত উঠে দাঁড়াল রানা। শরিফও চমকে গিয়ে উঠে পড়ল। কেঁপে উঠল পিস্তলধারীর হাত। রানা বলল, 'আমি রাজি।'

প্রশস্ত একটা হাসি দেখা দিল শরিফের মুখে। বলল, 'ডক্টর বাট সত্যিকারের লোককেই পছন্দ করেছে, খাঁটি মানুষ।'

'এবার জিসানকে দেখতে চাই,' রানা বলল।

'দেখবেন,' শরিফ বলল। 'এবং···যে মুহূর্তে জেনেভা আর এথেন্সের লোককে আমরা ট্রেস করব সেই মুহূর্তেই ডক্টরকে ছেড়ে দেব।'

'কিন্তু ব্যাপারটা যত সোজা ভাবছেন তা নয়,' রানা বলল। 'এথেন্সে আমাদের লোককে আমি চিনি শুধু কোড নামে। এবং তৃতীয়জনের মাধ্যমে যোগাযোগ হয়। সরাসরি তাকে আপনাদের হাতে তুলে দেয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।'

শরিফ বলল, 'আপনি আপনার লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে অন্যের মাধ্যমে খবর পাঠান, তারপর সেই বেনামী ব্যক্তি আপনার সঙ্গে বিশেষ কোন জায়গায় দেখা করে—এই তো?'

রানা বলল, 'হ্যাঁ।'

শরিফ বলল, 'তাই হবে—সেই ভাবেই আমরা আমাদের সব আয়োজন করব।···আর আপনি যদি কোন রকমের চালাকি খাটান···'

'জিসানকে হিন্দার কাছে পাঠাবেন—এই তো?'

'হ্যাঁ, আমাদের ঠিকই চিনতে পেরেছেন। তবে জিসানের সঙ্গে আপনিও যাবেন। সব স্বাধীনতা আপনার থাকল। হয়তো আপনি আপনার লোককে আগে থেকে সাবধান করে দেবেন—কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। জিসান আমাদের হাতে থাকবেই।'

'আমি তা জানি!'

'এবং কায়রো পুলিস আপনাকে খুঁজবে খুনী সন্দেহ করে।'

'আমাকে আপনি রীতিমত দুর্বল করে দিচ্ছেন,' রানা হেসেই বলল।

'এবার আসুন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা যাক,' শরিফ বসল, একটা সিগারেট ধরাল। 'আপনি আজকের প্লেনে এথেন্স যাবেন। আপনার সঙ্গে আমাদের লোক থাকবে। চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের লোক আপনার সঙ্গে থাকবে—তাকে কাটাবার চেষ্টা করবেন না।'

'তবে হোটেলে আমার ডবল-বেডের রুম নিতে হবে,' রানা বলল।

'ভাল রসিকতা, কিন্তু আপনি আমার কথার গুরুত্ব আশা করি বুঝতে পারছেন,' শরিফ বলল। 'আপনি আপনার লোকের সঙ্গে দেখা করবেন বিশেষ জায়গায়। আমাদের লোক আপনার কাছেই থাকবে। আপনি আপনার লোকের দেখা পেলে তার সামনে আপনার হাত ঘড়িতে দম দেবেন—এর পরের দায়িত্ব আমার লোকই পালন করবে।'

'চমৎকার পরিকল্পনা,' রানা বলল। 'আমার কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না।'

'প্রথমে এথেন্স, তারপর জেনেভা,' শরিফ বলল। 'একই ভাবে কাজ হবে। এবং আপনি কায়রো ফিরে এলে জিসানকে আপনার হাতে তুলে দেব।'

'সেটাই আমি দেখতে চাই,' রানা বলল, 'দেখতে চাই, আমি যা চাই তা আপনার আছে কিনা। জিসান কোথায়?'

'বেশ আরামেই আছে,' শরিফ বলল। 'প্রথম বেশ তেজ দেখিয়েছিল—কিন্তু কদ্দিন...'

'জিসান কোথায়?'

'আসছে,' বলে রানার পেছনে কারও প্রতি চোখ নির্দেশ করল। দরজা খুলে গেল। লোকটা বেরিয়ে গেল। শরিফ হাসল একটু। বলল, 'মিস্টার রানা, নারী তো আপনার বিছানার চাদরের মত। প্রয়োজন মত, খুশি মত, পছন্দ মত—বদলে নেন প্রতি রাতে। আপনার সঙ্গিনী হতে বেশির ভাগ মেয়ে সানন্দে রাজি, কিন্তু আপনি এই একটি বিশেষ মেয়ের জন্যে সব দিতে রাজি হলেন কেন? জিসানকে আপনি ভালবাসেন?'

'জিসান সুন্দরী মেয়ে... অনায়াসে ভালবাসা যায়,' রানা বলল। 'কিন্তু আপনি প্রেম-তত্ত্বের আলোচনায় নামতে চাইছেন কেন?'

'প্রেম-তত্ত্ব নয়,' শরিফ বলল। 'রানা-তত্ত্বের কথা ভাবছি। হাজারটা জিসান আপনার জীবনে আসবে, কিন্তু জিসানের জন্যে...'

'হাজারটা জিসান আসবে—আপনার কথা যেন সত্যি হয়,' রানা হাসল। হাসিটা ঠোঁট থেকে মিলিয়ে চোখের কোণে গেল। সেখানকার ভাঁজ আর হাসি-হাসি মনে হলো না। শরিফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হাজার জনের কথা ভাবি না, এই জিসানের বিপদ আমার জন্যে হয়েছে, একথা আমি ভুলব কি করে?'

শরিফ হাসল। বলল, 'এর জন্যে যদি পি.সি.আই. ছাড়তে হয়?'

'অবশ্যিই ছাড়তে হবে,' মেজর জেনারেলকে ভাবল রানা।

'তবে চলে আসুন আমাদের সঙ্গে। জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টার...'

'না, আর এসবে থাকব না,' রানা বলল। 'আমি অবসর নেব।'

ঠিক তখনই পিছনে সাড়া পাওয়া গেল লোকের। শরিফ বলল, 'জিসান এসেছে। ও কিছুই জানে না কেন ওকে আটকে রেখেছি। ওকে আপনি সব বুঝিয়ে দিন।'

কথাগুলো রানা শুনল, কিন্তু চোখ খোলা দরজায়। জিসান এগিয়ে আসছে। দু'জন দু'পাশ থেকে প্রায় ঠেলে নিয়ে আসছে। চুল রুক্ষ, যত্নহীন। ঘরের মধ্যে এসে চমকে গেল। বাঁ হাত মুখে উঠে গেল। বিশাল বিস্ফারিত চোখ চারদিকে

কালো বলয়ের জন্যে আরও বড় দেখাচ্ছে।

কিন্তু সুন্দর। এত সৌন্দর্য শুধু জিসানকেই মানায়। রানা ভাবল, 'আমি কি প্রেমে পড়েছি?'

পানিতে ভরে আসছে জিসানের বিস্ফারিত বিশাল চোখ। হাত নেমে গেল মুখ থেকে, ছোট্ট করে উচ্চারণ করল, 'রানা!' কামড়ে ধরল ঠোঁট। তারপর বাচ্চা মেয়ের মত ঠোঁট ফুলাল। রানা এগিয়ে গিয়ে ধরল জিসানকে। রানা অনুভব করল জিসান কাঁদছে, অস্পষ্ট ভাবে বারবার উচ্চারণ করছে তার নাম। এই দুর্ভোগের জন্যে সব অভিমান তার রানার উপর। জিসান বলছে, 'কেন দেরি করলে?' বলল, 'রানা, তুমি এখুনি আমাকে নিয়ে চলো এই নরক থেকে।'

রানা ওকে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করল কেন ওকে আটকে রাখা হয়েছে। এবং কেন আরও দু'দিন থাকতে হবে।

'কেন?' জিসান চোখ তুলে তাকাল, 'না, আমি থাকব না। তুমি আমাকে এখুনি নিয়ে চলো।'

'লক্ষ্মী মেয়ে,' রানা ওর কপালে ঠোঁট ছোঁয়াল, 'তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। ওরা যা চায় তা করতেই হবে—তাহলে তুমি ছাড়া পাবে।'

'টাকা?'

'না।'

'তবে তুমি কি দিতে পারো ওদের?'

'পরে তোমাকে সব বলব।'

'না, এখুনি বলতে হবে, আমি ছেলেমানুষ নই।'

'আমি আল-ফাত্তাহর হয়ে এখানে কাজ করছিলাম। আহসানের মতই,' রানা বলল। 'এদের কিছু তথ্য দিতে হবে।'

জিসান অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'আমার জন্যে আল-ফাত্তাহর সিক্রেট এদের দিতে হবে?' জিসানের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। তারপর বলল, 'না, তা হতে পারে না।'

'তাই হচ্ছে,' রানা বলল। 'আমি ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

জিসান ঘুরে দাঁড়াল শরিফের দিকে। চোখে ওর ঘৃণা। দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল, 'শয়তান!'

হা হা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল শরিফ।

রানাকে আঁকড়ে ধরল জিসান। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, 'রানা, তুমি ওকে খুন করছ না কেন?'

রানা বাঁ হাতটা রাখল জিসানের কাঁধে।

'খুন?' শরিফ গম্ভীর হলো। বলল, 'আহসানকে বলেছিলাম এথেন্সের ঠিকানা দিতে, মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে। বলেছিলাম আমাদের কথায় রাজি না হলে কায়রো ত্যাগ করতে পারবে না। সাতদিন সময় দিয়েছিলাম। কথা হয়েছিল ফোনে। ও সাতদিন আমাদের হদিস বের করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু রাজি হয়নি। তাই জীবন দিয়েছিল বোকার মত। লুকাতেও পারেনি। তাই মিস্টার রানার ব্যাপারে অন্য পথ ধরেছি।'

জিসান বলল, 'রানা, আমার জন্যে তুমি ওদের ফাঁদে পা দিয়ো না।'
'দিয়ে ফেলেছি, জিসান।'
'আমি তোমাকে ভালবাসি, রানা,' জিসান বলল, 'কিন্তু··· কিন্তু···আমরা আমাদের সুখের জন্যে বেশি স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছি না?'
'না,' রানা বলল। 'আমি দেশে ফিরে কৈফিয়ত দিতে পারব।'
'রানা!' জিসান রানার বুকে মুখ লুকাল, 'আমাদের ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন—তুমি সব সময় জেনো, আমি তোমাকে ভালবাসি।'
শরিফের ইশারায় একজন এগিয়ে এল জিসানকে নিয়ে যাবার জন্যে। রানা জিসানকে বুক থেকে বিচ্ছিন্ন করল, জিসান বলল, 'কবে আসবে?'
'শীঘ্রি।'
শরিফ এবার বলল, 'ডক্টর বাট, এবার আপনি আপনার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। মিস্টার মাসুদ রানা যদি তাঁর কথা রাখেন আপনি মুক্তি পাবেন।'
শরিফের দিকে আবার ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল জিসান। তারপর রানার দিকে তাকিয়ে কান্না চেপে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।
জিসানের হাই হিলের শব্দ পাশের ঘরে···তারপর কোথায় মিলিয়ে গেল।
চেয়ারে আরাম করে বসে একটা সিগারেট ধরাল শরিফ। রানা ভাবল: এ লোকটা নিজের কথা রাখবে না। অথচ আমি রিস্ক নিচ্ছি। আহসান গেছে, গোল্ডেন স্লিপারের মেয়েটি গেল, হয়তো এথেন্সের কেউ—হয়তো জাহিদই মারা পড়বে এবং আমিও মরব। এখন কেন তবে ঝাঁপিয়ে পড়ছি না লোকটার ওপর, কেন ওর কণ্ঠের শ্বাস-নালী ছিঁড়ে ফেলছি না—যেখান দিয়ে বিষাক্ত নিঃশ্বাস বেরিয়ে চারদিক বিষাক্ত করে তুলছে। এ কিছু না। আমি সত্য উদ্ধার করতে চাই। জানতে চাই কোথাকার নির্দেশে চলছে সব।
এবং ভাবল, জিসান আমার জন্যে অপেক্ষা করবে?
'আফেন্দী,' ডাকল শরিফ।
এগিয়ে এল সেই গতরাতের পিস্তলধারী। এখনও হাতে সেই লামা পয়েন্ট থ্রী-এইট উদ্যত।
'তুমি তোমার পিস্তল পকেটে রাখতে পারো,' শরিফ আফেন্দীর উদ্দেশে বলল, 'মিস্টার মাসুদ রানার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নাও,' রানার দিকে ফিরে বলল, 'মিস্টার রানা, আফেন্দী আপনার সঙ্গে থাকবে। আফেন্দী পূর্ব-ইউরোপীয়। ওর মা-বাবা ছিল জ্যু। গত যুদ্ধে ইহুদি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী হয় দু'জন। ক্যাম্পেই ওর জন্ম।' চোখ টিপে হাসল শরিফ, 'বুঝতেই পারছেন, জার্মান গেস্টাপোর রক্ত ওর শরীরে—মায়ের নামের জন্যেই ও জ্যু। ও স্বীকার করে না আসলে ও ইহুদি হত্যাযজ্ঞের পুরোহিতেরই বংশধর। কিন্তু রক্তের দৌলতে নিষ্কম্প হাতে খুন করতে পারে। রেগে গেলে বলে, আমি গেস্টাপোর বাচ্চা,' শরিফ হাসল। রানা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল আফেন্দীও হাসছে। শরিফ আবার বলল, 'এখানে ও আফেন্দী, হিন্দার কাছে ছিল ওসমান। হিন্দাকে ও ভালবাসত—হিন্দা ওকে বসিয়ে খাইয়েছে অনেকদিন—গতরাতে ও-ই খুন করে এসেছে হিন্দাকে।' চুপচাপ সিগারেটে কয়েকটা টান দিল শরিফ, টার্কিস সিগারেট, উগ্র। আবার বলতে লাগল, 'ভাববেন

না যে এসব কথা বলে ভয় দেখাচ্ছি আপনাকে। বুঝেছি, ভয় কাকে বলে আপনি জানেন না। বললাম, আফেন্দী আমাদের খুব প্রয়োজনীয় লোক। ওর যদি কোন ক্ষতি হয় তবে আপনি পার পাবেন না। ও নিরাপদে ফিরে এলে আমি আমার চুক্তি পালন করব,' একটু থেমে বলল, 'আমাদের অন্য লোকও আছে এথেন্সে। ওর সম্পর্কে সব খবর আমি সব সময় পাব।'

রানা বলল, 'আপনার কথা শেষ হয়েছে?'

থতমত খেয়ে শরিফ বলল, 'হয়েছে। কেন?'

'আমাকে অফিসে যেতে হবে।'

'যেতেই হবে?'

'হ্যাঁ, না গেলে আমার খোঁজ পড়বে।'

'না, পড়বে না,' শরিফ বলল, 'আপনার সেক্রেটারি জানে আপনি দু'দিন অন্যত্র থাকবেন।' রানা চমকে তাকাতেই শরিফ হাসল, 'আমি ফোন করেছিলাম আজ আপনি আসার আগে। আপনার সেক্রেটারি জানিয়েছে, আপনি ছুটিতে।... মেয়েটির গলা বেশ মিষ্টি। আমাদের জুনাইদ তার রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

জুনাইদ ড্রাইভারের নাম।

রানা স্তব্ধ হয়ে গেল।

'আজ নয়, আগামীকাল সকাল দশটা পঁচিশ মিনিটের ফ্লাইটে সুইস-এয়ারে আপনার সীট-বুক করবেন,' শরিফ বলল।

রানা উঠল। এবার কেউ পিস্তল ধরল না। রানা ভ্যানে ওঠার আগে দেখল এটা কোন বাড়ির ভিতরের দিক। নাকে একটা তীব্র গন্ধ এসে লাগল।

কোথাও কিছু পচেছে। অথবা...

ভ্যান থেকে গিজার স্টেশনে রানাকে নামিয়ে দিল ওরা। ওখান থেকে ট্যাক্সি ধরে সোজা হোটেলে এল রানা। ট্যাক্সির পিছনে ভক্সহল লেগেই আছে। পোশাক বদলিয়ে একটা কাগজে চিঠি লিখল।

চিঠিটা পকেটে রেখে আবার বেরুল। হোটেলের গ্যারেজ থেকে মস্কোভিচ নিয়ে গেল কাসর আর নাইল রোডে সুইস-এয়ারের অফিসে। টিকিট বুক করে গেল গ্রীক দূতাবাসে। সেখান থেকে বের হয়ে ব্যাঙ্কে। সব শেষ হতে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিতেই দেখল ভক্সহলের কেউ ঠিকই আসছে পিছন পিছন। রানা নাইল এবং বুস্তান রোডের মোড়ের পেট্রল-পাম্পে গাড়ি রাখল। ভক্সহল পিছনেই ব্রেক কষে দাঁড়াল সেই মুহূর্তে। ভক্সহলের ড্রাইভার এবং রানা একই সঙ্গে গাড়ি থেকে নামল। রানা সীটের উপর চিঠিটা রেখে দিল।

মনসুর এগিয়ে এল। রানার মুখের দিকে চেয়ে পেট্রল পাইপ হাতে নিয়ে বলল, 'কয় গ্যালন?'

রানা বলল, 'পেট্রল না, সার্ভিস করতে হবে।' বলে গাড়ির দরজা একটানে খুলে ফেলল, 'তাছাড়া এই যে সীটের উপর ময়লা লেগে আছে...'

রানা দেখল মনসুরের সন্ধানী চোখ চিঠির কাগজটার উপর ঠিক পড়ল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল রানা, মনসুর এগিয়ে গেল ভক্সহলের দিকে। রানাকে বলল, 'আপনি অফিস থেকে রসিদ নিয়ে নিন। কালই পেয়ে যাবেন গাড়ি।'

'কাল দরকার নেই—দু'দিন পরে হলেও চলবে।' ভিতর থেকে একটা রসিদ লিখিয়ে বেরিয়ে এসে দেখল রানা ভক্সহলের পেট্রল দেয়া শেষ হয়েছে। রানা দাঁড়াল। ডাইভিং সীটে উঠে বসতেই রানা জুনাইদের উদ্দেশ্যে বলল, 'আপনি হোটেল সেমিরেমিসের কাছে আমাকে নামিয়ে দিতে পারেন?'

লোকটা একটু অবাক হলেও হেসে ফেলে বলল, 'আসুন, আসুন।'

গাড়ি পথে নামতেই রানা হাসল, 'আমি হেঁটে এলে আপনাকে শুধু শুধু কষ্ট করতে হত।'

লোকটাও হাসল। বলল, 'আপনি জবর চালু লোক।'

'কেন?' রানার দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে।

'দিব্যি আমার গাড়িতে উঠে এলেন,' লোকটা বলল, 'কাল এয়ারপোর্টে আমিই পৌঁছে দেব, যান।'

জুনাইদের পাশে বসে ভাবল: আমি কায়রোয় বন্দী। পালাবার পথ নেই। জিসানের কথা বাদ দিলেও পালাবার কিংবা বাঁচবার উপায় নেই।

চারদিকে উদ্যত পিস্তল। যে-কোন মুহূর্তে সে আহসানের সঙ্গী হতে পারে।

এই রকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তার জীবনে খুব এসেছে কি? মৃত্যু কোথাও এমন ওত পেতে থাকেনি যে-কোন মুহূর্তের জন্যে। মুহূর্তটা রানার নয়—ওদের তৈরি।

দশ

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল রানা বেলা হয়েছে।

গোসল সেরে একটা সুটকেস গুছিয়ে নিচ্ছিল—এমন সময় ফোন বাজল।

শরিফ বলল, 'প্রস্তুত?'

'অনেকটা,' রানা বলল। 'এখুনি বেরুব।'

'বেশ। দেখা হবে ফিরে এলে।' লাইন কেটে গেল।

প্লেনে উঠে সহযাত্রীদের দেখল রানা।

আফেন্দী বসেছে তার তিন রো পিছনে। আফেন্দী খবরের কাগজ দেখতে ব্যস্ত।

সাড়ে বারোটায় এথেন্সে ল্যান্ড করল প্লেন। কাস্টমস্ চেকের সময় আফেন্দীকে পেছনে দেখল। চাপা কণ্ঠে রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ হোটেলে উঠবেন?'

দুই অপরিচিত লোক যেভাবে জিজ্ঞেস করে আবহাওয়ার কথা—তেমনি ভাবে রানা উত্তর দিল, 'হোটেল সাইকি।'

আফেন্দী কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল।

এবং আশ্চর্য—ওকে আশপাশে দেখল না রানা। অথচ রানার জানা আছে, লোকটা কাছেই কোথাও আছে, অথবা আর কারও উপর ভার পড়েছে চোখ

রাখার। হাজার মুখ চারদিকে, ট্যুরিস্টদের সংখ্যাই বেশি, বিচিত্র চেহারা। একটা ব্যাঙ্কে মিশরীয় মুদ্রা বদলে দ্রাকমায় করে নিল রানা। একটা ট্যাক্সিতে উঠে বলল, 'হোটেল সাইকি।'

হোটেলের নাম সাইকি, রাস্তার নাম সফোক্লিস। হোটেলের বাঁ দিকের রাস্তার নাম সক্রেটিস। সক্রেটিস রোড মিশেছে ইউরিপিডাসের সঙ্গে। সফোক্লিসকে ক্রস করেছে মিনার্ভা, এথেনা। সাইকির পিছনে টাউন হল, ও রাস্তাটার নাম অ্যাফ্রোদিতি।

রানা আগেও একবার এসেছিল এখানে স্রেফ ট্যুরিস্ট হিসেবে—যেবার জাহাজে বিশ্ব-পর্যটনে বেরিয়েছিল। এই নামগুলো বেশি চেনা মনে হয়েছিল বলে এই অঞ্চলের সাইকি হোটেলকে বেছে নিয়েছিল। কম পয়সার হোটেল তুলনামূলকভাবে। তাছাড়া…

রানা ডেস্কের মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল রুম পাওয়া যাবে কিনা। মেয়েটি বলল, 'তোমার জন্যে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। পাঁচতলায়…'

'একেবারে বাঁ দিকের একটা রুম হলে ভাল হয়।'

'তুমি বুঝি পুরানো লোক, আর হৈ-চৈ পছন্দ করো না?'

রানা উত্তর দিল না। মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ, পাওয়া যাবে—তবে চারতলায়।'

'চারতলা হলেও চলবে।'

'ক'দিন থাকবে?' মেয়েটি খাতা বের করে লিখল, রানাকে দিল সই করতে। সই করে রানা বলল দু'দিন বা তিন দিন।

'দৈনিক তোমার লাগবে পঞ্চাশ দ্রাক্‌মা। তোমার রুমটা উইথ বাথ। বাথরুম ছাড়া হলে চল্লিশ দ্রাকমা লাগত।'

রানা একশো দ্রাকমার একটা নোট দিল অ্যাডভান্স। মেয়েটি হাসল। 'তুমি পুরোটাই অ্যাডভান্স করে দিচ্ছ?'

রানা সুটকেস তুলে নিতে গেলে সাদা পোশাক পরা পোর্টার সেটা তুলে নিল। মেয়েটা চাবি এগিয়ে দিল। ৫২৯ নম্বর। মেয়েটার মুখের হাসিটি মিষ্টি। এবং মেয়েদের মতই। লিফটে উঠে রানা দেখল মেয়েটা তাকে দেখছে।

রুম নাম্বার ৫২৯।

পোর্টারকে বিদায় করে প্রথম দেখল রানা বাথরুম। বাথরুমের বাইরের দিকে একটা দরজা। সেটাও খুলল—বাইরের খোলা, ঘোরানো, নোংরা সিঁড়িটা দেখে নিল। এটা আগের বার দেখেছিল। হোটেল বিল্ডিং-এর এরকম সিঁড়ি আর কোন ঘরের সঙ্গে নেই। ফায়ার একজিট। রানা জানে, পালাতে হলে এ সিঁড়ি কোনদিন দরকার পড়বে না। পালাবার জন্যে এতদূর এই সিঁড়ির জন্যে অবশ্যিই আসেনি। তবে এ হোটেলের কথা মনে হতে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ের অনুভব আর অভ্যাস বশেই মনে হয়েছিল এ ঘরটাই ভাল। তাছাড়া…

দরজা বন্ধ না করেই ঘরে এসে পোশাক ছেড়ে হোটেলের ডাইনিং রুমে বসে বেশ ভারী লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে আফেন্দীকে দেখল। আফেন্দী দুটো টেবিলের ওপাশেই বসেছে। হাতে একটা গ্রীক পত্রিকা।

রানা একাকী বোধ করল। জীবনে অনেক মুহূর্তে সে এর চেয়ে একক অবস্থায়

পড়েছে। শত্রু-শিবিরে বন্দী হয়েছে, মৃত্যুর জন্যে দিন গুনেছে জীবনের অনেক মুহূর্তে। কিন্তু এত একা বোধ করেনি কোথাও। এবার সে এগোচ্ছে অজানা অচেনা পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে। এর পরিণতি কি সে জানে না।

না, জানে সে; প্রত্যেক অ্যাসাইনমেন্টে একটা পরিণতি নিশ্চিত বলে ধরে নিয়ে এগিয়ে চলে। সে পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। অনিবার্য মৃত্যু। এক দিকে মৃত্যু, অন্য দিকে জয়। এবার, এই আজকে, এখন, কোন কিছুই তার হাতে নেই। কতকগুলো ঘটনাকে সে সংবদ্ধ করার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে চলেছে, একটির পর একটিকে নিখুঁত নিয়মে, পরিকল্পনা মত ঘটতে হবে। নইলে মৃত্যুই তার প্রাপ্য। হ্যাঁ, মৃত্যু। এখানকার এজেন্টকে তুলে দিতে হবে ওদের হাতে। জাহেদকে!

খাওয়া শেষ করে কড়া কফি পান করল পনেরো মিনিট বসে। উঠে গেল আফেন্দী। রানা বসে রইল আরও কিছুক্ষণ। এমনি সময় দরজায় দেখা গেল একটা বিশাল চেহারা। জাহেদ। সঙ্গে একটা গ্রীক মেয়ে।

মনসুর তবে রাতের প্লেনেই চলে এসেছে।

জাহেদের চোখ দুটো খুশিতে ফেটে পড়তে চাইল। প্রকাশ করতে গিয়ে সে সঙ্গিনীকে চুমু খেয়ে বসল। সোজা উঠে পড়ল রানা। টেবিলে রানার সিগারেটের খালি প্যাকেটটা পড়ে রইল। ওই টেবিলে এসে বসল জাহেদ। দ্রুত নিজের ঘরে চলে গেল রানা।

দরজা খুলতেই ঘরের মেঝেতে পেল এক টুকরো কাগজ। তাতে আরবীতে লেখা। 'কোথায়, ক'টায়, কখন?'

ফায়ার একজিটের দরজাটা খোলা—খোলা রেখেই রানা রাস্তায় নেমে এল। হাঁটতে লাগল অনির্দিষ্ট ভাবে। দোকানে জিনিস দেখল। সিগারেট কিনল।

শেষে একটা ওপেন-এয়ার রেস্তোরাঁয় বসে গান শুনল। সেই পরিচিত সুর। নেভার অন সানডে ছবি যে-গান জনপ্রিয় করেছে পৃথিবীময়। আবার হাঁটতে হাঁটতে হোটেলে ফিরে এল। এবং সোজা নিজের ঘরে উঠে গেল। আলো জ্বেলে বাথরুমে গিয়ে বাইরের দরজা বন্ধ করল। ঘরে এসে বালিশটা সরিয়ে ফেলল। দেখল আলোতে চকচক করছে একটা ল্যুগার। সঙ্গে বাংলায় লেখা একটা চিঠি। জাহেদের হাতের লেখা।

'আজ রাত দশটায়। কিফিসিয়া এলাকায় স্পার্টান ক্লাব। তোর নির্দেশ মতই হবে। "ম" ফিরে গেছে। "বলির পাঁঠা" ভাল দেখে বাছাই করেছি। এক ঢিলে দুই পাখি।'

এতটুকু লেখাতে অজস্র বানান ভুল।

বাংলা তো নয়, গ্রীক।

রানা একটা কাগজে লিখল, 'রাত দশটা। স্পার্টান ক্লাব।'

নেমে গেল নিচে। ডাইনিং হলে আফেন্দী নেই। ফেরার পথে করিডরে দেখা। ৫২৬ নম্বর রূম থেকে বেরুল। ওর দিকে এগিয়ে গেল রানা। ধাক্কা খেয়ে দু'জনেই সরি বলল। ওর হাতে কাগজটা দিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল রানা। রাত দশটা। এখন বাজে মোটে সন্ধে সাতটা। বিছানায় টান হয়ে শুয়ে পড়ল রানা পুরো পোশাকে। একটা সিগারেট ধরাল। আস্তে আস্তে ধোঁয়ার রিং ছাড়ল অনেকগুলো।

বারান্দায় পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। দুটো লোক। এক তালে চলছে ভারী জুতো পায়ে। শব্দ থমকে গেল তার ঘরের সামনে। কথা শোনা গেল।

তারপর নক হলো দরজায়।

ঘরে লোক আছে কিনা দেখার জন্যে নক না—যেন হুকুম দরজা খোলার।

দ্বিতীয়বার নক হলে রানা উঠল। পকেটের পিস্তলটা চেস্ট অভ ড্রয়ারের শেষ ড্রয়ারে রেখে চারদিকে দেখে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল।

দু'জন লোক। দেখতে একরকম। একরকম মুখের ভঙ্গি। একরকম পোশাক। একভাবে রানার দিকে চেয়ে আছে।

দুই গোলাকার মুখের একটির ভিতর থেকে কথা বেরুল, 'আমরা পুলিসের লোক।' পকেট থেকে হাতে উঠে এল একটা নীল রেক্সিনের ফোল্ড। সেটা রানার চোখের সামনে মেলে ধরল। গ্রীক ভাষায় পরিচয়-পত্র। পরিচয়-পত্র না হয়ে হতে পারে গাড়ির ব্লু-বুক, ড্রাইভিং লাইসেন্স, সাঁতার ক্লাবের সদস্য-কার্ড। কিন্তু বলছে, 'আমরা পুলিস।' গ্রীক হলেও রানার বুঝতে অসুবিধে হয়নি। ওদের চোখের চাউনিই বলছে ওরা পুলিস।

ওরা নিজের আগ্রহেই ঘরে ঢুকল।

ওদের একজনের গোল মুখের বাঁ গালে ঠোঁটের কোণ থেকে কান পর্যন্ত কাটা দাগ তার গুরুগম্ভীর চেহারাকে কিছুটা হাসিহাসি করেছে। লোকটা ডানদিকে গম্ভীর, বাঁ দিকে হাসিহাসি।

রানা ভেবেচিন্তে কয়েকটা গ্রীক শব্দ সংগ্রহ করে বলতে গেলে, লোকটা বলল, 'আমি কিছু কিছু ইংরেজি বলতে পারি।'

'আপনি যে ভাষায় কথা বলেন না কেন আমি বুঝে নেব,' রানা বলল, 'পুলিসের ভাষা পৃথিবীর সবখানে এক।'

'আপনার নাম মাসুদ রানা, আপনি বাঙালী, কায়রো থেকে এসেছেন?' লোকটা গুরুগম্ভীরভাবে বলল।

'হ্যাঁ, আমার নাম মাসুদ রানা। কায়রো থেকে এসেছি, বাঙালী। পাসপোর্ট-ভিসা দেখবেন?'

'যদি কিছু মনে না করেন।'

ব্যাগ খুলে পাসপোর্ট-ভিসা বের করে দেখাল রানা।

লোক দুটো আবার পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে। গাল-কাটা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এখানে পৌঁছেই পুলিসে ইনফর্ম করেননি কেন?'

'গ্রীসের নিয়ম মত তিরিশদিন এখানে থাকতে হলে পুলিসের কাছে নাম রেজিস্ট্রির প্রয়োজন বলেই জানতাম। আমি তিনদিন থাকব।'

'কিন্তু এখন দরকার হয়।' রানার পাসপোর্টের ওপর আঙুল ঠোকে লোকটা। লোকটা রেগেছে, অথচ বাঁ গালের ঠোঁট-কাটা হাসি ঠিক লেগেই আছে। 'আপনাকে হোটেল ডেক থেকে বলেছিল—যত শীঘ্রি সম্ভব পুলিসে খবর দিন?'

'না, বলা হয়নি,' রানা মেয়েটির মুখের হাসিটা মনে করে বলল, 'না, পরিষ্কার মনে আছে মেয়েটি শুধু হেসেছিল, কিছু বলেনি।'

'কিন্তু মেয়েটি জানিয়েছে,' গাল-কাটা বলল, 'সে আপনাকে বলেছিল।'

'তবে ধরে নিতেই হবে মেয়েটি ভুলে গিয়েছিল,' রানা বলল, 'অথবা মিথ্যে বলেছে।'

'আপনার ট্রাভেল এজেন্ট আপনাকে জানায়নি?'

'আমি খুব অল্প সময়ের নোটিসে এসেছি।'

'এথেন্সে কেন এসেছেন?'

'এথেন্সে লোক কেন আসে?' জিজ্ঞেস করল রানা। লোকটা রেগে উঠল। 'অবশ্যি আমার আগমন আর দারাউস জারাস্টাসের আগমনের মোটিভের তফাত আছে। আমি একজন ব্যবসা-ফার্মের প্রতিনিধি।'

'এথেন্স এসে কোন ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন?'

'আমাকে আগে সরকারী বাণিজ্য দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে কাল সকালে।'

'দু'দিন মাত্র থাকবেন,' লোকটা বলল, 'একটা দিন এভাবেই নষ্ট করলেন?'

'না করিনি,' বলল রানা। 'আজ এখন ক্লাবে গিয়ে গ্রীক নাচ নাচব, মদ্যপান করব।'

দ্বিতীয় লোকটা কোন কাজ বা কথা না পেয়ে দেশলাইয়ের কাঠি বের করে কান খোঁচাচ্ছে। কিন্তু তার চোখ রানার উপর ঠিক জোঁকের মত আটকে রয়েছে।

গাল-কাটা বলল, 'আপনি ব্যবসায়ী মানুষ। অকারণে এখানে আসেননি ধরে নিতে পারি। তবে আপনি দু'দিনের বেশি যদি থাকেন তবে পুলিসে জানাবেন। যদি কিছু মনে না করেন—আমার সঙ্গী আপনার ঘরটা সার্চ করে দেখবে।'

আন-অথোরাইজড পিস্তলের কথা মনে পড়ল। ওটা ড্রয়ারে আছে। এখন প্রায় আটটা। দশটায় স্পার্টান ক্লাবে অভিসার। রানা বলল, 'মনে করার কিছু নেই—যদি সন্দেহ করার সঙ্গত কোন কারণ থাকে।'

'আমরা কারণ দর্শাতে বাধ্য নই—সব ক্ষেত্রে,' লোকটা বলল, 'মিস্টার রানা, আমরা শুধু ভদ্রতা করে অনুমতি নেই। না নিয়েও আমরা অন্যভাবে কাজ উদ্ধার করতে পারি।'

'আমি এখানে কি লুকিয়ে রাখতে পারি বলে মনে হয়?' রানা জিজ্ঞেস করল, 'সফোক্লিসের স্বহস্তে লিখিত ইডিপাসের মূল পাণ্ডুলিপি, অথবা সক্রেটিসের স্ত্রীর লেখা প্রেমপত্র?'

'সফোক্লিস বলে আপাতত কাউকে যখন চিনি না তখন সে সন্দেহ করতে যাব না,' লোকটা বলল, 'সার্চ করতে পারি?'

'করুন। গ্রীসের অতীতের প্রতি গভীর গোপন প্রেম ছাড়া আর লুকোবার মত কিছু আমার নেই।'

'ধন্যবাদ,' লোকটা বলল। 'এবার সুটকেসটা খুলুন।'

সুটকেস দেখা হলে ওরা ওয়ার্ডরোব দেখল। খাটের নিচে, বিছানার তোশক, বালিশ উল্টে-পাল্টে দেখে চেস্ট অভ ড্রয়ারের দিকে এগিয়ে গেল।

প্রথম ড্রয়ারে কিছু পেল না। দ্বিতীয় ড্রয়ারে পাওয়া গেল অ্যালকাসেলজারের কৌটো—আগের বাসিন্দারা ফেলে গেছে। কৌটোর মুখ খুলে দেখে রেখে দিল। এবং তৃতীয় ড্রয়ারে হাত দিল। ড্রয়ার খুলতে একটু শক্তি লাগল। ওটা খোলা হলে

গাল-কাটা রানার দিকে তাকাল। রানা বলল, 'খুঁজে কিছুই পাবেন না। আপনাদের অনুমান মত তেমন মূল্যবান কিছু আমি নই।'

সিনিয়র সার্ভিস ধরাল।

গাল-কাটা উঠে এল। 'মিস্টার রানা, ক্ষমা প্রার্থনীয়, আমরা নিয়ম রক্ষার জন্যেই...'

গাল-কাটা থেমে গেল। তার সঙ্গী ড্রয়ারের ভেতর থেকে কিছু একটা বের করছে। রানা বুঝল, পিস্তল হাতছাড়া হলো।

'পেয়েছি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল নির্বাক লোকটি। গাল-কাটার চোখে বিস্ময়, সে কিছু পেয়ে যাবার আনন্দে এগিয়ে গেল।

ল্যুগারটা তার হাতের শোভা বৃদ্ধি করছে। গাল-কাটার একটু আগের ক্ষমা প্রার্থনার হাসি উধাও হয়েছে। সেখানে ফুটে উঠেছে রহস্যের হাসি। লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার রানা, এটা কি?'

'একটা রিভলভার মনে হচ্ছে।'

'না, এটা পিস্তল,' গাল-কাটা বলল, 'এবং আপনি তা ভাল করেই জানেন।' রানার পাসপোর্ট খুলে দেখল। তারপর বলল, 'পিস্তল রাখার পারমিশন আপনার নেই। কাস্টমস ধরেনি?'

'না,' রানা বলল। 'কেননা আমার সঙ্গে কোন পিস্তল ছিল না। জীবনে আমি ছেলেবেলায় খেলনা-পিস্তল ছাড়া কোনদিন সত্যিকারের পিস্তল দেখেছি কিনা সন্দেহ।'

'এটা কি খেলনা-পিস্তল মনে হচ্ছে?'

রানা ওটা পরীক্ষা করল চোখ বড় বড় করে। তারপর বলল, 'না, এটাকে খেলনা-পিস্তল অন্তত মনে হচ্ছে না। অবশ্যি এ বিষয়ে আমি প্রায় অজ্ঞ।'

'অজ্ঞ কিংবা বিশেষজ্ঞ এ নিয়ে আমাদের ভাবনা নয়!' লোকটা রানার দিকে রেগে-মেগে তাকাল, 'আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এটা এই দেরাজে কি করে এল?'

'আপনিই অনুমান করুন।'

কাটা গালের চেহারা বদলে গেছে। কুৎসিত দেখাচ্ছে হাসিটা। সে বলল, 'এ পিস্তল আপনাকে কে দিয়েছে?'

'কেউ না,' রানা উত্তর দিল নির্বিকারভাবে, 'আগে কোনদিন আমি এটা দেখিনি।'

'এটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলছেন?' লোকটার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, 'এটা আপনার ঘর, আপনি...'

'হ্যাঁ, চেস্ট অভ ড্রয়ারটা আমার, খাট-পালং আমার,' রানা বাধা দিয়ে বলল, 'তার মানে কি এগুলো আমার পৈত্রিক সম্পত্তি?'

লোকটা রানার নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল, 'যদি আপনি এটা ওখানে না রাখবেন তবে এটা কিভাবে ওখানে এল?'

'সেটা আমিও ভাবছি।'

'আপনি পুলিসের সঙ্গে অসহযোগিতা করছেন। অন্য কে এ কাজ করবে—আপনি তো আপনার রুমেই ছিলেন?'

'না, মাঝে বের হয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্যে।'

'আপনার ঘরেই শুধু এল কেন?' লোকটা বলল, 'অন্য ঘরে না গিয়ে?'

'হয়তো সব ঘরেই আছে এ জিনিস একটা করে, হয়তো এ ঘরের চাবি আছে কারও কাছে,' রানা বলল, 'কিংবা হয়তো আমি এ ঘরে আসার আগেই ওটা কেউ রেখে গেছে তাড়াতাড়িতে ভুলে।'

'তা হতে পারে না,' লোকটা বলল, 'এ ঘরে আগে ছিলেন একজন মহিলা।'

রানা আঁচ করল আগের বোর্ডার সম্পর্কে এরা এড়াতে চায়। পুলিসের জন্যে ব্যাপারটা ব্যতিক্রম বলতে হবে। বলল, 'গ্রীসের মেয়েরা কি পিস্তল ব্যবহার করে না? বেশ আশ্চর্যের কথা কিন্তু!'

'এই মহিলা একজন শিক্ষয়িত্রী, এডুকেশন কনফারেন্সে যোগ দিতে এসেছিলেন,' লোকটা বলল। 'কাজেই আপনাকে বিশ্বাস করছি না। আপনি চালাক মানুষ। চিন্তা করে ভেবে সব কথার উত্তর দিন।'

'ভাববার কি আছে—তাছাড়া আমি খুব চিন্তাশীল নই।'

'এবার আপনি বোকামি করছেন। আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আমার মনে হয়, তাতে আমাদের দু'পক্ষেরই লাভ হবে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন?'

'পারছি—মনে হয়।'

'আপনি আমাদের সাহায্য গ্রহণে আগ্রহী?'

'হ্যাঁ,' আচমকা এক থাবা দিয়ে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিল রানা। ব্যাপারটা এতই দ্রুত ঘটল যে অবিশ্বাসে ছেয়ে গেল পুলিস দু'জনের বিস্মিত দৃষ্টি। দু'জনের মাঝখানে তাক করে ধরা আছে এখন ল্যুগারটা। নির্বিকারভাবে বলেই চলল রানা, 'হ্যাঁ, আমি প্রথম সাহায্য চাচ্ছি: এক পা নড়বেন না! চালাকি করলে মাথার খুলি উড়ে যাবে।'

ওরা দু'জনই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর গাল-কাটা বলে উঠল, 'পাগলামি করবেন না! পুলিসের কাজে বাধা দেবার ফল আপনি জানেন। এথেন্সের পুরো পুলিসবাহিনী এক্ষুণি এখানে ছুটে আসবে...'

'আমাকে ধন্যবাদ জানাতে,' রানা বলল, 'তোমরা পুলিসের লোক না। তোমরাই এ-পিস্তল আমার রূমে রেখে আমাকে দুর্বল করে, ভয় দেখিয়ে, কিছু একটা করিয়ে নিতে চেয়েছিলে,' একটু থেমে রানা বলল, 'আমি যদি তোমাদের পরিস্থিতিতে পড়তাম তবে এখনই পুলিস হেডকোয়ার্টারে ফোন করতাম। ওই টেলিফোন রয়েছে, ওটা ব্যবহার করতে পারো।'

ফোনের দিকে ওরা দু'জনেই তাকাল। তারপর আবার রানার নির্বিকার মুখের দিকে। তারপর বলল, 'আপনি একটা বিরাট অন্যায় করছেন!'

'তোমাদের চেয়ে বেশি না,' রানা দৃঢ় কণ্ঠে বলল। 'তোমরা ফোন না করলে আমি করতে বাধ্য হব।'

চুপ করে থাকল ওরা। তারপর গাল-কাটা রানার পাসপোর্ট চেস্ট অভ ড্রয়ারের উপর রেখে হাসল, 'কোনটাই প্রয়োজন নেই। আপনি তো কালই ফিরে যেতে চান কায়রো; আর ঝামেলা না বাড়ানোই উচিত, কি বলেন?'

ওরা দু'জনই দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

রানা বলল, 'এরপর তোমাদের চেহারা যেন আমাকে আর না দেখতে হয়—গেট আউট।'

ওরা বেরিয়ে যেতেই রানা ভাবল, শরিফের লোক এরা হতে পারে না। কেননা এত সাবধানী হবার প্রয়োজন তার নেই। রঙের টেক্কা তার হাতে। আমি আমার জন্যেই সাবধান থাকব সে জানে। সে জানে আমি তার হাতের মুঠোয়···হয়তো কর্নেল সিক্সের কারসাজি··· কে জানে এভাবেই হয়তো চারদিকে সহস্র চক্ষু মেলে রেখেছে।

রাত ন'টা দশ মিনিট।

রানা পিস্তলটা পরীক্ষা করে দেখে পকেটে রাখল। এবং বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

নিচের তলায় ডেস্কের মেয়েটি নেই। রয়েছে আর একজন। ঝিমুচ্ছে। নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল রানা রাস্তায়।

হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল। সামনে যে রাস্তা পেল সেদিকেই মোড় নিল। অথচ কিফিসিয়া এলাকাটা কোন্‌দিকে জানে না রানা। রানা ভাবছে কেউ তার পিছনে লাগবেই। পনেরো মিনিট হাঁটার পর হঠাৎ একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বলল, 'কিফিসিয়া।'

পনেরো মিনিট পর গাড়ি একখানে থামল। রানা বলল, 'স্পার্টান ক্লাব।'

গাড়ি আরও কিছুটা এগিয়ে এসে থামল একটা গেটের সামনে। চোখ তুলে দেখল রানা গেটের উপর জ্বলছে 'স্পার্টান' কথাটা নীল নিয়নের আলোতে।

এগারো

গাড়ি ছেড়ে ভিতরে এল রানা। অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাশে আলোকিত সুইমিং-পুল। তার চারধারে লোক বসেছে দলে দলে।

হুল্লোড় ভেসে আসছে ভিতর থেকে।

মূল ক্লাব-ঘরে উপস্থিত হলো রানা। সিগারেটের ধোঁয়া, এবং মেন্ডো[illegible]নের বিধুরতা! তার সঙ্গে তালি দিয়ে নাচছে একদল নারী-পুরুষ···রানার ঠোঁটের [illegible]গণে হাসি দেখা দিল।

দুটো মেয়ের কোমর ধরে বেসামালভাবে নাচবার চেষ্টা করছে জাহেদ গ্রীসের চিরন্তন-নৃত্য। নেভার অন সানডের সুর বাজছে মেন্ডোলিনে।

এদিকে দেখছে না জাহেদ। কোন দিকেই না।

ওকে উৎসাহ দিচ্ছে একদল আমেরিকান তরুণ-তরুণী।

জাহেদের সঙ্গিনী দু'জনের একটি গ্রীক অন্যটি পশ্চিম ইউরোপের। ওরা হাসছে জাহেদের পদক্ষেপের গরমিল দেখে। একবার এর গালে, আরেকবার ওর গালে চুমু খেয়ে পদক্ষেপের ভুল শোধরাবার চেষ্টা করছে জাহেদ।

সুখে আছে শালা, রানা ভাবল।
রানার চোখ খুঁজতে লাগল আফেন্দীকে।
একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আফেন্দী। তার পাশ দিয়ে একটা করিডর। একেবারে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়েছে। হাতে মদের গ্লাস।
রানাকে একবার দেখে নিয়ে আবার হাতের গ্লাসে নজর দিল।
চারদিক দেখল রানা। নানান দেশী লোক, নানা চেহারার, বেশির ভাগ জাহাজের নাবিক। মেয়েদের মধ্যে গ্রীকই বেশি।
জাহেদ রানাকে দেখেছে। ওর মধ্যে কোন রকম আড়ষ্টতা দেখা গেল না। কিন্তু একটু পরই হঠাৎ নৃত্য শেষ করে নিজেই হাততালি দিল। সবাই সঙ্গে সঙ্গে হুল্লোড় করে উঠল।
আফেন্দী নীরব চোখে রানাকে দেখছে। একভাবে তাকিয়ে আছে। আরও একজন কি আমার উপর চোখ রেখেছে? কর্নেল সিক্সকে ভাবল রানা। অনুভব করল পকেটের ল্যুগারটাকে। মসৃণ, ভারী।
আফেন্দীকে শেষ করে দেয়া যায় না, গলা টিপে? জিসানকে মনে পড়ল। মনে পড়ল শরিফের মুখ। জিসান কি রানার জন্যে বসে আছে?
মেয়ে দুটির কোমর ধরেই একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে চেয়ার টেনে বসল জাহেদ। নিতম্বিনী মেয়েটি বসল জাহেদের কোলে, সুবক্ষা জাহেদের কোমর জড়িয়ে পাশেই একটা চেয়ার টেনে। সবাই জাহেদকে নিয়ে হাসছে। রানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক মধ্যবয়স্ক বলল, 'খুব ফুর্তিবাজ লোক!'
রানা হাসল, বলল, 'লোকটা কে?'
'স্প্যানিশ কাউন্ট বলে নিজের পরিচয় দেয়,' লোকটা বলল। 'আসলে ও সিসিলির লোক। ভবঘুরে। এখন পোর্টে চাকরি করে, সারাদিন মেয়েদের পিছনে লেগে আছে।'
'মেয়েদেরও প্রচুর উৎসাহ দেখছি!' রানা হাসল, 'মেয়ে দুটিই গ্রীক?'
'না, একজন ব্রাজিলের মেয়ে,' মধ্যবয়স্ক লোকটা বলল।
'আপনি জানলেন কি করে?'
'ওটি আমার স্ত্রী,' লোকটা হাসল।
'কোন্‌টা—কোলেরটা না পাশেরটা?'
এবার কোন উত্তর পাওয়া গেল না। রানা দেখল লোকটা এগিয়ে যাচ্ছে জাহেদের দিকে। হঠাৎ লোকটার পৌরুষ জেগে উঠল নাকি! পদক্ষেপ দেখে তাই মনে হচ্ছে। ছায়াছবি হলে সঙ্গীত পরিচালক এখন ব্যান্ড ব্যবহার করত। কাছে যেতেই কোলের মেয়েটি হাস্য-মুখর হয়ে উঠল। লোকটার কাঁধ ধরে মুখটা টেনে নিয়ে কোলে বসেই চুমু খেলো। তারপর উঠল। এবং স্বামীর কোমর ধরে টলতে টলতে বাইরের দিকে চলে গেল।
উঠে দাঁড়াল জাহেদ। একটা ছোটখাট লোক দাঁড়িয়ে ছিল টেবিলের কাছেই। রানার দিকে একবার তাকিয়ে লোকটার দিকে তাকাল জাহেদ। লোকটার হাতে গ্লাস। চারদিক দেখছে ইঁদুরের মত চোখ মেলে—পিটপিট করে।
রানা ওয়েটারের হাত থেকে একটা গ্লাস নিয়ে এগিয়ে গেল লোকটার দিকে।

কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। দেখল লোকটার মুখ, নেশায় আরক্ত, ফ্যাকাসে চোখ। চোখের কোণ দুটি ভেজা। লম্বা নাক। চেহারা দেখে মনে হয় লোকটা কোন অফিসের কেরানী। আজ বড় একটা ঘুষ খেয়েছে। মানসিক দিক থেকে কিছুটা বিভ্রান্ত—তাই নেশা করতে এসেছে বাড়ি ফেরার আগে। হয়তো বাড়িতে স্ত্রী অপেক্ষা করছে। এবং ছেলেমেয়েরা···

রানা ভাবল, না এসব ভাবব না। না, এর কেউ নেই। এ একা। একা একা অন্যায় করে চলেছে—বেশি বেশি লোভ করছে।

ওর টেবিলের সামনে গিয়ে বলল রানা, 'বসতে পারি?'

চোখ তুলে তাকাল। পিটপিট করল চোখ দুটো। তারপর একটা হাসি দেখা গেল ঠোঁটের কোণে। বলল. 'বসুন। আমিও একা বোধ করছি।'

পরস্পরের পরিচয় দেয়া নেয়া হলো। লোকটার নাম অরফিউস ক্রালাস।

হাতের রোলেক্স ঘড়িটা খুলে ফেলল রানা। লোকটার চোখ পিটপিট করল। রানা যখন দম দিতে শুরু করল লোকটা বলল, 'কাউন্ট বলেছিল ঘড়ি দম দেয়া দেখে আপনাকে চিনে নিতে হবে।'

রানা দম দেয়া হলে এক চুমুকে গ্লাস শেষ করল। বিল চুকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাকাল আফেন্দীর দিকে। আফেন্দী যেন ঘুমের অতলে তলিয়ে গেছে। দেয়ালে হেলান দিয়ে হ্যাটটা নামিয়ে দিয়েছে অনেকটা।

ওর সামনের দরজা দিয়ে রানা বাইরের দিকে এগিয়ে গেল। উত্তেজনা বোধ করছে না। রানা স্তব্ধ, শীতল হয়ে গেছে। মনটা স্থির। এগিয়ে গেছে সে শেষ সীমায়, ফেরার পথ নেই। সময় দাঁড়িয়ে পড়েছে যেন।

এবার ফেরার পথ করতে হবে।

লোকটা রানার পিছনে পিছনে আসছে।

লনে এসে দাঁড়াল রানা। চারদিক নির্জন। সুইমিং পুলে লোকজন নেই। শুধু এক কোণে দেখা যাচ্ছে চুম্বনরত একটি ছেলে ও একটি মেয়ে।

লোকটা বলল পাশ থেকে, 'আমরা এখানে কথা বলতে পারি?'

'না, আমাদের কেউ ফলো করছে,' রানা দ্রুত পা চালাল। এবং দু'জন এসে রাস্তায় পড়ল। এ অঞ্চলটাকে শহরতলি বলা যায়। ফাঁকা ফাঁকা কিছু বাড়ি, দোকান, দূরে একটা সিনেমা হল গোছের কিছু। পিছন ফিরে দেখল রানা আফেন্দী এগিয়ে আসছে। অন্য ফুটপাথে দুটি মূর্তি দাঁড়িয়ে ছায়ার মত, পকেটে হাত। একজনের মুখে সিগারেট। চারদিক থেকে যেন অন্ধকারে এগিয়ে আসতে দেখল অনেক মানুষকে। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলছে ওরা।

একটা গাড়ি ছুটে আসছে এদিকে। আলোহীন, শব্দহীন।

'ক্যাঁচ···' শব্দে ব্রেক করে গাড়িটা দাঁড়াল রানার সামনে, দশ গজ দূরে। দাঁড়িয়ে রইল—নির্বাক স্থির এবং হিংস্র। লোকটা থমকে দাঁড়াল। অন্ধকারে ওর চোখেমুখে ভয়। মৃত্যু-দেখা ভয়। রানা পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে লোকটার হাতে দিল। বলল, 'আমরা দু'জন দু'দিকে যাব। ওরা চিনে ফেলেছে আমাদের। প্রয়োজন না হলে ব্যবহার করবেন না।'

রানা অন্ধকার গাড়ির সামনে থেকে সরে অন্য ফুটপাথে চলে গেল। হঠাৎ

জ্বলে উঠল গাড়িটার হেড-লাইট। লোকটার ভয়ার্ত মুখ, বিশাল ছায়া। বিশাল ছায়াটা দুলে উঠল। রানা দেখল লোকটা ছুটছে পাগলের মত। পায়ের শব্দ। গাড়িটাও এগিয়ে গেল শ্বাপদের মত। গাড়ি ছুটে চলেছে। সামনে বিরাট ছায়া নিয়ে ছোট একটা লোক। গাড়িটা প্রায় ধরে ফেলেছে তাকে।

হঠাৎ দেয়ালের গা ঘেঁষে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল কোনাকুনিভাবে লোকটার পথ আটকে। অন্ধকারে লোকটাকে দেখা গেল দাঁড়িয়ে পড়তে।

ক্রালাসের আর পালাবার পথ নেই। এদিক থেকে দু'জন এগিয়ে গেল। লুকিয়ে পড়ল রানা পাশের বন্ধ ঘরের দরজার সঙ্গে মিশে।

দু'জন এগিয়ে যাচ্ছে ক্রালাসের দিকে। ক্রালাস কি করবে স্থির করতে পারছে না। হয়তো ও হাতের ল্যুগারটার কথা ভুলে গেছে। অথবা ওটাকে রেখেছে শেষ-রক্ষা হিসেবে। অথচ ওটাই এখন রানার একমাত্র আশা, নির্ভর। ওটা ও ব্যবহার না করলে রানার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আফেন্দীর মত দেখতে ছায়াটা এগিয়ে যাচ্ছে। ওরা জানে না ল্যুগারের কথা।

একটা শব্দ, আগুনের ঝলক।

ক্রালাসের হাতের পিস্তল গর্জে উঠল।

কিন্তু কোথাও লাগল না। ছায়াগুলো পাথরের রাস্তায় পড়ল।

ক্রালাস, অরফিউস ক্রালাস···তুমি তোমার মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাও···

ক্রালাস দ্বিতীয়বার গুলি করল গাড়ি লক্ষ্য করে। আরও দুটো অগ্নি-ঝলক নিক্ষিপ্ত হলো অন্ধকারের উদ্দেশে।

একটা আর্তনাদ।

যদি আফেন্দী মারা যায়?

না, আফেন্দীর ছায়ামূর্তি নয়, অন্য কেউ উঠতে গিয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

গাড়ির হেড-লাইট নিভে গেল।

ব্যাক করল সোঁ সোঁ শব্দে। ক্রালাস আবার ফায়ার করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা ছুটে এল শয়তানের ছায়ার মত। মাটিতে পড়ে গেল ক্রালাস দু'হাত আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে উঠিয়ে। আশ্চর্য, ছোট্ট মানুষটা আর্তনাদ করল না, যন্ত্রণায় চিৎকার করল না। গাড়ি ব্যাক করল আবার।

ফায়ার হলো—গাড়ির ভিতর থেকে। আবার হিংস্র কালো জন্তুটা ছুটে এসে পিষে দিল ক্রালাসের নিঃসাড় দেহ।

গাড়ি কয়েক হাত পিছনে সরে এসে দাঁড়াল। রাস্তা থেকে ওদের আহত সঙ্গীকে তুলল টেনে। এবং দরজা বন্ধ হবার আগেই ছুটতে আরম্ভ করল। দ্রুত। হেড-লাইট নেভানো।

মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

গুলির শব্দে ক্লাব থেকে কয়েকজন লোক বেরিয়ে এসেছিল। গাড়িটা চলে যেতে দু'একজন সাবধানে এগিয়ে এল। তারপর সবাই। তাদের সঙ্গে রানাও মিশে দাঁড়িয়ে দেখল ছোটখাট লোকটাকে।

মৃত লোকটাকে দেখছে রানা। উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পিস্তলটা এখনও রয়েছে হাতের মুঠোয় ধরা, মুঠো রক্তাক্ত—আলগা। সব লোক দুঃখ করছে। রানা

দেখল, বোকা, অতি-লোভী একটা সাধারণ লোক। নিজের মৃত্যুর পথ নিজেই করে নিয়েছে। হয়তো এ সহানুভূতি পাবার যোগ্য নয়। রানার জীবনে এমনি অনেক দু'মুখো বিশ্বাসঘাতককে মারতে হয়েছে কৌশলে। কিন্তু লোকটা বাঁচতে চেয়েছিল। হয়তো বাড়িতে স্ত্রী আছে, আছে কিশোর পুত্র, ফ্রক ঘুরিয়ে ছুটে বেড়ানো মেয়ে। তাদের কাছে এ আর ফিরে যাবে না। এর জীবনভর অপরাধের চেয়ে তাদের শোক, দুঃখটাই হয়তো বড়। কিন্তু মৃত্যুই সবচেয়ে অনিবার্য, অনস্বীকার্য সত্য।

ক্রালাস তুমি মৃত্যুকে কোনদিন এড়াতে পারতে না…

ভিড় থেকে বেরিয়ে এগিয়ে যেতে গিয়ে শুনল রানা কানে কানে কে যেন বলল বাংলায়, 'দুঃখ করিস না, দোস্ত। মৃত্যু এর পাওনা ছিল।'

তাকিয়ে দেখল জাহেদ।

কিন্তু জাহেদ দাঁড়াল না। বান্ধবীর হাত ধরে ক্লাবের দিকে চলে গেল।

হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ এসে ট্যাক্সি নিল রানা।

গাড়ি ছুটে চলল সফোক্লিস রোডে সাইকি হোটেলের উদ্দেশে। ক্লান্তি, ভীষণ ক্লান্তি।

এবার হয়তো জেনেভায় যেতে হবে। কিন্তু তার আগে কায়রোয়। শরিফ জানতে পারবে না ক্রালাসের রহস্য। কিন্তু ক্রালাসের মৃত্যুর জন্যে, হাতে পেয়েও হাত-ছাড়া হয়ে গেল বলে দুঃখ করবে।

হোটেলের বাইরে ট্যাক্সি ছেড়ে রানা ফায়ার একজিটের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। কেননা মূল প্রবেশ-পথের রিসেপশনিস্ট তাকে দেখুক রানা এটা চায় না। কেননা স্পার্টান ক্লাবের অর্ধমাতালদের কেউ হয়তো পুলিসকে বলতে পারে মৃত ক্রালাসকে এই রকম দেখতে একটি লোকের সঙ্গে বের হতে দেখেছিল ক্লাব-ঘর থেকে। রানা চায় না রিসেপশনিস্ট তার রহস্যময় চলাফেরা টের পাক।

কিন্তু সিঁড়ির মুখে এসে থমকে দাঁড়াতে হলো। কেউ উপর থেকে নেমে আসছে দ্রুত পায়ে। কম আলো। কালো পোশাক পরা ছায়ামূর্তিটি ঘুরানো সিঁড়ি ধরে ঘুরে ঘুরে নামছে। কে?

সরে দাঁড়াতে গিয়েছিল রানা—ঠিক তখনই মূর্তিটি থমকে দাঁড়াল শেষ সিঁড়িতে। লোকটা সম্পর্কে কিছু ভাবার আগেই বুঝল রানা ছায়ামূর্তিটা থতমত খেয়ে গেছে। রানাকে চিনে ফেলেছে, ভেবেছে রানা তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

এবং লোকটা বিশ্বাস করে, আক্রমণ করে বসাই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়। কারণ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল সে।

রানা শুধু দেখল ছায়ামূর্তিটি তার উপর হিংস্র বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। অনুভব করল তার কণ্ঠনালীতে চাপ। বিদ্যুৎগতি ছায়ামূর্তির।

এই হঠাৎ আক্রমণে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে চেষ্টা করল রানা নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে। কিন্তু কণ্ঠের উপর হাত যেন সেঁটে বসেছে। দুই চ্যাপ্টা বুড়ো আঙুল ক্রমেই বসে যাচ্ছে কণ্ঠে, দম বন্ধ হয়ে আসছে।

খানিকটা বাতাসের জন্যে রানার বুক যেন জ্বলতে লাগল। দুইজন গিয়ে পড়ল

দেয়ালের গায়ে। রানার মাথা ঠুকে দেবার চেষ্টা করছে লোকটা দেয়ালের সাথে। একবার দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরতে পারলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছাড়বে না—রানা বুঝতে পারছে। প্রচণ্ড শক্তিতে শরীরটাকে দেয়াল থেকে সরিয়ে নিল রানা। এবং আছড়ে পড়ল মাটিতে।

লোকটা তার বুকের উপর এসে পড়ল। কিন্তু গলা থেকে হাত খসে গেল। লোকটা আবার ধরার চেষ্টা করল। রানা ততক্ষণে বুক ভরে শ্বাস নিয়েছে। এবার প্রস্তুত হলো আক্রমণের জন্যে। ডান হাতে সব শক্তি জড়ো করে লোকটার ঝুঁকে পড়া মাথা যেখানে কাঁধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে—সেখানে এক কোপ বসাল রানা।

ছায়ামূর্তি 'ওঁক' করে ছিটকে ওপাশে গিয়ে পড়ল।

রানা বারকয়েক বুক ভরে শ্বাস নিয়ে উঠে বসল। গলার ভেতরটা খসখসে লাগছে, কেউ যেন শিরিস কাগজ দিয়ে ঘষে দিয়েছে। দেয়ালে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

অপেক্ষা করতে লাগল লোকটার জন্যে। লোকটা দু'বার উঠতে চেষ্টা করল। উঠে বসার চেষ্টা করে আবার পড়ে গেল। এবং তৃতীয়বারের চেষ্টায় উঠল। উঠে দাঁড়াল হাঁটুতে ভর দিয়ে। দাঁড়াল রানার সামনে। একটা লাথি মারবে কিনা ভাবল রানা। কিন্তু লোকটা মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়েছে—সামনে হাত দুটো অস্থিহীন ভঙ্গিতে ঝুলছে।

এবার দেখল রানা লোকটা সন্ধ্যার নকল পুলিসের একজন। গাল-কাটা।

লোকটা রানার দিকে দেখল। এবং ঘাসের উপর থেকে হ্যাটটা তুলে নিয়ে কোন কথা না বলে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। ওকে থামাতে চেয়েও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রানা। রানা জানে ওকে ধরে কোন লাভ নেই শুধু শুধু ঝামেলা ছাড়া। তবে জানা যেত ও কার হয়ে কাজ করছে। কিন্তু নির্যাতন করে কথা আদায় করবার মত মানসিক অবস্থা বা শক্তি রানার মধ্যে নেই এখন।

লোকটা চলে গেল।

রানার এতক্ষণে মনে হলো: লোকটা তার ঘরে গিয়েছিল কেন? কেন রানাকে খুন করতে চেয়েছিল?

খুন করার ইচ্ছে থাকলে ওরা আবার আসবে। এবং এরপর হয়তো ওরা ব্যর্থ হবে না।

ঘুরানো সিঁড়ির প্রথম ধাপে উঠে বুঝল রানা সিঁড়ি বেয়ে পাঁচতলায় উঠতে তার সারারাত লেগে যাবে। ক্লান্তি। ক্লান্তিতে ভরে গেছে সারা শরীর। যদি গাল-কাটা এখন ফিরে আসে—কিংবা যে-কেউ এখন রানাকে শেষ করে দিতে পারে। রানা ক্লান্ত। রেলিং ধরে আস্তে আস্তে উপরে উঠে এল।

বাথরুমে দাঁড়িয়ে বুঝল এখুনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। দরজায় শরীরের ভর রেখে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে রইল। তার সব কিছু ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। জিসান কায়রোয় অপেক্ষা করছে তার জন্যে, আহসানের অশরীরী আত্মা বলছে মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে।

রানা ভাবল, যদি আবার উঠে আসে গাল-কাটা তার দলবল নিয়ে?

আফেন্দী কি বুঝতে পেরেছে তাকে ফাঁকি দেয়া হয়েছে?

আমি ফিরে যেতে পারব কায়রোয়। রানা ভাবল। এবং সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বেসিনের কল ছেড়ে দিয়ে মুখে পানি দিল। আঁজলা ভরে পান করল।

ঘরে ঢুকে রানা বুঝল কেন এসেছিল গাল-কাটা। তার ঘরের উপর দিয়ে টর্নেডো বয়ে গেছে। পুরো ঘরটা পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে।

চেস্ট অভ ড্রয়ারের ড্রয়ারগুলো কার্পেটে ছড়ানো। তার সুটকেস খোলা। টুথপেস্টের টিউব পর্যন্ত কেটে দেখেছে। বিছানার ম্যাট্রেস কেটে দেখেছে। বিছানার চাদর, বালিশ, কম্বল মেঝেতে পড়ে আছে দলা পাকিয়ে।

সারা ঘরে ছড়ানো রানার জামা-কাপড়।

রানা হাসল মনে মনে। লুকানো কোন কিছু কোথাও পাবে না। যা আছে সব আমার মাথার মধ্যে। ওখান থেকে একটা কথাও কেউ বের করতে পারবে না—যতক্ষণ রানা নিজে প্রকাশ না করবে।

সব কিছু যে-ভাবে আছে সেভাবেই রেখে দিল রানা। শুধু গুছিয়ে নিল শোবার পোশাক। আর কিছু সে চায় না। চায় শুধু ঘুম।

মেঝে থেকে চাদরটা তুলল। ঠিক তখনই বাইরে একটা পায়ের শব্দ শোনা গেল। হ্যাঁ, এদিকেই এগিয়ে আসছে। লাইট নিভিয়ে দিল রানা। শব্দটা তার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর নক হলো দরজায়। এবং নবে হাত দিল আগন্তুক। আস্তে করে ঘোরাতে চেষ্টা করল। দরজায় চাবি দেয়া। দরজা খুলল না। আবার নীরবতা। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করল একটা কণ্ঠস্বর। খুব নিচু কণ্ঠে ডাকল, 'আফেন্দী, আফেন্দী!'

রানার ভাবনা বিদ্যুৎ-চমকের মত নতুন ভাবে চমকে উঠল। গাল-কাটা তার ঘর সার্চ করতে এসেছিল, কিন্তু তার আগেই আফেন্দী কাজ শেষ করে গেছে। অথবা আফেন্দী এখনও এসে পৌঁছায়নি। তার সঙ্গীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

রানার ঘর গাল-কাটার সার্চ না করাই স্বাভাবিক। সে সন্ধ্যায় সার্চ করেছিল। কিন্তু সে রানাকে খুন করতেই বা আসবে কেন? আর তা হলে রানাকে দেখে ভয়ই বা পাবে কেন?

আবার নক হলো। এবং তারপর ফিরে চলে গেল পায়ের শব্দ।

শব্দটা মিলিয়ে যেতেই রানা আলো জ্বালল। হয়তো আফেন্দী এখন আসবে। অথবা ফিরে আসবে গাল-কাটা। কিন্তু রানা চায় শুধু ঘুমাতে। ঘুম···ঘুম··· আফেন্দী···গাল-কাটা···জিসান···

ঘড়ির পেন্ডুলামের দোলের মত কথাগুলো তার মনের মধ্যে দুলছে, ফিরে ফিরে বাজছে। হঠাৎ ঘড়ি থেমে গেল।

হাতে ধরা ব্ল্যাঙ্কেটটা আরও টেনে তুলল। একটা জুতো। রাবারের সোল, চকচকে কালো জুতো। এটা এ-ঘরে ছিল না।

একটা তোশকের ভিতর থেকে বের হয়ে আছে জুতোর অর্ধাংশ। তোশকটা সরিয়ে ফেলল—এক জোড়া পা।

একজোড়া পা, চলে গেছে ভিতরে। খাটের নিচে অন্ধকারে, যুক্ত হয়েছে

একটা শরীরের সঙ্গে। কালো স্যুট পরা শরীর। রানা ঝুঁকে উঁকি দিল খাটের নিচে—মুখটা দেখা গেল না।

পা ধরে টেনে শরীরটাকে বাইরে নিয়ে এল।

আফেন্দী!

বারো

বজ্রপাত হলো কি কোথাও!

রানা অনুমান করল গাল-কাটা চেয়েছিল রানাকে খুন করতে। অপেক্ষা করছিল রানার জন্যে, কিন্তু আফেন্দী এসে পড়ে। রানার ভাগ্য আফেন্দী গ্রহণ করে।

ছুরি এখনও বিদ্ধ রয়েছে কণ্ঠার কাছে, নিচের দিকে গেঁথে দেয়া হয়েছে। কালো হাতল। একটা হুক ব্লেড ধরে রাখে বন্ধ থাকা অবস্থায়। একটা চাবি আছে—চাপ পড়লেই বেরিয়ে যায় ছয় ইঞ্চি ব্লেড। ঠিক এ-রকম ছুরি দিয়েই হত্যা করা হয়েছিল হিন্দাকে। এক সময়ের প্রেমিকা, স্ত্রীকে হত্যা করেছিল আফেন্দী। আজ একই ধরনের ছুরিতে সে বিদ্ধ।

ছুরি ছিল আফেন্দীর হাতে, ছুরির মালিক আফেন্দী। দেরি হয়ে গিয়েছিল বের করতে ছুরিটা। তার আগেই গাল-কাটা আক্রমণ করে। হয়তো গাল-কাটার কোন ইচ্ছেই ছিল না হত্যার। কিন্তু তবু আফেন্দী খুন হয়েছে।

আফেন্দী তাকে খুন করতে এসেছিল? শরিফের হয়তো তেমনি নির্দেশ ছিল। না, তা থাকার কথা না। রানাকে শরিফ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে—জেনেভায় পাঠানোর কথা এরপর।

ছুরিটা বের করল রানা।

পাতলা ব্লেড। কিছুটা রক্ত বের হয়ে এল। তারপর মুখটা বন্ধ হয়ে গেল আপনা থেকে। লেগে রইল রক্তের দলা। গেস্টাপোর রক্ত!

হোটেলের তোয়ালে ছিঁড়ে ফেলল রানা। ভাঁজ করে ক্ষতস্থানে চেপে দিল।

এবং টাইটা খুলে জায়গাটা বাঁধল। বোতাম লাগাল কোটের।

তারপর মৃতদেহটা সোজা বসিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

এটাকে এখনি বের করতে হবে এখান থেকে। আফেন্দীর এই পরিণতি গ্রীক-পুলিস বা শরিফ জানলে চলবে না। জানার আগে রানাকে কায়রো পৌঁছতে হবে।

সাবধানে দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এল রানা। ডান দিকে এগিয়ে গেল। আফেন্দীর রুমের দরজায় এসে দাঁড়াল।

আস্তে নবে চাপ দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল। ভেতরে আলো জ্বলছে।

ঘরে কেউ নেই…

আবার বের হতে গিয়ে কয়েকটা পায়ের শব্দ শুনল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রানা। শব্দগুলো মিলিয়ে গেলে দরজা খুলে বের হলো নির্জন করিডরে।

পা টিপে ফিরে এল নিজের ঘরে।

একটু পরে আবার উঁকি দিল রানা ঘুমন্ত করিডরে। তারপর সাবধানে বের হয়ে এল।

রানা একা নয়। সঙ্গে আফেন্দী। রানার কাঁধে।

দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে গেল রানা। আফেন্দীর ঘরের দরজাটা খুলে গেল চাপ দিতেই। ঢুকে পড়ল নিঃশব্দে। ঘরের ভেতর গিয়ে নিঃশ্বাস ফেলল। আফেন্দীকে একটা চেয়ারে বসাল। গলায় বাঁধা ব্যান্ডেজটা খুলে ফেলল।

ছুরিটা পকেট থেকে বের করে বাটন টিপে ব্লেড বের করে আগের বিদ্ধ জায়গাটাতে চাপ দিয়ে আমূল বসিয়ে দিল। গেস্টাপোর রক্ত এখন জমে গেছে। গেস্টাপোপুত্র, ইহুদি-ত্রাতা, আফেন্দী ওরফে ওসমান ওরফে···

আফেন্দীর দু'হাত তুলল। প্রথম হাতে ধরাল ছুরির বাঁট। দ্বিতীয় হাতটা তার উপর চেপে দিল। রক্তাক্ত তোয়ালেটা নিয়ে ফেলে দিল বাথরুমের কোণে। আফেন্দীর পকেট থেকে আগেই ঘরের চাবি বের করে নিয়েছিল। ওটা হাতে করে বের হলো ঘর থেকে। উঁকি দিল বারান্দায়—কেউ নেই। ঘরের আলো নিভিয়ে বের হলো ঘর থেকে। বারান্দায় পায়ের শব্দে চমকে তাকাল রানা। এক দম্পতি পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ধরে এগিয়ে আসছে। নিজেদের মধ্যেই বিভোর। চুমু খাচ্ছে, কি সব বলছে। হয়তো হানিমুন করতে এসেছে এখেনে। রানাকে দেখে মেয়েটা হাসল। ছেলেটাও। তারপর নিজেদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। মেয়েটা ব্যাগ থেকে চাবি বের করে ছেলেটার হাতে দিল। ছেলেটা ঘর খুলছে।

ঘর বন্ধ করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল রানা ওদের পার হয়ে। সিঁড়ির কাছে গিয়ে দরজা বন্ধ হবার শব্দে আবার ফিরে এল। পা টিপে টিপে চলে এল নিজের ঘরে।

আর কেউ তাকে দেখেনি। এবার একটা ঘুম। ঘুম থেকে উঠে কায়রোর প্লেন। তারপর এ হোটেল টের পাবে ৫২৬ নম্বর রুমের দরজা কেউ খুলছে না। দরজা যখন হোটেলের লোকেরা খুলবে, তখন দেখবে একটা লোক আত্মহত্যা করেছে। পুলিস লাশ নিয়ে যাবে। মর্গ থেকে রিপোর্ট আসবে···ততক্ষণে রানা কায়রো। কিন্তু শরিফ কি তার আগেই খবর পাবে যে তার ডান-হাত গেস্টাপোর রক্তের উত্তরাধিকারী ইহুদী আফেন্দী আর বেঁচে নেই? জিসানকে তখন কি করবে?

গুছিয়ে ফেলল রানা ঘরটা। ম্যাট্রেস কোনমতে জোড়া লাগিয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দিল। ড্রয়ারগুলো তুলল যথাস্থানে। ঘরটা মোটামুটি ভদ্র হয়ে উঠলে নিজের কাপড় সব খসিয়ে নগ্ন দেহে দাঁড়াল শাওয়ারের নিচে। ক্লান্তি, ভীষণ ক্লান্তি দেহে মনে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল শাওয়ারের নিচে। প্রতিটা পেশী যেন সজীব হয়ে উঠল। শীত লেগে উঠল। গা মুছে বেরিয়ে এল।

এখন খিদে পেয়েছে।

কিন্তু উপায় নেই, বাপ। আজ তোমাকে ক্ষুধার্ত থাকতে হবে।

টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। সব ভুলে গেল। একবার শুধু জিসানকে মনে পড়ল। ক্লিওপেট্রা···নেফারতিতি···ক্লিওপেট্রা··· জিসান জিসানই।

জিসান, দেখা হবে তোমার সঙ্গে কয়েক ঘন্টার মধ্যে।

সকালে উঠে নাস্তা করল রানা। এবং বের হয়ে পড়ল পথে।
একটা ব্যাগ কিনল। সঙ্গে কিছু পোশাক, বই, শো-কার্ড।
গিয়ে উঠল এয়ারপোর্ট। বেলা তখন দশটা।
বৈরুতগামী প্লেনে উঠল।
এগারোটায় একটা প্লেন যাবে কায়রো। কিন্তু শরিফের লোক অপেক্ষা করতে পারে আফেন্দীকে রিসিভ করার জন্যে। বৈরুত থেকে মিড-ইস্টার্নের প্লেনে কায়রো পৌঁছল রানা বিকেল চারটায়। এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে তুর্কি বাজারের ওদিকে সস্তা একটা হোটেলে উঠল। হোটেলটার নাম 'হোটেল ইস্তাম্বুল'। ওখান থেকে ফোন করল মনসুরকে পেট্রল পাম্পে। দু'কথায় ইস্তাম্বুলের ঠিকানা বলে চলে আসতে বলল।
তারপর ডায়েল করল সোনালী প্রোডাক্টসের নাম্বারে।
ফায়জা এখনও অফিসে আছে। রানার গলা শুনে বলল, 'কবে এলেন? এদিকে আমি ভয়ে মরি।' ফায়জা ভয়ের ভান করল অথবা সত্যিকারের ভয়ের কথাই বলল।
'কেন? কিছু হয়েছে?'
'না, তেমন কিছু না-ও হতে পারে। তবে গত দু'দিন আমার ধারণা হচ্ছে কে যেন আমাকে ফলো করছে···সব সময়। এবং আরও কল আসছে। যেই ফোন তুলি, একটা ভুল নাম্বার বলে। একই কণ্ঠে, বারবার। আপনি অফিসে থাকার সময়েও হয়েছে। আমি টেলিফোন ডিপার্টমেন্টে জানিয়েছিলাম। ওরা চেক করে বলেছে—কোন গণ্ডগোল নেই। অথচ···'
রানার ভ্রূ-তে ভাঁজ পড়ল। 'অথচ কি?'
'আমি জানি, স্যার, আপনি হাসবেন···কিন্তু আমি ভীষণ ভয় পাচ্ছি।'
'তুমি ভয় পেতে ভালবাস—এমন মেয়ে নিশ্চয়ই না। লোকটাকে দেখতে কেমন, যে ফলো করে?'
'গোল মুখ। গায়ে একটা নীল স্পোর্টস্ জ্যাকেট থাকে। কখনও ভক্সহল, কখনও সিটরোন, আবার কালো একটা ভ্যানও চালায়।'
সত্যিকারের দ্বিধায় পড়ল রানা। শরিফ নতুন ট্রিক চালাচ্ছে কেন? রানা ওর জালে ধরা পড়েছে বলে এখনও জানে সে। এবং জাল থেকে পালাবে না তা-ও জানে। কেননা জিসানকে রানা চায়।
রানা বলল, 'একটা লোক তোমাকে ফলো করে এতে ভয় পাবার কি আছে? আর ফলো করবেই বা না কেন? নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে?' তিনটে প্রশ্ন করে একটু থেমে বলল, 'সব খুলে বলো।'
থতমত খেয়ে গেছে ফায়জা। বলল, 'না, আর কিছু আমি জানি না।'
'তবে ফলো করার কথা ভুলে যাও,' রানা বলল, 'হতে পারে লোকটা একতরফাই তোমার প্রেমে পড়েছে।'
একটু নীরবতার পর ফায়জা বলল, 'সত্যি কথা বলতে আমার বাধছিল। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি।' আবার নীরবতা। হঠাৎ ফায়জার কণ্ঠ বদলে গেল। ভয়, বা ভয়ের অভিনয়, সাহস, প্রার্থনা সব বিদায় নিল কণ্ঠ থেকে। পরিষ্কার কণ্ঠে উচ্চারণ

করল, 'আমার ধারণা, আপনি জানেন লোকটা কে এবং কেন আমাকে ফলো করছে।'

প্রথমে থমকে গেল রানা। তারপর তার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল। একে এখনও রানা সন্দেহ করছে? সব সন্দেহ যেন ধুয়ে মুছে গেল এক মুহূর্তে। হয়তো রানার সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে মেয়েটিকে সন্দেহমুক্ত ভাবতে ভাল লাগল তার।

রানা বলল, 'কি যা-তা বলছ! কোন সুন্দরী মেয়েকে কতজন ফলো করে তা আমার পক্ষে জানা কি করে সম্ভব? লোকটা হয়তো লাজুক প্রেমিক!'

'বাজে কথা,' রেগে উঠল ফায়জা। 'আপনি স্বীকার করেন আর নাই করেন, আমি জানি আপনি বিপদে পড়েছেন। সেই যেদিন এয়ারপোর্টে নামলেন সেদিন থেকেই।'

'তুমি বেশি বেশি এসপিওনাজ ছবি দেখছ,' রানা বলল। 'সত্যি যদি তোমার নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে তবে পুলিসে খবর দাও।'

একটু নীরবতার পর ফায়জা বলল, 'আপনার কাছ থেকে এটা আশা করিনি।'

'কি আশা করেছিলে?'

'আশা করেছিলাম আপনি পুরুষ মানুষ…যাকগে, কাল অফিসে আসছেন?' ফায়জা হঠাৎ প্রাকটিক্যাল হয়ে পড়ল।

'নিশ্চয়ই!' রানা বলল, 'পিরামিড ট্রেডার্স থেকে কোন রকম ফোনকল পেয়েছ আজ?'

'না।'

'আশ্চর্য!' রানা যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'ওরা বলেছিল, আজ ফোন করবে…অথচ…আচ্ছা, তোমার কি বাড়ি ফেরার খুব তাড়া আছে?'

'খুব না। কেন?'

'তুমি আর আধ ঘণ্টা…মানে ধরো ছ'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারো? হয়তো ওরা ফোন করতে পারে।'

'ঠিক আছে আমি ছ'টা দশ পর্যন্ত অফিসে থাকব। খোদা হাফেজ।'

ফোন রেখে পেছন ফিরতেই দেখতে পেল রানা, বাইশ বছর বয়সের সুশ্রী ছেলেটা তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। পাম্প স্টেশনের মনসুর।

আল-ফাত্তাহর কায়রো অপারেটার।

দু'জন একসঙ্গে বেরুল। রানার পরনে আরবী পোশাক। রানা বলল, 'ঠিক ন'টায়—মনে থাকে যেন।'

মনসুর বিদায় নিল।

চোখে গগলস লাগিয়ে নিল রানা। একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়ে বলল, 'শারা আল তৌফিক।'

অফিসের সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে ঠিক সামনের রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসল। বসল কাঁচের জানালার পাশে। এখান থেকে অফিস বিল্ডিং-এর গেট দেখা যায়। ছ'টা বাজতে পাঁচ মিনিট।

কফি খেয়ে সিগারেট টানতে লাগল। কাঁটায় কাঁটায় ছ'টা এগারো মিনিটে ফায়জাকে দেখা গেল। বেরিয়ে এল ফায়জা গেট দিয়ে ধীর পদক্ষেপে। ছোট মেয়ে, ছেলেমানুষ—রানার মনে হলো। ক্লান্ত। মুখটা শুকনো, চুল কিছুটা এলোমেলো। আজ জংলীছাপা একটা গাউন পরেছে। পরিপূর্ণ সুঠাম শরীরের সঙ্গে লেগে আছে। কাঁধে কালো চামড়ার একটা ব্যাগ।

ফায়জা কোনদিকে না তাকিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। রানাও বেরিয়ে পড়ল রেস্তোরাঁ থেকে। তাকে কেউ চিনবে এমন সাধ্য কারও নেই। এ পোশাকে অনেক লোককে দেখা যায় পথে।

কিছুদূর এগিয়ে দেখল ফায়জার পিছনে পিছনে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে জুনাইদ।

ফায়জা পিছন ফিরে দেখল না বেশ কিছুক্ষণ। একভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছন ফিরে দেখল জুনাইদকে। এবং দাঁড়িয়ে রইল।

রানা মাথা নিচু করে এগিয়ে চলল।

জুনাইদ চলার গতি কমিয়ে ফেলেছে।

ঘড়ঘড়, ট্রাম এসে দাঁড়াল ফায়জার সামনে। ফায়জা উঠে পড়ল ফার্স্ট ক্লাসে। জুনাইদ উঠল তার সঙ্গে সঙ্গে। রানা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী হলো। বসল বাঁ দিকের জানালার কাছে।

ট্রাম ছুটে চলেছে পূর্ব কায়রোয়। গভর্নরেট, ইসলামিক আর্ট মিউজিয়াম হয়ে আল ইমাম আশাফি রোডের এক স্টপেজে নামল জুনাইদ। এবং তারপর ফায়জা। অর্থাৎ জুনাইদ রোজই ওকে ফলো করছে। এবং জানে এখানেই নামবে ফায়জা।

ফায়জা একটা পুরানো বাড়ির দোতলায় থাকে। ডাক্তারের ডিস্পেন্সারীর পাশ দিয়ে উঠে গেছে ফায়জার ঘরের সিঁড়ি। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। ফায়জা উঠে গেল, দোতলার ঘরে জ্বলে উঠল আলো। জুনাইদ সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করতে লাগল। আধঘণ্টা এক অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে রইল রানা।

ঠিক আটটার সময়-সঙ্কেত হলে হাঁটতে হাঁটতে আরও একটু এগিয়ে গেল জুনাইদ। থমকে দাঁড়াল টেলিফোন বুদের সামনে। ইতস্তত করল একটু। নির্জন রাস্তাটা দেখল। ডাক্তারখানা থেকে দু'জন লোককে বেরুতে দেখে আবার বার দুই পায়চারি করল ফোন-বুদের সামনে। লোক দু'জন চলে গেলে ও ঢুকে পড়ল। দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে গেল রানা ফায়জার সিঁড়ির দিকে। ডাক্তারখানায় ঢুকে পড়ে দুটো ডিসপ্রিন কিনল। একটা কাগজ চেয়ে দ্রুত ইংরেজিতে লিখল:

> 'এ চিঠি পড়ার সময় কোন শব্দ করবে না। আমি ফোনে তোমাকে সব কথা বলতে পারিনি। এখন বলছি। যে লোকটা তোমাকে ফলো করে, সে এখন বাইরে অপেক্ষা করছে। আমার ধারণা তোমার ঘরে মাইক্রোফোন লাগানো হয়েছে। তোমার প্রতিটি চলাফেরা ওদের কানে পৌঁছাচ্ছে। কথা বলবে না। রেডিও চালিয়ে দাও—তারপর দরজা খোলো।
>
> —রানা'

কাগজটা হাতে রেখে দোকানিকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাঁচের ভিতর দিয়ে বাইরে তাকাল। বেরিয়ে এসেছে জুনাইদ। পায়চারি করছে আবার। সিঁড়ির মুখ ছেড়ে

একটু এগিয়ে যেতেই সিঁড়িতে উঠে পড়ল রানা। উঠে গেল উপরে। ফায়জার দরজা পেয়ে গেল। দরজায় ফায়জার নাম লেখা।

দরজার নিচ দিয়ে গলিয়ে দিল রানা কাগজটা। তারপর নক করল—খুব আস্তে।

আবার নক করল একটু থেমে।

চতুর্থবার নক করার পর কান পেতে শুনল, ফায়জা এগিয়ে আসছে। রানা দরজার নিচের কাগজটা আরও একটু ঠেলে দিল ভেতরে। ফায়জার নজরে ফেলবার জন্যে।

ভয় হলো, ফায়জা এখন, 'কে?' বলে না ওঠে। আর নক করল না। এগিয়ে আসছে ফায়জা। একেবারে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ, কাগজটা তুলে নিয়েছে।

দরজার নিচে আলোর সরল রেখায় কাগজের ছায়া নেই।

নীরবতা।

দাঁড়িয়ে থেকে সময় গুনতে লাগল রানা। মনে মনে হিসেব করে দেখল চিঠিটা অন্তত দু'বার পড়া শেষ করেছে ফায়জা।

আস্তে খুলে গেল দরজা।

ঠোঁটে আঙুল রাখল রানা। ফায়জা মাথা ঝাঁকাল, সে বুঝেছে। ওর চোখ বিস্ফারিত। কিন্তু ভয় নেই। রানা ঘরে ঢুকছে না দেখে ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। শূন্যে রেডিও এঁকে দেখাল রানা। সুইচ অন করার ভঙ্গি করল। ফায়জা তাতে নতুন একটা খেলা পেয়ে গেল যেন। ঠোঁটে 'সরি' উচ্চারণের ভঙ্গি করে হাই হিল স্যান্ডেলে শব্দ তুলে দৌড়ে ভেতরে চলে গেল।

রানা বাইরে থেকে ওর হাই হিলের শব্দ শুনছে। জানালা বন্ধ করল, পর্দা টানল। রেডিওতে মৃদু শব্দ হলো। তারপর একটা স্টেশনে স্থির হলো। আরবী গান হচ্ছে কোথাও। ভলিউম বাড়িয়ে দিয়ে ফিরে এল ফায়জা।

সুন্দর অভিনয়। একাকী একটা মেয়ে ঘরে বসে যা করে, কোনখানে লুকানো কানের মাধ্যমে কেউ শুনছে তা দূরে বসে।

ফায়জা এগিয়ে আসতেই ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা।

প্রথমেই খুঁজতে লাগল মাইক্রোফোন। কিছুক্ষণ খুঁজতেই পেয়ে গেল। প্রথমটা, বসার ঘরে টেবিলের নিচে। দ্বিতীয়টা, রানার হোটেলের মত বেড সাইড ল্যাম্পের শেডের সঙ্গে। ফায়জার চোখ বিস্ফারিত হলো। এবার ভয় পেয়েছে ও। আর ছুটাছুটি করছে না। বুঝেছে এটা ঠিক মজার খেলা নয়।

হাসল রানা নিঃশব্দে।

দেখল ফায়জাকে।

ছেলেমানুষী চেহারা। ভেজা লালচে চুল। অফিস থেকে ফিরে শাওয়ারে দাঁড়িয়েছিল। সাদা ছোট একটা শার্ট গায়ে। কোমরের কিছুটা অনাবৃত। তার নিচে লাল একটা প্যান্ট। কালো স্যান্ডেল।

রানার চোখের সামনে লজ্জা পেল ফায়জা।

দু'জন বাথরুমে এল। রানা বেসিনের ট্যাপ খুলে দিল। ঝরঝর করে পানি

নামল। রানা বাথ-টাবের কোণে বসে পড়ল। পাশেই কমোডের উপর বসবার ইঙ্গিত করল ফায়জাকে। বলল, 'আমাদের হাতে খুব কম সময়। সব শোনো, খুব মন দিয়ে শুনবে।'

একটু ইতস্তত করল ফায়জা। তারপর বসে পড়ল কমোডের উপর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। সংক্ষেপে পুরো কাহিনী বলে গেল রানা। বীভৎস ঘটনাগুলো বাদ দিল বেমালুম। প্রায় সবই বলল, যতটুকু ওকে বলা চলে। জিসানের কথা, আহসানের কথা, শরিফের কথা। আরবের মুক্তি আন্দোলনের কথা। এথেন্স থেকে পালিয়ে আসার কথা।

সব শুনে ফায়জা বলল, 'আমি জানতাম আপনি একটা বিপদে পড়েছেন। কিন্তু এ রকম বিপদ বুঝিনি। কি করব আমি এখন?'

'কিছু না,' রানা বলল, 'তুমি শহর থেকে অন্য কোথাও চলে যাও। এখানে তুমি আর এক মুহূর্তের জন্যেও নিরাপদ নও।'

'আমি যেতে পারি না,' উঠে দাঁড়াল ফায়জা। বলল, 'ওরা ভাবতে পারে এটা আপনারই কোন চাল। তখন···তখন মিস বাটের ক্ষতি হতে পারে।'

'জিসানের কথা তোমার ভাবতে হবে না—ওটা আমি ভাবব।'

ফায়জা বলল, 'নিজের উপর এত বেশি বিশ্বাস রাখবেন না। তাছাড়া বাইরের লোকটাকে ফাঁকি দেব কি করে?'

'সে দায়িত্বও আমার।'

'না, যাব না,' অবাধ্য মেয়ের মত মাথা নাড়ল।

উঠে দাঁড়াল রানা। বলল, 'তোমাকে যেতেই হবে। নইলে তুমি বুঝতে পারছ, তোমারও দশা জিসানের মত হবে। তখন আমি দ্বিগুণ বিপদে পড়ে যাব।'

'জিসানের জন্যে আপনার সেরকম দায়িত্ব থাকতে পারে, আমার জন্যে তা নেই,' ফায়জা চোখ তুলে বলল। 'শরিফ তা জানে। না, আমার কিছু হবে না।'

অভিমান, জেলাসী···

রানা ভাবল, এ মেয়ে সহজে পথে আসবে না। অথচ একে সরাতে হবে। যদি একে শরিফ কিডন্যাপ করে, আজই করবে। হয়তো আগামী কয়েক মিনিটের মধ্যেই। অফিসের ফোনও ট্যাপড্ হয়েছে। ওরা ভাবছে, ফায়জার সঙ্গে রানার বিশেষ যোগাযোগ আছে। রানাকে কাবু করার জন্যে ফায়জাকে কিডন্যাপ করবেই ওরা—কিন্তু সেই বাড়িতে যদি না নেয়? ঠিক আছে, যেখানেই নিক, রানা সে বাড়িতেও পৌঁছবে। রাত এগারোটায় নাটকের শেষ হবে। সব কিছুর শেষ।

নিজের জন্যে দুঃখ হলো রানার।

তাকাল ফায়জার দিকে। কেন মেয়েটা তার কথা শুনছে না? অন্য সময় হলে হয়তো এতক্ষণে ওর গালে চড় বসিয়ে দিত। আজ ইচ্ছে হলো মেয়েটা এমনিতেই তার কথা শুনুক।

ফায়জাও রানাকে দেখল। অদ্ভুত তার চোখের চাউনি। বলল, 'আপনি আমাকে সব কথা বলেননি। সত্যি কিনা?'

রানা উত্তর দিল, 'সব বলিনি, কিন্তু যা বলেছি তাই কি তোমার জন্যে যথেষ্ট নয়?'

'যথেষ্ট কিনা জানি না,' ফায়জা বলল, 'আপনার কথায় আমি রাজি হতাম, কিছু না শুনেও, যদি জানতাম আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন।'

'কি বললে তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে?'

'কেন আমি এখান থেকে পালাব? আমি পালিয়ে গেলে এরা সন্দেহ করবে আমি আপনার সব জানি। এরা আমাকে ছেড়ে দেবে না।'

ফায়জা ঠিকই বলছে। রানা বলল, 'গত রাতে আমি একজনকে খুন করেছি এথেন্সে।'

'কি হয়েছিল?' কয়েকবার দ্রুত শ্বাস নিয়ে বলল ফায়জা।

'লোকটা আমাকে তার একজন মক্কেল ভেবেছিল, তাকে তাই ভাবতে দেয়া হয়েছিল। ও খবর বিক্রি করত। যে-কোন ধরনের গোপন দলিল তুলে দিত যেখানে টাকা পেত। কিন্তু আমার সঙ্গে আলাপ করেই বোঝে ও ফাঁদে পা দিয়েছে। ওকে ধরার জন্যে কয়েকজন অপেক্ষা করছিল।'

'শরিফের লোক?'

'হ্যাঁ। আমি তখন ওর হাতে পিস্তল তুলে দিই। ও তখন যারা ধরতে আসে তাদের গুলি করে। এবং স্বভাবত গুলির উত্তর গুলিতেই হয়ে থাকে।'

'আপনি তাই চেয়েছিলেন, কেননা,—তা নাহলে, অর্থাৎ ধরা পড়লে অনেক কিছু ফাঁস হয়ে যেত।'

'হ্যাঁ। বেরিয়ে যেত সে আসল লোক নয়।...আমিই ওকে গুলি ছুঁড়তে বলি। কিন্তু ওকে ধরিয়ে দেবার কথা ছিল না। ও পয়সা খাওয়া, অসৎ খবরদাতা। আমাদের এথেন্সের লোক ওকে চিনত। আমি এ ব্যাপারটার পরিকল্পনা করলে ও-ই ওকে বেছে দেয়। আমার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে।'

'আমি বুঝেছি,' ফায়জা বলল, 'আপনি প্রথম থেকেই শরিফকে ঠকিয়ে চলেছেন।'

'হ্যাঁ। কিন্তু শরিফ ভাবছে ও-ই আমাকে ঠকিয়ে চলেছে। তাই ও যে ঠকেছে একথা বুঝে ফেলবার আগেই আমি ওর ওখানে যেতে চাই।'

'জিসানের কাছে?' ফায়জা বলল, 'কিন্তু আপনি ওদের আস্তানা চিনবেন কেমন করে?'

'কৌশল ভেবে ফেলেছি। খুব একটা অসুবিধে হবে না,' মৃদু হাসল রানা।

তেরো

রেডিওর সঙ্গীত এখন ঝঙ্কার-মুখর হয়ে উঠেছে।

ফায়জা বলল, 'ঠিক আছে, আমি বাইরেই যাব। আমার এক বান্ধবী আছে...'

থামিয়ে দিল ওকে রানা। বলল, 'কোথায় আছে আমাকে বোলো না। কায়রোর বাইরে হলেই হবে। একটা সুটকেসে সব গুছিয়ে নাও। আর বাইরের পোশাক পরে নাও...এখান থেকে বেরিয়ে তুমি প্রথম ফোন-বুদে গিয়ে ঢুকবে।

তারপর হাঁটতে হাঁটতে এই বাড়ির সামনে দিয়ে এগিয়ে যাবে—গিয়ে পার্কের কাছ থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ফিরে আসবে এখানে। এখানে এসে তোমার সুটকেস তুলবে ট্যাক্সিতে। তারপর কি করতে হবে তুমিই বুঝবে।'

মন দিয়ে শুনে মাথা ঝাঁকাল ফায়জা। বলল, 'আপনার কি হবে?'

'আমার কথা তোমার ভাবতে হবে না। আমি তোমাকে বিপদ থেকে দূরে রাখতে পারলেই কিছুটা সহজ হতে পারব,' রানা বলল, 'যাও, শীঘ্রি করো।'

বাথরূমের দরজা খুলে দাঁড়াল ফায়জা। রানাকে একবার ভালভাবে দেখে ঘরের ভিতরে চলে গেল। একটা সিগারেট ধরাল রানা।

তিন মিনিট পর ফিরে এল ফায়জা। গাঢ় রঙের একটা গাউন পরেছে। তাড়াহুড়োতে ভুলে জিপার লাগায়নি। বাথরূমের একটা ড্রয়ার থেকে কিছু বের করবে। শোবার ঘরে চলে এল রানা। সুটকেসটা বন্ধ করে ফায়জা সোজা হয়ে দাঁড়াতেই রানা ওকে কাছে টেনে গাউনের জিপারটা তুলে দিল। রানার দিকে ফিরে দাঁড়াল ফায়জা। রানা দেখল ওর চোখ দুটো ছলছলে হয়ে উঠেছে। কিছু বলতে গেলে ফায়জার ঠোঁটে আঙুল রাখল রানা। রানার বুকের একান্ত কাছে এসে দাঁড়াল ফায়জা। খুব আস্তে করে বলল, 'আপনাকে কিন্তু ভীষণ সুন্দর লাগছে মিশরীয় পোশাকে। একেবারে মিশরীয় মনে হচ্ছে।'

ফায়জার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল রানা। মুখে হাসি, কৌতূহলের, খুশির। আশ্চর্য! মেয়েটা সব ভুলে গেছে। ভয়, বিপদ—সব। বিশ্বাসের এমন গুণ! সত্যিই, বড় বেশি ছেলেমানুষ মেয়েটা। তার আলখেল্লা পরা লম্বা, পেটা শরীরের কাছে মেয়েটাকে ছোট্ট পুতুলের মত লাগছে।

ওর একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিল রানা।

একটু সরে গেল এবার ফায়জা।

সোজা চোখে তাকাল রানার দিকে। বলল, 'আমাদের আবার কখন দেখা হবে?'

'শীঘ্রি হয়তো না,' রানা উত্তর দিল। বলল আস্তে করে, 'হয়তো কোনদিন না। তুমি আগামীকাল, না, পরশু, অফিস ছাড়া যে-কোন জায়গা থেকে নাইল ও বুস্তান রোডের মোড়ের পেট্রল পাম্পে ফোন কোরো মনসুর নামে একজনকে। সে আমার খবর দিতে পারবে। শুধু আমার কথা জিজ্ঞেস কোরো—আর কোন প্রশ্ন নয়। তার সাথে দেখা করার চেষ্টা কোরো না। বুঝেছ?'

'বুঝেছি,' গলা ভেঙে এল ফায়জার কথাটা বলতে। 'আপনি এভাবে একা...' মুখ তুলে তাকাল, 'রানা, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে পারি না?'

'না। এটা একা আমারই কাজ। আমাকেই করতে হবে,' রানা বলল, 'তুমি শুধু শুধু ভাবছ।'

'তা আমি জানি,' ফায়জা বলল, 'জানি তুমি ভয়ঙ্কর লোক। প্রথম দিনই বুঝেছিলাম।'

রানা হাসল, বলল, 'তুমি ভারি মিষ্টি মেয়ে। তাইতো আমার সঙ্গে মানায় না।'

'হ্যাঁ, তোমার তো জিসানই রয়েছে,' দরজার কাছে এগিয়ে গেল। ফিরে

দাঁড়াল, কাছে এসে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চুমু খেলো রানার ঠোঁটে, গালে। ভেজা অনভিজ্ঞ, কম্পিত চুম্বন।

এবং আর দাঁড়াল না।

বসার ঘরে সুটকেসটা রেখে বেরিয়ে গেল।

ওর পিছনে পিছনে বেরিয়ে এসে অন্ধকার সিঁড়িতে দাঁড়াল রানা। ফায়জা এগিয়ে যাচ্ছে ফোন-বক্সের দিকে।

থমকে দাঁড়িয়েছে জুনাইদ। হাতের সিগারেট রাস্তায় ফেলে দিয়ে দাঁড়াল সোজা হয়ে।

এক মিনিট···দুই মিনিট···ফায়জা কথা বলছে ফোনে কল্পিত কারও সঙ্গে। জুনাইদ উত্তেজিত। ফোন-বুদ থেকে বের হয়ে আসছে ফায়জা। জুনাইদ অন্য দিকে তাকাল। জ্যাকেটের কলারটা উঁচু করে দিল। ফায়জা কোন দিকে দৃষ্টিপাত করল না। হাই হিলের শব্দ তুলে এগিয়ে আসছে। এবং জুনাইদকে অবাক করে দিয়ে ঘরে ওঠার সিঁড়ি পার হয়ে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল সামনে। এবার জুনাইদ এগিয়ে আসছে···ফায়জার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। জুনাইদ এগিয়ে এসেছে। থমকে দাঁড়িয়ে দেখছে ফায়জার গমন পথ। তারপর দৌড় দিতে উদ্যত হলো।

হাতের আঙুলগুলো শক্ত করল রানা, ইস্পাতের মত।

আরও কাছে এগিয়ে এল জুনাইদ—ডান হাতটা তুলে ওর ঘাড়ে মারল রানা প্রচণ্ড শক্তিতে। বাঁ হাতে ধরে ফেলল ওর মুখ। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল লোকটা, এবং কাদার মত গড়িয়ে পড়তে গেল। ওর ভারী শরীরটা ধরে ফেলল রানা।

কোন শব্দ হলো না। টেনে এনে সিঁড়ির উপর ফেলল।

মরে গেল নাকি? না, মরেনি। হ্যাঁ, জুনাইদ মরলে চলবে না। হঠাৎ মনে হলো ফায়জার ফিরে আসার সময় হয়েছে। জুনাইদকে এ অবস্থায় দেখে চমকে যেতে পারে, ভয় পেতে পারে। দেহটাকে টেনে সিঁড়ির নিচে ফেলল রানা। এবং বের হয়ে রাস্তার অন্যদিকে অন্ধকারে দাঁড়াল।

ঠিক তক্ষুণি একটা ট্যাক্সি এসে ব্রেক কষল সিঁড়ির মুখে। ফায়জা নামাল, দ্রুত দৌড়ে উপরে উঠে গেল। রানা দেখল, ঘরের আলো নিভল। তারপর সিঁড়ির মুখে ফায়জাকে দেখা গেল। ওর হাতে সুটকেস। চারদিকে দেখল একবার।···দ্রুত উঠে পড়ল ট্যাক্সিতে।

গাড়ি স্টার্ট দেবার আগেই পিছনে আরেকটা গাড়ি এগিয়ে এসেছিল। ব্রেক করতে গিয়েও করল না। এগিয়ে গেল ফায়জার ট্যাক্সির পিছনে শিকার স ্ানী নেকড়ের মত।

গাড়িটা সবুজ ভক্সহল। ড্রাইভার একটা মেয়ে।

রানা ভাবল, এটা কো-ইন্সিডেন্স ছাড়া কিছু নয়। ভাবতে চাইল। কিন্তু গাড়িটার রঙ সবুজ, ভক্সহল। গাড়ি চালাচ্ছে একটি মেয়ে। কায়রোর অনেক মেয়ে গাড়ি চালায়। তাদের যে-কারও ভক্সহল থাকতে পারে।

অন্ধকারে দুটো গাড়ি হারিয়ে গেল রানাকে স্তব্ধ করে দিয়ে।

নেড়ি কুকুরটা দৌড়ে রাস্তা পার হলো। কোথাও তাড়া খেয়েছে।

ফায়জাকে বাঁচাতে পারল না। রানাই তুলে দিল ওকে অনিশ্চয়তার হাতে।
বাতাস। রাস্তার উপরে একটা খালি ওষুধের বাক্স গড়িয়ে গেল।
নির্জন রাস্তা। ডাক্তারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। সিঁড়ির নিচ থেকে বের হয়ে এল একটা ছায়া—জুনাইদ। জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। জুনাইদ বুঝে নিয়েছে পুরো ঘটনাটা, তবু সে নিশ্চিত হতে চায়।
উপরে বেশি দেরি করল না জুনাইদ। নিচে এসে প্রায় দৌড়াতে লাগল। সর্বস্ব হারানো মানুষের মত।
হ্যাঁ, মানুষের মত। সরীসৃপ-শ্বাপদের চেয়ে ভয়ঙ্কর বিষধর হিংস্র মানুষের মত।
ট্রামে উঠল জুনাইদ। রানাও উঠল পিছনের কামরায়। গভর্নরেটের সামনে নামল ট্রাম থেকে। দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে একটা ট্যাক্সি নিল। রানাও আরেকটা ট্যাক্সিতে উঠল। আগের ট্যাক্সির আলো দেখে পথের নির্দেশ দিতে লাগল রানা। তৌফিক রোডে এসে সোনালী প্রোডাক্টসের অফিসের সামনে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দৌড়ে চলল জুনাইদ একটা গলি দিয়ে। রানা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলল, 'এখন একটা ভ্যান আসবে, ওটাকে ফলো করবে। ও যেন টের না পায়।'
ভ্যানটা দ্রুত বেরিয়ে এসে ছুটতে লাগল এয়ারপোর্টের দিকে।
রানার ট্যাক্সি ড্রাইভার বেশ দূর থেকেই অনুসরণ করে চলল। কিছুদূর চলে ভ্যানটা মোড় নিল—এগিয়ে চলল ২৬ জুলাই রাস্তা ধরে। ২৬ জুলাই ব্রিজ পার হলো। জামালিক ব্রিজ পার হয়ে ভ্যান এগিয়ে চলল ইমবাবার দিকে।
কিছুদূর এগিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিল ভ্যান। নির্জন পথ। ড্রাইভারকে হেড-লাইট অফ করে দিয়ে এগিয়ে যেতে বলল রানা।
ভ্যানের গতি কমে গেল। ফাঁকা পথ ধরে এগিয়ে ভ্যান ঢুকল একটা বিরাট পুরানো আমলের বাড়ির সিংহদ্বার দিয়ে।
রানা চিনল। এই বাড়ি!
রানা ড্রাইভারের পিঠে টোকা দিয়ে বলল, 'এবার ফিরে চলো। কিন্তু অন্য পথে।'
তুর্কি বাজারের হোটেল হয়ে ফিরে এল রানা হোটেল সেমিরেমিসে। আর কেউ নেই তাকে ফলো করার। করলেও তারা ওর সিদ্ধান্ত জানে। আর ওদের সিদ্ধান্তও রানা বুঝে নিয়েছে। হয় রানাকে আরও একবার চান্স দেয়া হবে। নয়তো হত্যা করা হবে।
জল্লাদ বেরিয়ে পড়েছে।
টেলিফোন বেজে উঠল।

শরিফ বলল, 'কায়রো ফিরে আপনি কোথায় ছিলেন? আমি এ নাম্বারে অন্তত পনেরো বার রিং করেছি।' আগের সেই ভারিক্কি চাল নেই।
'আমি তুর্কি হামামে কাটিয়েছি কয়েক ঘণ্টা,' রানা বলল। বেল টিপল বাঁ হাতে বেল-বয়ের জন্যে।
'বাজে বকবেন না,' শরিফের কণ্ঠে রাগ স্পষ্ট ফুটে উঠল, 'এই ক'ঘণ্টায় কতগুলো আজগুবি ঘটনা ঘটেছে। আমার মনে হয় আপনি তার জন্যে দায়ী। সাড়ে

পাঁচটায় আপনার সেক্রেটারির সঙ্গে ফোনে আলাপ করার পর কি কি করেছেন?'

'তুর্কি হামামে ঢুকি। কাপড় খুলি।...আমাকে বিশ্বাস না হয় অ্যাটেনডেন্টকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

'কিন্তু...আপনি বানিয়ে গল্প বলছেন।'

'বেশ। তাই বলছি।'

এক হাতে আস্তে আস্তে কাপড় ছাড়তে লাগল রানা। কোন তাড়া নেই যেন তার।

'আপনি এথেন্স থেকেই চালাকি খাটাচ্ছেন!'

'আপনার লোকের নির্বুদ্ধিতার দোষ আমার ঘাড়ে চাপাবেন না। আমি তাদের হাতে জিনিস ধরিয়ে দিলাম, নিতে পারেনি—তা কি আমার দোষ?'

ওপাশ একটু নীরবতা অবলম্বন করল।'

'আফেন্দীর খবর নিশ্চয়ই আপনাকে নতুন করে দিতে হবে না?'

'আপনার জানা দরকার। গতরাতে আফেন্দী গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাবার পর আর দেখা পাইনি।'

'দেখা পাননি কারণ তাকে খুন করা হয়েছে।'

রানা বলল, 'দুঃখিত। কিন্তু অনুগ্রহ করে আমাকে জানাজায় যেতে বলবেন না যেন।'

'এটুকুই আপনার বক্তব্য?'

'আর কি বলব?' রানা বলল, 'আপনি কি আশা করেছিলেন আফেন্দীর জন্যে আমি কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেব?'

'ওকে হত্যার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ আপনার, অস্বীকার করতে চান?'

'আমার কথা আপনাকে আমি বলেছি।'

'স্পার্টান থেকে বের হয়ে আপনি কোথায় যান?'

'হাঁটতে থাকি।'

'কেন?'

'রাতটা সুন্দর ছিল। এবং আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধুটি তখনই আপনার লোকদের হাতে প্রাণ দিয়েছিল। আমার চোখের সামনে।'

'তারপর?'

'হোটেলে ফিরে আসি।'

'ক'টা বাজে তখন?'

'সময় দেখিনি। তবে রাত এগারোটার বেশি হবে।'

'না, আফেন্দী তখন আপনার ঘরে ছিল না।' নিজের মনেই যেন বলল শরিফ।

'ও! তবে আফেন্দীর থাকার কথা ছিল? আমার ঘর সার্চ আফেন্দীই করেছিল তাহলে?' রানা বলল, 'আমি ভেবেছিলাম...'

'কি?'

রানা নকল পুলিসের গল্প করল। সব শুনে শরিফ বলল, 'আপনার একটা কথাও আমার বিশ্বাস করা উচিত নয়। তবে... লোকটা কেন আপনাকে আক্রমণ করল?'

'আমি জানি না।'

'কেন ওরা আপনাকে খুন করতে চাইবে?'

'তা ওরাই জানে,' রানা বলল। 'প্রথমে ভেবেছিলাম আপনার লোক। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, তাতে আপনার লাভ নেই।'

'কিছুতেই কোন লাভ নেই,' শরিফ বলল, 'আসলে লোক দু'জন গ্রীক ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট। যাই হোক, আপনি আপনার সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করেছেন ফিরে এসে?'

'না,' রানা বলল, 'শুধু ফোনে কথা বলেছি।'

'কি কি বলেছে সে?'

'আমার চেয়ে সেকথা আপনি ভাল জানেন। আপনি অফিসের ফোন ট্যাপ করেছেন আমি জানি, তবে আপনার জুনাইদকে ছাঁটাই করা উচিত।'

'কেন?'

'ওকে আমার সেক্রেটারি চিনে ফেলেছে।'

'তাতে কোন অসুবিধা হবে না,' শরিফ বলল, 'মিস ফায়জা ফয়সল এখন আমাদের এখানে।'

রানা জানত। তবু একটু চমকে গেল।

'কেন ওকে ওখানে নিয়েছেন?'

'আপনি বাধ্য করেছেন। মিস ফায়জা শুধু আপনার সেক্রেটারি, ঠিক তা নয়। আপনি জিসানকে হারিয়ে ওকে নিয়ে নতুন স্বপ্ন দেখছিলেন, অথবা দেখার সম্ভাবনা ছিল—তাই সরিয়ে আনলাম,' শরিফ বলল, 'জুনাইদের সঙ্গে অনেক চাতুরি করে মিস ফয়সলকে শহরের বাইরে পাঠাতে চেয়েছিলেন…'

'কি যা-তা বলছেন, মিস্টার শরিফ। ফায়জার সঙ্গে ফোন করার পর দেখাই হয়নি। আপনি ভুল করছেন…'

'না, ভুল আমি সাধারণত করি না,' শরিফ বলল। 'একবার করেছি আপনাকে বিশ্বাস করে। যা হোক, আফেন্দীকে হারিয়েছি। আর কাউকে হারাতে চাই না। আপনার অপরাধের বোঝা বইতে হবে ডক্টর বাটকেই।'

'কিন্তু আপনি বলেছিলেন, আপনি ওকে ছেড়ে দেবেন আপনাদের কথামত কাজ করলে,' রানা বলল। 'আমার জানা উচিত ছিল আপনাদের মত খুনে নরপিশাচ পশুদের বিশ্বাস করা উচিত নয়।'

'না, মিস্টার রানা, আমি আমার কথা সব সময় রাখি।'

'আপনাদের লোকের হাতে নিজেদের লোক তুলে দিয়েছি বিশ্বাসঘাতকতা করে—তারপরেও আপনি বলছেন…'

'পরে এ নিয়ে কথা হবে।'

'মিস্টার শরিফ, জিসানের কিছু হলে আপনাকে শেষ করে ফেলব!'

'পরে দেখা হলে ওকথা বলবেন, আগামীকাল সকালের ডাকে একটা ছবি পাবেন, তারপর আপনার সঙ্গে আলাপ করা যাবে,' শরিফ বলল। 'শুভ রাত্রি। সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখুন।'

লাইন কেটে গেল।

স্বপ্ন রানা দেখতে পাবে না, এখনি হাজির হবে কোন গুপ্তঘাতক। বের হয়ে

পড়তে হবে এখনই।

হোটেলের সামনে থেকে নতুন ঝকঝকে একটা ট্যাক্সি নিল রানা। সবল ড্রাইভার।
রানাকে বেশ ধোপদুরস্ত এবং স্থির দেখাচ্ছে।
ট্যাক্সিকে প্রথমে পুরানো কায়রোর দিকে যেতে বলল।
একটা চিরকুটের ড্রইং দেখে একটা ভাঙা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।
অন্ধকারের কোন এক ছায়া থেকে একজন আরব এসে তুলে দিল একটা অ্যাটাচি কেস। লোকটার মুখ দেখা গেল না। রানাকে দেখার চেষ্টা করল না। বাঁ হাতে বাড়িয়ে দিল একটা চাবি।
রানা ড্রাইভারকে বলল, 'চলো—ইমবাবা।'
চাবিটা হিপ পকেটে রাখল।
ইমবাবার পথে এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকের নির্জন রাস্তায় টার্ন নিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামল রানা।
ট্যাক্সি-ওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে অ্যাটাচি তুলে নিল ডান হাতে। দেখলেই বোঝা যায় ওটা ভারী।
নির্জন। দূরে ফাঁকা ফাঁকা বসত-বাটির আলো। কেউ কোথাও নেই।
চাঁদের আলোয় ভরে আছে। তাই নির্জনতা শূন্য করতে পারেনি রাস্তাটাকে। ভরাট। ভরে আছে সব চাঁদের মায়াবী আলোয়।
রাস্তার দু'পাশে গাছ। সেখানে ছায়া-অপচ্ছায়ার খেলা। ছায়ার মত, হয়তো অপচ্ছায়ার মত এগিয়ে চলল রানা সেই পুরানো বাড়িটার দিকে।
শরিফ বলেছিল আগামীকার সকালের ডাকে ছবি আসবে, তারপর দেখা হবে।
রানা এখনই দেখা করবে শরিফের সঙ্গে। শেষ দেখা।
জিসানকে ভাবল রানা।
অভিসার!
অন্ধকারে চেষ্টা করলে হয়তো দেখা যেত রানার ঠোঁটের কোণে একটা তিক্ত হাসি ফুটে উঠেছে।
কেন হাসছে রানা নিজে জানে কি? রানা তাই জানতে চায়, কেন সে হাসছে।
দোতলা বাড়িটার উপরের জানালায় চৌকো আলো। আলোকিত তিনটি জানালা। নিচের তলায় একটা ঘরে আলো।
আলোগুলো যেন অন্ধকারের চোখ।
কোন শব্দ নেই, কিন্তু…
আশ্চর্য, এখানেও ঝিঁঝি ডাকে।
নীলের বাতাস আসছে। পাতায় মৃদু মর্মর।
গেটটা খোলা। কেউ নেই। হয়তো বাড়িটাকে যেন অসাধারণ না মনে হয় তাই এরকম। যেন কারও সন্দেহ না হয়।
না, সন্দেহ হয় না।
অথবা শরিফ জানে রানা আসবেই—তাই ফাঁদ পাতা হয়েছে। শরিফ জানে

জিসানের জন্যে রানা আসবে। অথবা মনে করে ভয়াবহতায় রানার নেশা আছে।

রাতের মত নিঃশব্দে এগিয়ে গেল রানা। গেটের পাশ দিয়ে ভিতরে চলে গেল।

ভিতরে গিয়ে একটা আলোকিত চত্বর দেখতে পেল। দেখল সেই বিশাল দরজা।

এখান দিয়েই রানা ভিতরে গিয়েছিল।

দরজা বন্ধ। কিন্তু জানালা খোলা। ঘরটা অন্ধকার। তারও ওপাশের ঘরে, যেখানে রানা বসেছিল, সেখানে থেকে কথা ভেসে আসছে। দু'ঘরের মাঝের দরজা ভিড়ানো।

জানালার উপর অ্যাটাচি কেসটা রাখল রানা। পিছনটা দেখে নিয়ে উঠে পড়ল। আস্তে করে নামল ভিতরে। জানালা থেকে সরে অন্ধকারে দাঁড়াল। হোলস্টারে অনুভব করল বেরেটার উপস্থিতি।

পুরুষ কণ্ঠ…নারীকণ্ঠ…আরেক পুরুষ কণ্ঠ…আবার নারী কণ্ঠ…

কথা কাটাকাটি হচ্ছে।

নারী কণ্ঠ রানার চেনা।

ফায়জা ফয়সল।

টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছে। কোন লাভ নেই…রানার সাধ্য নেই…তুমি বলতে বাধ্য…আমরা মানুষ খুন করতে দ্বিধা করি না…জুনাইদ…

রানা অন্ধকারে দু'ঘরের মাঝের দরজাটার আলোর রেখা লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল।

সেই মুহূর্তে শোনা গেল আর্তনাদ।

'না, না আমাকে ছেড়ে দাও…আমি কিছু জানি না।…ওহ্…'

বেরেটা পয়েন্ট টু-ফাইভ হাতে চেপে ধরল রানা। আঙুল স্পর্শ করল ট্রিগার।

আরেক নারীকণ্ঠ বলল, 'জুনাইদ, আবার চেষ্টা করো। ও বলবেই।'

'না, না, আমি কিছু জানি না, ও আমাকে শুধু পালিয়ে যেতে বলেছিল কায়রো থেকে…আমি আর কিছু জানি না…' ভয়ার্ত অনুনয় ফায়জার কণ্ঠে। আবার চিৎকার করে উঠল ফায়জা।

'না…'

রানা যখন ঘরের দরজা খুলে দাঁড়াল তখনও ফায়জা চিৎকার করছে। চিৎকারটা দরজা খোলার শব্দ ঢেকে দিয়েছে।

'না, আমাকে মেরো না,' ফায়জা চিৎকার থামিয়ে বলল। গালের উপর আরেকটা চড় বা ঘুসি অথবা সিগারেটের ছ্যাঁকা দিল না দেখে ছেলেমানুষের মত কাঁদতে কাঁদতে ভয়ার্ত চোখে তাকাল জুনাইদের মুখে। দেখল শরিফকে, দেখল আফসার বিস্ফারিত চোখ। সবাই থমকে গেল কেন?

ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে ডান কোণের দিকে ঘাড় ফেরাল ফায়জা। ওর ঠোঁট কাঁপল। অস্পষ্ট কিছু উচ্চারণ করতে চাইল।

ওদের দৃষ্টি রানার দিকে। বলল, 'কোন কথা না, নড়াচড়া না। সোজা হয়ে দাঁড়াও…'

ফায়জাকে বাঁধা হয়েছে চেয়ারের সঙ্গে। কেউ ওর গাউনের সামনের দিকটা ছিঁড়ে দু'ভাগ করে ব্রেসিয়ার পরা বুক উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ব্রেসিয়ারের বাঁ কাঁধের ফিতে ছেঁড়া। বাঁ স্তনের উপর একটা ক্ষত। জুনাইদের হাতের জ্বলন্ত সিগারেট বলে দেয়, কিসের ক্ষত। জ্বলন্ত সিগারেট ওখানে চেপে ধরা হয়েছিল।

বোবা দৃষ্টিতে ফায়জা দেখছে রানাকে। আস্তে আস্তে সেখানে ফুটে উঠল বিস্ময়। আবার ভয়।··· লোকটা একা এসেছে এভাবে—হাতে একটা পিস্তল, এ-বাড়িতে কত কি আছে ও জানে না? স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ফায়জাকে দেখেও দেখছে না। ফায়জা ওকে দেখেই বেশি ভয় পাচ্ছে। ওর নাম ধরে প্রাণপণ ডাকতে চাইল, কিন্তু কান্না তার কণ্ঠ রোধ করল। মাথা নিচু করে কেঁদে ফেলল হু-হু করে।

আরও দু'পা এগিয়ে এল রানা। পিস্তল একটু কাঁপল। জুনাইদকে বলল, 'ওকে খুলে দাও।'

জুনাইদ নড়ল না। ও এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না রানাই এ-ঘরের হুকুমকারী। রানার চোখের দিকে এক পলক চেয়ে তাকাল শরিফের দিকে। শরীফ বলল, 'আমি অনুমান করেছিলাম আপনি জুনাইদকে ফলো করবার জন্যেই ওকে অজ্ঞান করে মিস ফয়সলকে পালাতে দিয়েছিলেন। ঠিকই অনুমান করেছিলাম। কিন্তু মিস ফয়সল এসে উত্তেজিত করে তুলল···'

'শাটআপ!' রানা বলল, 'ওই কুত্তাটা যদি এক থেকে দশ গোনার মধ্যে মিস ফয়সলের বাঁধন না খোলে, গুলি করতে বাধ্য হব। কাকে প্রথম গুলি করব ঠিক নেই।···এক···দুই···তিন···'

ওরা তিনজন অন্য দিকে মন দিতে চেষ্টা করছে। পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে।

···পাঁচ···ছয়···

একমাত্র ফায়জা তাকিয়ে আছে রানার স্থির চোখের দিকে। এবার ভয়ে চোখ বন্ধ করল।···সাত···আট···

শরিফ জুনাইদের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ রানার দিকে তাকিয়ে দ্রুত উচ্চারণ করল, 'ও যা বলে করো।'

'নয়···' জুনাইদ দড়িতে হাত দিল। রানা দশ উচ্চারণ করতে গিয়ে করল না।

শরিফ বলল, 'আপনি বড় এক-রোখা লোক।'

অনেকগুলো দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাসে ভরে গেল ঘর। সবাই যেন কত কাল শ্বাস নেয়নি।

দড়ি খোলা হলে উঠে দাঁড়াল ফায়জা। রানাকে দেখল। তারপর ঘুমের ঘোরে যেন দুই পা এগিয়ে এল রানার দিকে। দাঁড়িয়ে বুকে ছেঁড়া কাপড় টেনে দিল। ওর কাছে এগিয়ে গেল রানা। হাতের অ্যাটাচি কেস রাখল ফায়জার বসে থাকা চেয়ারে। বাঁ হাতে বেষ্টন করে ধরল ফায়জাকে।

ফায়জার সর্বাঙ্গ কাঁপছে থরথর করে। রানা আরও কাছে টেনে নিল ওকে। শরিফের উদ্দেশে বলল, 'এবার ভাল ছেলের মত বলো জিসান কোথায়।'

তিনজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। আফসা ও জুনাইদ একবার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে শরিফের মুখে দৃষ্টি ফেলল। শরিফ বলল, 'সে এখানে নেই। আমি

জানতাম, আপনি সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করবেন। সেজন্যে অতিরিক্ত সাবধান হয়েছিলাম।' শরিফ হাসল, 'আপনার হাতে পিস্তল থাকলেও লাভ নেই। টেক্কা এখনও আমার হাতে। তাই না?'

ফায়জা চিৎকার করে উঠল, 'মিথ্যে কথা। জিসান ওপরের তলায় আছে। আমি কথা বলতে শুনেছি ওপরে।' ফায়জা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। ফের কেঁপে উঠল। রানা ধরে ফেলল । নইলে হয়তো পড়ে যেত।

একটু সহজ হয়ে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'তার ওপর এখনও টর্চার করা হয়নি। করত। আমাকেও ওরা ভয় দেখাচ্ছিল। আমি বলেছিলাম, জানি না তুমি কোথায় আছ। ওরা বিশ্বাস করছিল না। তারপর তোমাকে ফোনে পেয়ে জিজ্ঞেস করছিল, আমি আর কি কি জানি··· কিন্তু ওরা আমার কথা শুনছিল না—শুধু ভয় দেখাচ্ছিল···'

শরিফকে দেখছে রানা। হঠাৎ শরিফ বলল, 'এ বাড়ির মধ্যে ডক্টর বাট থাকলেও আপনার কিছু করার নেই।'

'আছে, তোমাদের গুলি করতে পারি।'

'তাতে কি সমস্যার সমাধান হবে? তিনজনকে আপনি গুলি করার আগেই কারও না কারও হাতে পিস্তল এসে যাবে···' শরিফ হাসল, 'আজীবন আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনার কিছু করার নেই।'

'আছে,' রানা বলল, 'আমার অ্যাটাচিটাকে অপ্রয়োজনীয় মনে কোরো না। ওটা একটা শর্ট ওয়েভ ট্র্যান্সমিটার।'

চমকে তাকাল শরিফ।

রানা বলে চলে, 'ওটা সিগন্যাল পাঠাচ্ছে আল-ফাত্তাহর স্থানীয় গোপন বাহিনীর কাছে। যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে দুই ট্রাক সশস্ত্র স্বেচ্ছা-সেবক।'

'মিথ্যে কথা,' শরিফ বলল। 'আপনি ওদের সঙ্গে করেই আনতে পারতেন, অথবা শুধু তাদেরও পাঠাতে পারতেন। আর তাছাড়া আপনি ওদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করবেন না, জানি। করলে আগেই করতেন।'

'ওসব করিনি,' রানা বলল, 'কারণ আমি জিসানকে সুস্থ পেতে চাই। এবং নিজেকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করি না আমি।'

শরিফের চোখ তখনও অ্যাটাচির উপর। হঠাৎ বলল, 'ওরা কি বিপদ-সঙ্কেত রিসিভ করতে শুরু করেছে?'

'না করলেও অল্পক্ষণেই করতে শুরু করবে,' রানা বলল। 'আমি একটু আগেই এটার সুইচ অন করেছি। ওদের রিসিভার যে-কোন মুহূর্তে ফিক্স হবে।'

গলা পরিষ্কার করে জুনাইদ বলল, 'আপনি সুইচ অন করেছেন আমি অফ করতে পারি,' বলে এক পা সামনে বাড়াল।

'আর এক পা-ও নয়!' রানা বলল, 'আমার গুলি সহজে মিস্ হয় না।'

দাঁড়িয়ে গেল জুনাইদ। কিন্তু মুখে হাসি। আফসা হাসছে। শরিফের মুখেও হাসি। সবার চোখেমুখে হাঁফ ছাড়ার ভাব।

ফায়জাও অবাক হয়ে দেখছে ওদের।

শরিফ বলল, 'আমরা যা দেখছি, আপনিও যদি তা দেখতেন তবে মুখ সামলে

কথা বলতেন।' শরিফের চোখ জ্বলে উঠল, 'পিস্তল ফেলুন। নইলে মিস ফয়সলের পিঠ এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাবে।'

কিছু বলতে গিয়ে ফায়জার মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেল রানা। ফায়জা রানার কোট আঁকড়ে ধরল, আরও কাছে সরে এল। তার মুখ রক্তহীন, ফ্যাকাসে। রানার কাঁধের উপর দিয়ে পেছনের দিকে কি যেন দেখছে। থরথর করে ঠোঁট কাপছে ওর। কিছু বলতে পারল না। রানা দেখল ওর চোখে সেই বোবা চাউনি।

পিছনে পায়ের শব্দ শুনল রানা এতক্ষণে। এগিয়ে আসছে এক পা, দু'পা করে। নড়ল না রানা। নড়লেই···

'বলুন তো কে আপনার পেছনে?' শরিফ জিজ্ঞেস করল মাস্তানী ভঙ্গিতে।

'আমি জানি কে,' রানা বলল। 'যে আহসানের মৃত্যুর কারণ, যে দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমি যাকে সন্দেহ করে কায়রোর মাটিতে পা দিয়েছিলাম, সে।' ফায়জা ভয় পেয়ে রানাকে আরও আঁকড়ে ধরল। রানার পিস্তল অবনত হয়েছে। চোখ দেয়ালের গায়ে টাঙানো মোনালিসার ছোট, এক-রঙা, ঝুল লাগা রি-প্রোডাকশনের উপর স্থির। ফায়জাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে বলল 'আহসান লিখেছিল তার শেষ আন-অফিশিয়াল রিপোর্টে···একটি মেয়ে অপূর্ব, তুলনাহীন, ভাবতে ইচ্ছে করে না অন্য কিছু, তবু তাকে সন্দেহ করি। আমাকে ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখেছিল: জিসান মেয়েটিকে আমি ভালবাসি।' রানা থামল, 'পিশাচিনীর নাম রিপোর্টে আহসান লিখতে পারেনি··· কিন্তু আমি প্রথম দিনই চিনেছিলাম। ফ্রেইলটি দাই নেম ইজ জিসান—জিসান বাট।'

অবাক হয় তাকিয়ে আছে সবাই। বিস্ময় কাটিয়ে শরিফ বলল, 'সব জেনে এত ঝামেলা করলেন কেন?'

'পুরোপুরি সত্য উদ্ধার করতে,' রানা বলল, 'তোমাদের পুরো দলের উচ্ছেদ করতে।'

'তা আপনি পারবেন না,' শরিফ বলল, 'আমরা এখন পালাতে পারি আপনাদের দু'জনকে হত্যা করে।'

'আমি মরতেই এসেছি। আর গ্রহের ফেরে নিরপরাধ ফায়জার নিয়তিও তাই,' রানা বলল, 'কিন্তু পালাতে হলে সময় দরকার, এখানে তোমাদের সব কিছু রয়ে যাবে। তোমাদের চেয়ে এই বাড়িটা বেশি প্রয়োজনীয়।'

'ট্যান্সমিটার বন্ধ করে দিচ্ছি,' জুনাইদের দিকে তাকাতেই জুনাইদ এগিয়ে গেল রানার দিকে, রানার পিস্তল কেড়ে নিল হাত থেকে। রানা কিছু বলল না। অ্যাটাচিটা তুলে নিল শরিফ চেয়ার থেকে।

সামনে এসে দাঁড়াল জিসাম।

শুধু বদলে গেছে চাউনি। সাপের হিংস্রতা সেখানে। একভাবে দেখছে রানাকে, হাতে বিশাল আকারের ব্রাউনিং পয়েন্ট ফোর ফাইভ। পরনে জিন্‌স, কাঁচা চামড়ার হাতে সেলাই করা বেল্ট, গায়ে লাল অরলনের সোয়েটার।

ঠোঁটের কোণে একটা শীতল হাসি।

রানা বলল, 'এটা খোলা যাবে না। তালা মারা রয়েছে।'

শরিফ টেবিলের উপর রেখেছে অ্যাটাচি।

রানার দিকে ফিরে দাঁড়াল। বলল, 'চাবি কোথায়?' ফায়জাকে ছেড়ে সরে দাঁড়াল রানা, সহজ ভাবে। বলল, 'ফেলে দিয়েছি।'

টেবিলের অন্য দিকে সরে গেল রানা। জিসানের পিস্তল তার বুকের দিকে ধরা। জিসান বলল, 'সোজা হয়ে দাঁড়াও।'

শরিফ জুনাইদকে ইশারা করতেই সে এগিয়ে এল। সোজা রানার পকেটে হাত দিতে গেল। রানা ওকে সরিয়ে দিল।

জিসান শরিফকে বলল, 'ওটাকে একটা গুলি করলে তো অকেজো হয়ে যায়।'

'না, ডাক্তার!' রানা বলল, 'ওটা তোমার চেয়েও কমপ্লিকেটেড মেকানিজমের সমষ্টি। বুলেট-প্রূফ বাক্সের ভেতর বসানো আছে ট্র্যান্সমিটারটা। বুলেট ওর কিছু করতে পারবে না। অবশ্যি চেষ্টা করতে পারো।'

জিসানের মুখে হাসি দেখা গেল একটু। বলল, 'জুনাইদ, অত কষ্ট না করে ওই কুত্তিটার ওপর তোমার কসরত দেখালেই...'

জুনাইদের পছন্দ হলো কথাটা। ও ফায়জার দিকে তাকাতেই ফায়জা রানার কাছে সরে এল। রানা তাকাল জিসানের দিকে। হিংস্র চাউনি সেই মায়াবী চোখে। বলল, 'নড়বে না!'

জুনাইদের হাত ফায়জার বাঁ গালে পড়তেই রানা পকেটে হাত দিল। ফায়জা রানার হাত ধরল, 'না!'

আবার চড় পড়ল ফায়জার গালে। ফায়জা কোন শব্দ করল না। শুধু শ্বাস নিল বড় করে। প্রস্তুত হলো আরও অত্যাচারের জন্যে। রানার দিকে তাকাল।

রানা দু'আঙুলে বের করে আনল চাবিটা। জুনাইদের চোখের সামনে ধরতেই ফায়জা বলল, 'ওটা দিয়ো না, রানা। আমার কিছু হবে না। আমার জন্যে তুমি ভেবো না।'

কথা ক'টা বলতে গিয়ে কাঁচা রক্ত বের হয়ে এল ফায়জার ঠোঁটের কোণে।

জুনাইদ চাবি নিয়ে নিল ছোঁ মেরে।

ওটা হাতছাড়া হতেই রানা অনুভব করল সে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর বাইরে অনন্ত শূন্যের কোনখানে। যেখানে তার কোন অস্তিত্ব নেই। এরা সবাই এখন তাই—অস্তিত্বহীন, অবসরহীন, অবস্থাহীন। কিছুই এখন সত্য নয়।...রঙ্গ-মঞ্চের নাটকের শেষ পাতা অভিনীত হচ্ছে। কিন্তু কাউকে এ অভিনয় দেখাবার সুযোগ নেই। নিয়তি, ভাগ্য সবাইকে পুতুলের মত চালাচ্ছে। সবার জন্যেই অপেক্ষা করছে মৃত্যু।

না, ফায়জা বাঁচবে। ফায়জা রানার উপর বিশ্বাস রেখেছে। ওর মুখ দেখল রানা। রানার দিকে তাকাচ্ছে। চোখে একটা অদ্ভুত হাসি। হাসল। এখনও ও বিশ্বাস করে রানা ওকে বাঁচাবে।

বিশ্বাস, প্রেম, আর এইমাত্র চোখ থেকে নেমে আসা নীরব দু'ফোঁটা পানি ওকে কি সুন্দর করে তুলেছে! ফায়জা বলল, 'কেন ওদের ওটা দিলে?'

এক...দুই... তিন...সময় দাগ কেটে যাচ্ছে। রানার ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে সব। চাবি কাঠি ওদের হাতে।

দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে রানা বলল, 'ভয় কোরো না। যা হবার তা হবে।'

রানার বুকের মধ্যে আর কাঁপল না ফায়জা। শুধু রানার হাতটা নিজের গালে চেপে ধরে থাকল। বলল, 'না, ভয় করি না। মরলে দু'জনই মরব একসাথে···না?'

বয়স এর একুশ, তাই মৃত্যুকে অস্বীকার করতে পারে।

কিন্তু রানার বাঁচাতে হবে এই অস্বীকার করার সুন্দর অনুভবটাকে।

রানার হাত সরে গেল। ফায়জার কাঁধ চেপে ধরল। জিসানের পিস্তল এখনও উদ্যত, নিষ্কম্প।

শরিফ চাবিটা অ্যাটাচির বাঁ তালার গায়ে লাগিয়েছে। খুলল।

রানার সব পরিকল্পনা এই মুহূর্তে শেষ হলো···

আফসাকে শরিফ বলল, 'হয়তো ওরা এতক্ষণে রিসিভ করেছে। করলে এখুনি এসে পড়বে। তুমি তারচে' গাড়ি বের করো।'

আফসা কি যেন বলল।

রানার চোখ অ্যাটাচির ওপরে স্থির।

চাবি ডান তালায় লাগিয়েছে এবার···

আফসা দরজার দিকে এগিয়ে গেল তিন পা, জুনাইদ শরিফকে দেখছে, জিসানও অ্যাটাচির দিকে তাকাল রানার চোখের আশ্চর্য স্থিরতা দেখে।

শুধু তৃপ্তির সঙ্গে রানার কণ্ঠের দপদপ করা ধমনীর উপর কপাল ছোঁয়াল ফায়জা।

'খুট।' চাবি খোলার শব্দ হলো। ডালা খুলল।

পাঁচ···চার··· তিন···

শরিফ বুঝে নিয়েছে—দুই হাত উঁচু করে মাথা আড়াল করতে চাইল। আতঙ্কিত কণ্ঠে উচ্চারণ করল—'ন্-না'!

দুই···এক···

ফায়জাকে বুকের মধ্যে ধরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা মেঝেতে—টেবিলের পাশে, তারপর নিচে।

প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ হলো। ফায়জাকে বুকের নিচে নিয়ে শুনল রানা কতগুলো চিৎকার, তারপর ভেঙে পড়ার, সব ধ্বংস হয়ে যাবার শব্দ···সব ভাঙছে···সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে··· যেন ডাকছে 'রানা'··· 'রানা'···মাথায় কিসের যেন আঘাত লাগল। অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে রানা।···

'রানা, রানা···' কে যেন টানছে রানাকে। কে যেন বলছে উঠতে, 'রানা, ওঠো···আমাদের এখান থেকে বেরুতে হবে···'

ফায়জার গলা।

চোখ মেলল রানা, দেখল ফায়জা তাকে ওঠাতে চেষ্টা করছে। ফায়জার মুখে রক্ত, পোশাক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো। সমস্ত গা ধুলায় ধূসর।

তবু কী সুন্দর!

ঝাপসা চোখে রানা দেখছে: ফায়জা বেঁচে আছে।

কি সুন্দর এই বেঁচে থাকা।

চারদিকে এত আলো কেন?

বিস্ফোরণের গন্ধ, ধোঁয়ার মধ্যে কোনমতে মাথা উঁচু করল রানা।

আগুন জ্বলে উঠেছে জায়গায় জায়গায়। উঠে বসতে চাইল রানা। কিন্তু পারল না। পা-টা আটকে গেছে। রানার চেপে যাওয়া পা-টা বের করল ফায়জা টেবিলের নিচ থেকে।

রানা উঠে দাঁড়াল। সাহায্য করল ফায়জা।

চোখে পড়ল শরিফ আর জুনাইদের প্রাণহীন দেহ। জুনাইদ মুখ থুবড়ে পড়েছে। শরিফের চেহারা চেনা যায় না। মুখটা থেঁতলে গেছে, ঝলসে গেছে। দরজার কাছে আফসা পড়ে আছে। তিনজন। কিন্তু আরেকজন?

জিসান দেয়ালের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। দেয়ালের প্লাস্টার খসে পড়েছে বেশ খানিকটা।

জিলানের মুখ থেকে গলগল করে রক্ত পড়ছে। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। প্রাণ নেই—কিন্তু রক্ত এখনও উষ্ণ, জমাট বাঁধেনি।

আহসান, তোমার কাছেই পাঠিয়ে দিলাম। তুমি একে ভালবাসতে! বিশ্বাসঘাতিনীর আত্মাও কি বিশ্বাসঘাতকতা করবে?

'রানা, আগুন। আমাদের বেরুতে হবে।'

চারদিকে তাকাল রানা। বলল, 'আমাদের পালাতে হবে কেউ এসে পড়ার আগেই।'

জুনাইদের হাত থেকে মেঝেতে ছিটকে পড়া বেরেটা পিস্তলটা তুলে পকেটে রাখল রানা।

যে পথে এসেছিল সে পথে গেল না।

নির্জন পথ ধরে দক্ষিণ দিকে চলল। দু'জন দু'জনের উপর ভর রেখেছে। দমকল ছুটে গেল দুটো। ওদিক দিয়েও আসছে।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'খুব কষ্ট হচ্ছে—না?'

'না,' মাথা নাড়ল ফায়জা। রানার কোটটা ওর গায়ে ওভারকোট হয়ে গেছে। এক হাতে কলার ধরেছে, অন্য হাতে রানার কোমর।

দু'একজন পথচারি অবাক হয়ে দেখছে ওদের। দুটো মিলিটারি লরী ছুটে গেল ওদিকে। দেশে এখন জরুরী অবস্থা, এরকম একটা বিস্ফোরণ—মিলিটারি হেডকোয়ার্টারে খবর চলে গেছে। গালা ব্রিজে, তাহরির ব্রিজে নিশ্চয়ই মিলিটারি পোস্টিং হয়েছে। ওদের হাতে পড়লে চলবে না।

পিছন থেকে একটা গাড়ি এসে থেমে পড়ল ওদের পাশে। কালো রঙের পুরানো মডেলের ডজ সেডান। পকেটে হাত দিল রানা।

গাড়ি থেকে নেমে এল আরবী পোশাক পরা প্রৌঢ় এক লোক। এগিয়ে এল ওদের দিকে।

গম্ভীর কণ্ঠ—কোন ভূমিকা না করে বলল, 'আপনাদের আমি লিফট দিতে পারি?'

রানা দেখল, কর্নেল সিক্স।

কর্নেল রানার চোখের দিকে তাকাল। নির্বিকার চাউনি। আর কোন কথা না

বলে গাড়িতে ফিরে গেল। রানা ফায়জাকে বলল, 'চলো, ওঠা যাক।'

ফায়জা ইতস্তত করল, 'কে না কে!'

'তবু লিফট দিতে চেয়েছে...'

পিছনে উঠে বসল ওরা।

গাড়ি ছুটে চলল তাহরির রোড ধরে।

গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল রানা। আপন মনে বিড়বিড় করে বলল, 'ঘুম পাচ্ছে। আজ শুধু ঘুমাব। অনেক, অনেকক্ষণ ঘুমাব। জানো, কায়রোয় এসে একদিনও ঘুমাতে পারিনি।'

ফায়জা দেখল রানাকে। এখনই ঘুমিয়ে গেল নাকি? ছড়ে যাওয়া, কালো ছোপ লাগানো মুখ, ধুলোমাখা, চুল রক্ত মেখে জট বেঁধে গেছে। মুখের উপর আলো পড়ছে, দ্রুত সরে যাচ্ছে। সত্যিকার সুপুরুষের প্রোফাইল।

ফায়জা তাকিয়ে রইল।

মাথাটা রাখল রানার কাঁধে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলল। তাকাল রানার প্রোফাইলের দিকে।

ঘুমন্ত পুরুষের ছবি।

কিন্তু রানা ঘুমায়নি, ফায়জা জানে।

কেননা রানার কোলের উপর রাখা হাতে পিস্তল। আঙুল রাখা ট্রিগারে।

— ০ —

পটভূমি

১৯৪৮ সাল, ১৫ মে।

পৃথিবীর সব ইহুদি মন্দিরে বেজে উঠল আনন্দ-ঘণ্টা। ইহুদিদের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে জাতীয়-নিবাস: ইসরাইল। ইহুদিরা স্বপ্ন দেখত, একদিন আসবেন সেই মহাপুরুষ, যিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন তাদের পবিত্রভূমি জেরুজালেমে। সেই স্বপ্ন সফল হলো এতদিন পর।···সমস্ত ইহুদিরা কৃতজ্ঞতা জানাল সেই 'মহাপুরুষে'র কাছে।

বলা বাহুল্য, সে 'মহাপুরুষ' হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ। ট্রুম্যান ডকট্রিনের কারসাজি।

থিওডোর হার্জেল জিওনিজমের প্রচারক।

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে জার্মেনী এবং ফ্রান্সে ইহুদি নির্যাতন হয়ে ওঠে প্রবল। নির্যাতিত ইহুদিরা তখনই অনুভব করে তাদের কোন বাস-ভূমি নেই। থিওডোর হার্জেল তাঁর বইতে প্রথম প্রস্তাবরূপে উত্থাপন করেন একটি পৃথক ইহুদি রাষ্ট্রের কথা। জেরুজালেম থেকে প্রথম পারসিকরা, তারপর রোমান পম্পে বিতাড়িত করেছিল ইহুদিদের। হার্জেলের প্রস্তাবে জেরুজালেমের কথা উল্লেখ ছিল না। তিনি বলেছিলেন, আফ্রিকার পূর্বাংশে এই নিবাস গড়ে উঠতে পারে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইহুদি কংগ্রেসে প্রথম উল্লেখ করা হয় এই নিবাস হবে জেরুজালেমে। কিন্তু এই সময় (১৯০৩ সাল) পুরো প্যালেস্টাইনে ইহুদির সংখ্যা ছিল মাত্র পঞ্চাশ হাজার। ১৯১৪ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় আশি হাজারে। তখন ইহুদিরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে প্যালেস্টাইনের। ইউরোপের অত্যাচারও চরমে পৌঁছেচে—ওখান থেকে দলে দলে পালিয়ে আসতে শুরু করেছে ইহুদিরা, আশ্রয় নিচ্ছে আরব-ভূমিতে। ১৯৩১ সালের হিসেবে এদের সংখ্যা দাঁড়াল এক লক্ষ আশি হাজার। কিন্তু তখনও তারা প্যালেস্টাইনের মোট লোকসংখ্যার সতেরো ভাগ। বাকি তিরাশি ভাগ আরব। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, ১৯৪৬ সালে ইহুদিদের সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা বত্রিশ ভাগ।

তবু প্যালেস্টাইনে জন্ম হলো ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের। পশ্চিমা শক্তি জোটের মধ্য-প্রাচ্য প্রহরী।

আরবরা আক্রোশে ফেটে পড়ল। ১৯৪৮ সালের ১৬ মে আক্রমণ করল ইসরাইল।

কিন্তু পারল না একদিনের রাষ্ট্রকে পৃথিবী থেকে উচ্ছেদ করতে।

১৯৪৮ সালের এই যুদ্ধে, ফালুজা রণক্ষেত্রে কয়েকজন মিশরীয় তরুণ অফিসার দেখল যে-সব গোলাবারুদ তাদের সাপ্লাই দেয়া হয়েছে সেগুলো মরচে ধরা, ব্যবহারের অযোগ্য। প্রমাণিত হলো, দেশ-নেতা রাজা ফারুক থেকে শুরু করে

প্রত্যেক সভাসদ অসৎ ও লোভী। শত্রু-শিবিরে মিশরীয় যুদ্ধাস্ত্র চোরা পথে পাচার হয়ে যাচ্ছে। মিশরীর জনসাধারণের পয়সায় কেনা অস্ত্র শত্রুপক্ষকে শক্তিশালী করছে। পরাজিত, বিক্ষুব্ধ কয়েকজন অফিসার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো, তারা মিশরকে কলুষ-মুক্ত করবে। এই তরুণ অফিসারদের নেতা ছিলেন, গামাল আবদুল নাসের। পরবর্তীকালে নাসের এই দুঃসহ রাতগুলোর কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'আমাদের আসল রণক্ষেত্র মিশর।' দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক ও দালালশ্রেণীর কতকগুলো লোক তখন দেশের শাসক। যুদ্ধ হবে তাদের বিরুদ্ধে। জনতার যুদ্ধ।

এই সামরিক অফিসারদের সংগ্রাম শুরু হলো ভিতরে ভিতরে। ১৯৫২ সালের তেইশে জুলাই মহাপ্রাণ সুদানী জেনারেল নাগিবের নেতৃত্বে এরা ক্ষমতা দখল করল। ২৪ জুলাই সকালে মিশরবাসী কায়রো বেতারে জেনারেল নাগিবের ঘোষণা শুনল: 'বিশ্বাসঘাতক ও হীনবলদের দূর করে আমরা মিশরের ইতিহাসে এক নতুন এবং গৌরবময় ভবিষ্যৎ রচনা করতে অগ্রসর হয়েছি।'

রাজা ফারুককে হত্যা করা হলো না, কারণ অসৎ এবং হীনবল হলেও তিনি সাহসী বীর মোহাম্মদ আলীর বংশধর। আলবেনীয়ার এই তরুণ এসেছিল তুর্কীর অথোমান সুলতানের খেদিব হিসেবে। খেদিব হলেও সুলতান এবং ব্রিটিশরা তাকে আরব-নেতা বলেই মনে করত। তার একটি স্বপ্ন ছিল। সে স্বপ্নের কথা জানতেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পামারস্টোন। নেপল্‌সের রাজদূতকে একটি চিঠিতে এই সময় পামারস্টোন লিখেছেন, 'মোহাম্মদ আলীর প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত আরবী ভাষাভাষী অঞ্চলগুলোকে এক করে আরব রাজ্য গঠন করা। কিন্তু এর মানে হচ্ছে তুর্কী সাম্রাজ্যকে ভেঙে দেয়া। তাতে ব্রিটিশ রাজি হতে পারে না। কারণ তুর্কীরা রাশিয়ার ভারতবর্ষে যাবার পর আটকে রেখেছে।' আরবদের এক হতে দেননি পামারস্টোন, ডিজরেলি, গ্ল্যাডস্টোন, কার্জন, এলেনবী, চার্চিল। ব্রিটিশ রাজনৈতিক ইতিহাসে এঁদের প্রজ্ঞা আরব জাতীয়তাবাদকে দমিয়ে রেখেছে, একটা জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

নাসের আরব শক্তিকে এক করতে চাইলেন। আরবদের বললেন, রুখে দাঁড়াতে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে। কিন্তু রুখে দাঁড়াবার শক্তি তখন শতাব্দীর কূটনৈতিক শিকার, হীনবল, স্মৃতিজীবী আরবদের কোথায়?

নাসের বললেন, 'আমাদের একমাত্র দুর্বলতা, আমাদের শক্তি যে কতখানি তা আমরা জানি না।' তিনি তিনটি শক্তির কথা বললেন। (১) আরবদেশ থেকে পৃথিবীর প্রধান তিনটি ধর্মের উৎপত্তি। সব দেশের সঙ্গে আরবদের নীতিগত যোগ আছে। (২) তিনটি মহাদেশের মিলন-কেন্দ্র আরব। বাণিজ্য বা যুদ্ধে সুয়েজ ছাড়া পৃথিবী অচল। (৩) মধ্যপ্রাচ্যের তেল। বর্তমান পৃথিবীতে যে পরিমাণ তেল উত্তোলন হয় তার শতকরা ২৫ ভাগ মধ্যপ্রাচ্যের। রাশিয়াকে বাদ দিয়ে দেখা গেছে ভূগর্ভে সংরক্ষিত যা তেল আছে তার শতকরা ৭৫ ভাগই আছে মধ্য-প্রাচ্যের মরুভূমিতে।

এই তিনটি মধ্য-প্রাচ্যের শক্তি। আর এই তিন কারণেই মধ্য-প্রাচ্য পশ্চিমী শক্তি-জোটের কাছে মহার্ঘ বস্তু।

ইসরাইল সৃষ্টি হলো, হাজার হাজার আরব বিতাড়িত হতে লাগল ইসরাইল

থেকে। অকথ্য, অমানুষিক অত্যাচার করা হলো তাদের উপর নারী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে। পালিয়ে গিয়ে কেউ আশ্রয় নিল জর্ডনে, কেউ গাজাতে। এবং তখনও রয়ে গেছে 'স্টেট উইদিন এ স্টেট': সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানি। রয়ে গেছে ক্যানাল রক্ষার জন্যে ইংরেজ বিমান বহর, নৌবাহিনী, মিশরের মাটিতেই।

ক্যানাল কোম্পানির মালিকানা ব্রিটেনের—অথচ খাল খননের সময়ে যখন ইউরোপের সমস্ত দেশ কিছু না কিছু শেয়ার কিনেছিল তখন ইংরেজ একটিও কেনেনি। একটি পয়সাও দেয়নি। পরে ডিজরেলী বিরাট শঠতার সাহায্যে মিশরীয় শেয়ারগুলো কেনে খেদিব ইসমাইল পাশার কাছ থেকে। মিশরের সুয়েজে মিশরের কোন অধিকারই ছিল না।

মিশর এই খাল খননের সময় টাকা দিয়েছিল, জমি দিয়েছিল, লক্ষ লক্ষ মিশরীয়কে ভূমিহীন করেছিল। খাল খনন করতে গিয়ে মারা গিয়েছিল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার মিশরীয় শ্রমিক। এই সব শ্রমিকের পবিত্র অস্থির কথা স্মরণ করলেন নাসের ১৯৫৬ সালের ২৬ জুলাই প্রাচীন নগর আলেকজান্দ্রিয়ার বিশাল জন-সমুদ্রের সামনে। ঘোষণা করলেন, 'সুয়েজ এখন থেকে চালাবে মিশরবাসী, মিশরবাসী, মিশরবাসী!'

ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইসরাইল সমবেতভাবে আক্রমণ করল মিশর ৩০ অক্টোবর। সিনাইতে প্রবেশ করল ইসরাইলী বাহিনী। ফরাসী এবং ইংরেজ বিমান কায়রোতে বোম্বিং করল। দখল করল পোর্ট সৈয়দ।

পৃথিবী-ব্যাপী জনমত প্রতিবাদে ও আক্রোশে ফেটে পড়ল এই সাম্রাজ্যবাদী হামলায়।

মিশরীয়দের পাশে এসে দাঁড়াল রাশিয়া।

ব্রিটেন, ফ্রান্স গুটিয়ে নিল সাম্রাজ্যবাদীর কলুষিত নখর।

সুয়েজ হলো মিশরের।

১৯৬৭ সাল। গাল্‌ফ অফ আকাবাকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য দেশে আবার শুরু হয়ে গেল সলাপরামর্শ। ২৬ মে আমেরিকায় গেল ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী। ৬ জুন ইসরাইলী বাহিনী আক্রমণ করল আরব। দখল করল জেরুজালেম। সুয়েজ বন্ধ হলো। দুই তীরে কামান পেতে বসে থাকল মিশরীয় আর ইসরাইলী বাহিনী মুখোমুখি।

যে-কোন মুহূর্তে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে পরস্পরের উপর।

যুদ্ধ চলছে। আরবরা বিশ্বাস করে না ইসরাইলকে। ধনকুবের ইহুদিরা ইউরোপ থেকে পালিয়ে আশ্রয়ের জন্যে এসেছিল প্যালেস্টাইন, ওটা তারা দখল করে নিল। আস্তে আস্তে তারা সীমানা বাড়াবে।

ইসরাইলের দাবি তুলে জিওনিস্ট নেতা (পরবর্তীকালে ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট) বৈজ্ঞানিক ড. ওয়াইজম্যান বলেছিলেন, 'পৃথিবী ইসরাইলকে বিচার করবে আরবদের প্রতি তার ব্যবহারের মাপকাঠিতে।'

কে আজ বিচার করবে ইসরাইলের? তার সঙ্গীদের?

রক্ষণশীল ঐতিহাসিক, ইহুদিদের প্রতি যার সহানুভূতি আছে, ড. টয়েনবী তাঁর 'স্টাডি অভ হিস্ট্রি' বইতে একখানে লিখেছেন: ঈশ্বর ব্যথা ও দুঃখ দিয়ে যে আলোর

সন্ধান দেন তাকে কতখানি অগ্রাহ্য করা হয়েছে অন্যায়ের প্রকৃত মাপ-কাঠি হচ্ছে তাই। আর এই মাপ-কাঠিতে ইহুদিদের প্যালেস্টাইন থেকে আরব বিতাড়নের অন্যায়ের তুলনা ইতিহাসে নেই।...তাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে, নাৎসী জার্মেনীর হাতে যে নির্যাতনের ভেতর দিয়ে তাদের যেতে হয়েছিল, তা পরিত্যাগ না করে আরবদের উপর সেই অত্যাচারেরই পুনরাবৃত্তি করছে।

আর নিপীড়ন নয়: বাস্তুত্যাগী আরবরা গড়ে তুলেছে প্রতিরোধ। তারা তাদের দেশে ফিরে যাবে। তারা প্রাণ দিচ্ছে, তারা দেশমাতৃকার চরণে নিবেদিত-প্রাণ: ফেদাইন। তারা আল-ফাত্তাহর সদস্য।

দার্শনিক নীটশে বলেছিলেন, 'পশ্চিমা শক্তিগুলো সাম্রাজ্য গড়েছে তাদের চরিত্রের অনুরূপ। তাদের চরিত্র হলো শিকারী জানোয়ারের চরিত্র।'

আল-ফাত্তাহর গেরিলা যোদ্ধারা ঢুকে পড়েছে ইসরাইলে।

যাও, উদ্ধার করো তোমার দেশ। বীর-বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ো শত্রুর ওপর। কিন্তু খুব সাবধান, জানোয়ারটা শিকারী জানোয়ার!